সাজু ওয়েস্টার্ন

লোন রাইডার

-সুমন আহসান

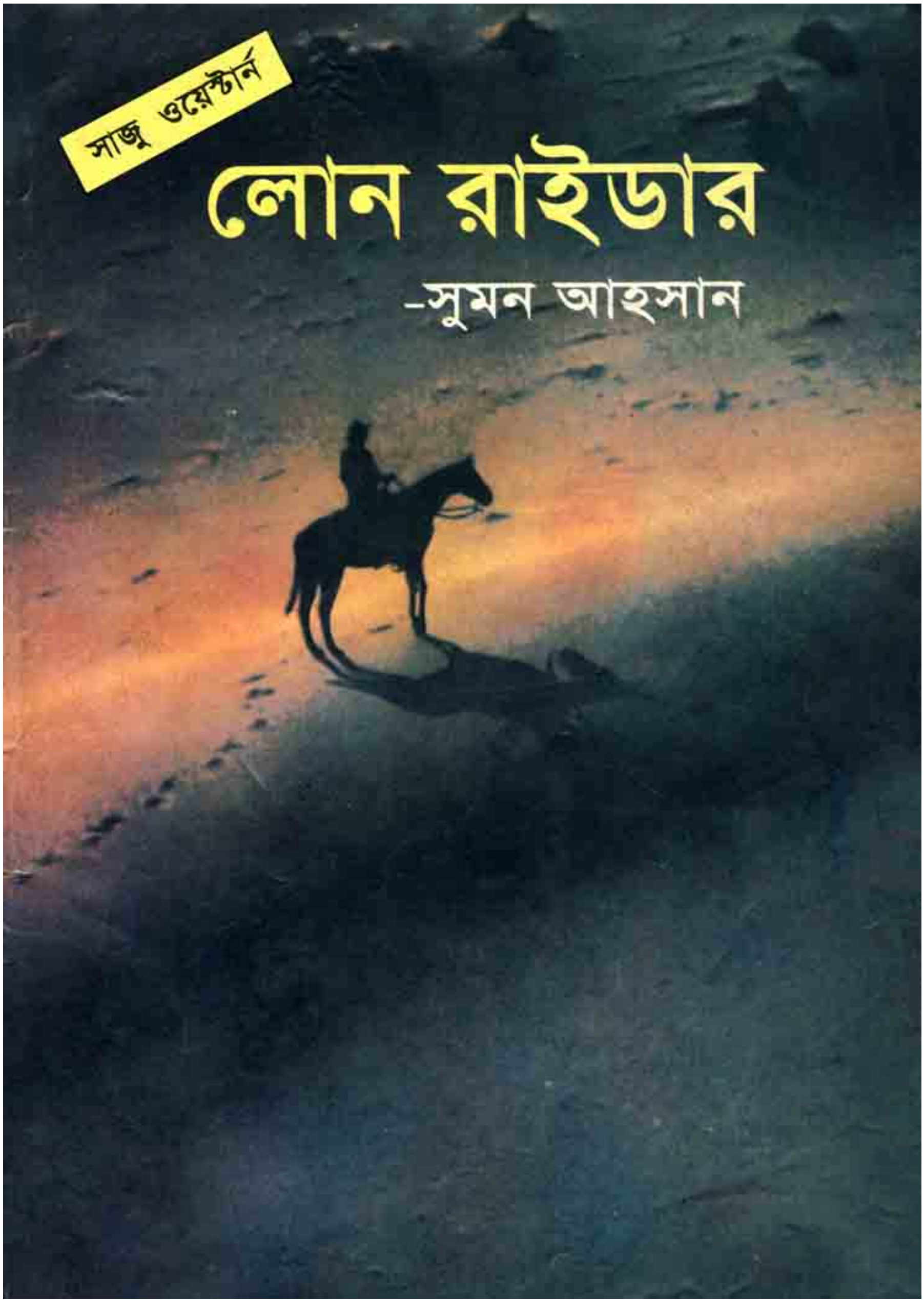

সাজু ওয়েস্টার্ন

লোন রাইডার

সুমন আহসান

ছোট্ট শহর গোল্ড টাউন। মাত্র কয়েকঘর লোকের বাস এখানে। আইনের হাত এখনো এসে পৌছয়নি এ শহরে।

এই শহরেই দুষ্ট চক্রের হাতে জিম্মি হয়ে আছে তরুণী মেরী আর তার কিশোর ভাই পল। ওদেরকে নিজের ঘর থেকে উৎখাত করতে চায় দুষ্ট চক্র।

এহেন অবস্থায় গোল্ড টাউনে আবির্ভাব ঘটে এক নাম না জানা তরুণের। বিপন্ন দুই ভাই-বোনের দিকে সে বাড়িয়ে দেয় সাহায্যের হাত। শুরু হয় সংঘাত।

ঘটনা আরো জমে উঠে, যখন সুবিধাবাদী র‍্যাঞ্চার প্যাকার এসে হাত মেলায় দুষ্টচক্রের সাথে।

একা ক'দিক সামলাবে তরুণ? কিন্তু, দেখা গেল, শেষ পর্যন্ত ঠিকই সামলালো সে।

কিভাবে সম্ভব হল তা?

জানতে হলে বইটি পড়ুন।

নবাবগঞ্জ প্রকাশনী
৩৮, বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০।

মূল্য ঃ ছাব্বিশ টাকা মাত্র

এক

ঘটনাটা এমন দাঁড়াবে ধারনা করেনি সে। করলে হয়ত আরো আগেই বাগড়া দিত।

বারের এক মাথায় কাউন্টারে কোমর ঠেকিয়ে দেয়ালের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তরুণ। লম্বা, সুঠামদেহী সে। রোদে পোড়া তামাটে চেহারা, অবসাদের ছাপ চোখেমুখে। ইষৎ কুঁজো হয়ে আছে। ডান হাতে মদের গ্লাস। বাম হাতটা নিম্নমুখী হয়ে ঝুলে আছে। উরুতে বাঁধা হোলষ্টারের ভেতর থেকে উঁকি দেওয়া সিক্সশ্যুটারের বাট স্পর্শ করে আছে ওর আঙ্গুলগুলো। মাথায় সাদা ষ্টেটসন। ধুলো জমে ওটার রঙ বাদামী হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। গায়ে লাল ফ্লানেলের শার্ট, রঙ জ্বলে যাওয়ায় গোলাপী দেখাচ্ছে। পরনের জীন্সটার অবস্থাও তথৈবচ। উঁচু হীলের বুটের ভেতর ওটার প্রান্ত ঢুকানো।

ভীষণ তৃষ্ণা পেয়েছিল তার। একটানা চারদিন ঘোড়ার পিঠে কাটিয়েছে। সর্বশেষ সে থেমেছিল হার্ডসন স্প্রীং এ। পর্বতমালা পেরিয়ে এসেছে ও। একটা তেজী মাসটাং ঘোড়া ওর সঙ্গী। স্বাভাবিক ভাবেই তার পেটে শুকনো বেকন আর বোতল ভরা ধুলোধুসরিত পানি ছাড়া অন্য কিছুই পড়েনি। প্রায় শুকনো ওয়াটার

হোল থেকে পানি সংগ্রহ করেছিল সে। পানিটা খাবার পর তার মনে হতো, একগাদা ধুলো পানি দিয়ে ভিজিয়ে খাচ্ছে।

খটখটে শুকনো গলা নিয়ে অবশেষে যখন গোল্ডেন টাউনে পৌঁছল তরুণ, তখন তৃষ্ণার ঘোড়াটা রীতিমত লাগাম ছাড়া হয়ে ছুট লাগিয়েছে। শহরটা ছোট। মাত্র কয়েকঘর লোকের বাস এখানে। তাদের চাহিদা মেটাবার জন্য জীম টার্নারের সেলুনটা যথেষ্ট হলেও, পশ্চিমের বড় বড় টাউন ঘুরে আসা তরুণ রাইডারের জন্য মোটেও সন্তুষজনক নয়। তবুও সেলুনটা দেখে অত্যন্ত খুশী হয়েছিল ও। মাতালের মত টলতে টলতে ঘোড়া থেকে নেমেছিল।

বারান্দার রেলিংয়ে ঘোড়ার লাগামটা পেঁচিয়ে কোনমতে কাঠের পাটাতনে পা রেখেছিল। চকিতে পাশে বাঁধা ঘোড়াটার উপর চোখ পড়ায়, ওটা কি জাতের ঘোড়া খেয়াল করেই ক্লান্ত শরীরটাকে ঠেলে দিয়েছিল ব্যাটউয়িং এর দিকে। সোজা হেঁটে গিয়েছিল বারের কাছে। খসখসে গলায় ড্রীংকের অর্ডার দিয়েছিল। সেই থেকে এক নাগাড়ে মদ গিলে যাচ্ছে।

তোয়ালে দিয়ে ভেজা গ্লাস মুছছিল বারটেন্ডার কাম সেলুন কীপার জীম। মোটাসোটা শান্ত প্রকৃতির লোক। কোন কিছুতেই তার তেমন কৌতুহল নেই। তাই আগন্তকের অস্বাভাবিক কণ্ঠ তার মনে কোন ছাপ ফেলতে পারেনি। বিনা বাক্যব্যয়ে গ্লাস ভরে দিয়েছিল সে। তারপর পুনরায় নিজের কাজে লেগে গিয়েছিল। আবার যখন অর্ডার দিল তরুণ, তখনও কিছু মনে করেনি। কিন্তু, পরপর চার গ্লাস মদ গিলে ফেলবার পরও যখন পূনরায় গ্লাস

বাড়িয়ে দিল রাইডার, স্বাভাবিকই কিছুটা কৌতুহলী হয়ে উঠল জীম।

'কি হে মিষ্টার, কাষ্টোমারদের হাতে প্যাদানি খাওয়াতে চাও নার্কি আমাকে?' বলল সে, 'যেভাবে খাচ্ছো তাতে আমার ষ্টক খালি না করে ছাড়বে না দেখছি।'

উত্তর দিল না তরুণ। আবারো গ্লাসটা ঠেলে দিল। ভরে দিতে না বললেও ইঙ্গিতটা টের পেল জীম। মাথা নাড়ল সে। 'উহুঁ আর হচ্ছে না। তুমি মাতাল হলে আমারী সমস্যা হবে। কাজের লোক নেই আমার। তোমার ঐ বিশাল দেহটা টেনে তোলা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।'

'মাতাল হব না আমি। তবে আর এক গ্লাস না পেলে ঠিক মরে যাব।' স্বাভারিক কণ্ঠে বলল তরুণ। 'তুমি নিশ্চয়ই চাওনা, এই একরত্তি পচা মালের জন্য কষ্ট পেয়ে মারা যাই আমি।'

'বাহ্ বেড়ে বল্লেছো। বলছ পচা মাল আবার দেদারসে গিলেও যাচ্ছো।' বিরক্তি প্রকাশ করল জীম। পুনরায় খালি গ্লাসটা ভরে দিল। 'এটাই শেষ।' বলল সে।

গ্লাসটা খালি করল তরুণ। তারপর ঠেলে দিল ওটা জীমের দিকে। শার্টের হাতায় মুখ মুছল। দৃষ্টি দিল সেলুনের ভেতর দিকে। পশ্চিমের আর সব সেলুনের মত এটাও সাদামাঠা। একটা লম্বা বার, সামনে কয়েকটা টুল পাতা। ঘরের চারপাশে ছড়ানো ছিটানো গুটিয়েক চেয়ার টেবিল। বারের পেছনে,দেয়াল ঘেঁষে শেলফ। রকমারি বোতল সাজানো।

পশ্চিমে মানুষের আনন্দ বিনোদনের সুযোগ নেই বললেই চলে। তাদের একমাত্র আনন্দ লাভের আশ্রয় সেলুন। সারাদিনের কাজ সেরে তাই তারা এখানে এসে ভীড় জমায়। উদ্দেশ্য কয়েক গ্লাস মদ খেয়ে ক্লান্ত দেহ-মনকে পুরোপুরি চাঙ্গা করে তোলা। নানা কিসিমের লোক আসে এখানে। কেউ খায়, কেউ গল্প করে, আবার কেউ আসে অবসর সময়টুকু স্রেফ লোকের ভীড়ে কাটিয়ে যেতে। সকলেই এরা স্বাধীনচেতা। কারো সাথে অনর্থক বিবাদে জড়ায় না। তবে ব্যক্তিত্বে লাগলে সংঘর্ষ অবশ্যই অনিবার্য হয়ে উঠে। তবে কিছু লোক আছে, যারা মারামারি করেই আনন্দ পায়। পশ্চিমের বুনো জীবনে এই আনন্দ বরাবরই গ্রহণযোগ্য।

সেলুনের কোণের দিকে চোখ পড়তেই তরুণের ধুসর চোখ জোড়া কিছুটা স্ফীত হয়ে উঠল। এখন ঠিক দুপুর। লাঞ্চের সময় হতে আরো ঘন্টাখানেক দেরী। তাই এ সময় লোকজন আসেনা তেমন একটা। এতক্ষণ পর্যন্ত তরুণের ধারণা ছিল, ভেতরে বারটেন্ডার ছাড়া লোক বলতে সে একাই। কিন্তু ঘরের কোণায় ছায়াঘেরা জায়গায় বসে থাকা রুক্ষ চেহারার লোকটাকে দেখে ধারনাটা ভুল প্রমাণিত হল ওর। তার মানে বাইরে বেঁধে রাখা ঘোড়াটার মালিক ও, ভাবল। জানালার আড়ালে বসে আছে সে। হাতে মদের গ্লাস। অর্ধেকটা ভরে আছে এখনো। খাচ্ছে না লোকটা। বারবার বাইরে তাকাচ্ছে। বুঝতে পারল তরুণ, কোন কারণে অস্থির হয়ে আছে সে।

গ্লাসের সাথে গ্লাসের টুকাটুকির শব্দ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে জীমের দিকে তাঁকাল তরুণ। অম্লান বদনে ওর দিকে তাঁকিয়ে

আছে সেলুন কীপার। তাঁর চোখের ভাষা বুঝতে অসুবিধা হল না। পকেটে হাত ঢুকিয়ে রুপোর একটা কয়েন বের করে ঠেলে দিল জীমের দিকে।

মৃদু হেসে কয়েনটা তুলে নিল জীম। তারপর আগের মতই গ্লাস মুছতে লেগে গেল।

বেরিয়ে যাবার জন্য পা বাড়াতে যাবে তরুণ, এমনি সময় সেলুনের বাইরে থেকে চেঁচামেচির শব্দ কানে আসতেই অনড় হয়ে গেল। ব্যাট উয়িং ঠেলে ভেতরে ঢুকল একজন লোক। পেছনে ঢুকল আরো একজন। বগলে পেটমোটা পোটলা একটা। প্রথমজন বেশ চওড়া। দশাসই চেহারা। পরনে গরুর চামড়ার ফতুয়া। মাথায় কালো হ্যাট। দ্বিতীয়জন পাটখড়ির মত শুকনো। ঢিলে একটা জামা পরে আছে। লম্বাটে ছুঁচালো মুখ। দু'জনেরই কোমরের সাথে বাঁধা হোলস্টারে পিস্তল। ওরা ঢুকবার ঠিক পরপরই প্রায় দৌড়ে ভেতরে এল দশ-বারো বছরের এক কিশোর। কাঁদো কাঁদো চেহারা।

"হেই মিষ্টার আমার স্যাক দাও।' পাটখড়িকে জাপটিয়ে ধরে বলল সে।

'দেবো বাছা দেবো। আগে তোমার সাথে কথাটা সেরে নেই। বলতে বলতে ছেলেটাকে জড়ানো অবস্থায় পা টেনে টেনে কোণের টেবিলটার দিকে এগোচ্ছে শুকনো চেহারার লোকটা। ততক্ষণে বিশালদেহী পৌঁছে গেছে কোণের টেবিলে বসে থাকা রুক্ষ চেহারার লোকটার কাছে।

বুঝল তরুণ, এতক্ষণ এদের অপেক্ষাতেই ছিল সে। কৌতুহলী হয়ে উঠল তার মন। ব্যপারটা কি বুঝবার জন্য বারের দিকে পেছনে ফিরে দাঁড়াল। হাত দু'টো ঝুলে থাকল শরীরের পাশে। এই প্রথম খেয়াল করল জীম। তরুণের ডান উরুতে খাপে মোড়া একটা ছুরি শোভা পাচ্ছে। ভ্রু জোড়া কোঁচকে গেল তার।

বারের কিনারায় কোমর ঠেকিয়ে সামান্য হেলে দাঁড়িয়ে আছে রাইডার। বিশালদেহী আর রুক্ষ চেহারার লোক দু'জন নিচু স্বরে কথা বলছে। মুখোমুখি চেয়ারে বসে আছে ওরা। শুকনো জন পাশে দাঁড়িয়ে ওদের কথা শুনছে। বামহাত উঁচু করে স্যাকটা ধরে আছে সে। ডান হাতে ছেলেটাকে দূরে সরিয়ে রাখছে। কাছে ভীড়তে দিচ্ছে না মোটেই।

সহসা উঠে দাঁড়াল বিশালদেহী। এগিয়ে আসতে লাগল বারের দিকে। কয়েক পা এগিয়ে থেমে গেল। ঘুরে দাঁড়িয়ে শুকনো লোকটাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'হেই রডনি, মাস্টার পলকে তার স্যাক দিয়ে দাও।'

'দিচ্ছি।' বলে বাম হাতটা নামিয়ে আনল ছুঁচোমুখো রডনি। এগিয়ে দিল ছেলেটার হাতের দিকে। স্যাকটা ধরতে যাবে পল, অমনি তার মাথার উপর দিয়ে ছুঁড়ে দিল বিশালদেহীর দিকে। 'তোমার স্যাক গর্ডনের কাছে খোকা। ওদিকে যাও।' হাসতে হাসতে বলল সে।

চোখের সামনে থেকে স্যাকটা নেই হয়ে যেতে মুখটা আষাঢ়ের মেঘে ঢেকে গেল পলের। ঘুরে দাঁড়িয়ে গর্ডনের দিকে তাঁকাল। ওকে ডাকছে গর্ডন।

'এসো পল। এই যে, তোমার স্যাক আমার কাছে। জ্বলদি নিয়ে যাও।'

ছুটে এলো পল গর্ডনের কাছে। ততক্ষণে স্যাকটা আবারো,রডনির কাছে ফিরিয়ে দিয়েছে গর্ডন। ওর হাতে কিছুই দেখতে পেল না পল। ঘুরেই দৌড় লাগালো রডনির দিকে। দু'হাতে স্যাকটা পেটের কাছে ধরে হাসছে সে। পল কাছে পৌঁচতেই আবারো স্যাকটা গর্ডনের দিকে নিক্ষেপ করল।

পলের স্যাকটা ক্রমাগত লোফালুফি করছে গর্ডন আর রডনি। ওটার পিছু পিছু দৌড়াচ্ছে পল। দৃশ্যটা ক্রমেই রাগিয়ে দিচ্ছে তরুণ রাইডারকে। ব্যাপারটা যে আস্তে আস্তে এরকম ছেলেখেলার রূপ নেবে, বুঝতে পারেনি সে। যদি পারতো, তবে আরো আগেই নাক গলাতো। কিন্তু, যখন গলালো ততক্ষণে দেরী হয়ে গেছে।

বেশ কতকক্ষণ দৌড়াদৌড়ির ফলে একসময় হাঁপিয়ে উঠল ছেলেটি। এখনও ছুটছে সে। তবে আগের সেই দ্রুত গতি আর নেই। হোঁচট খেতে খেতে এগুচ্ছে সে। হেড়ে গলায় চিৎকার করে তাকে আসবার জন্য উৎসাহিত করছে গর্ডন আর রডনি।

সরু চোখে ঘাড় ফিরিয়ে বারম্যানের দিকে তাকালো তরুণ। নিরুৎসাহি দৃষ্টিতে ঘটনাটা দেখছে জীম। কোন ভাব নেই তার মুখে। চিবুক শক্ত হয়ে গেল তরুণের। মুখ ঘুরিয়ে সামনে তাঁকালো সে। পরমুহূর্তে বিদ্যুৎ গতিতে ডান হাতটা উঠে এল কোমরের কাছ থেকে। ছিপ মারার ভঙ্গীতে সামনের দিকে লম্বা হয়ে গেল ওটা।

স্যাকটা পলের মাথার উপর দিয়ে ছুঁড়ে দিয়েছে গর্ডন। শূন্যে বক্রাকার পথ ধরে ছুটে যাচ্ছে ওটা রডনির দিকে। সহসাই ওটাকে চোখের সামনে থেকে নেই হয়ে যেতে দেখল গর্ডন। অপর দিকে স্যাকটাকে ধরার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল রডনি। কিন্তু, বিস্মিত চোখে খেয়াল করল। স্যাকটা আচমকা দিক পরিবর্তন করে ছুটে চলেছে সেলুনের দেয়ালের দিকে। পরক্ষণেই কাঠের দেয়ালে ধুপ শব্দে ধাক্কা খেল ওটা। কিন্তু, পড়ল না। অবাক হয়ে দেখল, ওটাকে ফুটো করে কাঠের দেয়ালে বিঁধে আছেএকটা থ্রোয়িং নাইফ।

নাইফটা ছুঁড়েই ওটার পিছু পিছুপা বাড়িয়ে দিয়েছে তরুণ। সবার বিস্মিত দৃষ্টির সামনে দিয়ে সে এগিয়ে গেল দেয়ালের কাছে। হ্যাচকা টানে খুলে নিলো ছুরিটা। মাটিতে পড়ার আগেই অপর হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল স্যাকটা।

ছুরিটা খাপে পুরে হাঁটা দিল উল্টোদিকে, পল যেদিকে আছে। একটা চেয়ারের ব্যাকরেষ্টে হাত ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পল। আন্ডা আন্ডা চোখে দেখছে তরুণের কার্যকলাপ।

পলের কাছে এসেই স্যাকটা বাড়িয়ে দিল তরুণ। 'এই নাও খোকা তোমার স্যাক।'

কৃতজ্ঞতায় চোখে পানি এসে গেল পলের। কাঁপা কাঁপা হাতে ওটা গ্রহন করল সে। পরক্ষণেই ধপ করে খালি চেয়ারটায় বসে পড়ল। কোন কথা বেরুলো না ওর মুখ দিয়ে।

ততক্ষণে কোণের টেবিলের লোকটা উঠে দাঁড়িয়েছে। এগিয়ে আসছে সে তরুণের দিকে। কাছাকাছি এসেই পা ফাঁক করে দাঁড়াল। ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুল গুঁজে দিল কোমরের বেল্টে। হোলষ্টার ছুঁয়ে থাকল তার হাতের আঙ্গুলগুলো। লম্বায় সে প্রায় তরুণের সমান। তবে ওজনে ওর চেয়ে অন্ততঃ ত্রিশ পাউন্ড বেশী হবে। চওড়া কাঁধের সাথে মানানসই মোটা মোটা পেশলহাত জোড়া অসীম শক্তিমত্তার পরিচয় বহন করছে। লিলেনের টাইট শার্ট পরে আছে সে। রোদে পোড়া রুক্ষ মুখটায় আঁকড়ে আছে অশুভতার ছাপ। বাম হাত তুলে তর্জনী তাঁক করল সে তরুণের দিকে।

'তুমি কে হে মিষ্টার,' কর্কশ কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'আমাদের কাজে বাগড়া দিতে এসেছো?'

ঘুরে ওদের মুখোমুখি হল তরুণ। প্রশ্নকর্তাকেই নেতা মনে হল ওর। বাকী দুজন ইতিমধ্যে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তার। ডান পার্শ্বে গর্ডন আর বামে রডনি। উভয়েরই হাত ঠেকে আছে পিস্তলের বাটে।

স্বাভাবিক ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে তরুণ। চোখে সাবধানী দৃষ্টি। দু'হাত আলগোছে ঝুলে আছে শরীরের পার্শ্বে।

'আমি যেই হই', যেন কৌতুক করছে এমন কণ্ঠে বলল সে। 'তোমাদের মত কচি খোকা নই। বল লোফালুফির বয়স অনেক আগেই পেরিয়ে এসেছি আমি।'

মুহূর্তেই চোখ জোড়া জ্বলে উঠল মাঝখানের লোকটার। তরুণের কথাটা আঘাত করেছে তাকেই বেশী, যেহেতু প্রশ্নটা সেই করেছে। বোবা বনে গেল সে।

ক্রোধে অগ্নীশর্মা হয়ে এক পা এগিয়ে এল গর্ডন। 'ড্যাপো ছোকড়া তোকে আমি ---' তোতলাতে লাগল সে।

হাত উঁচু করে ঘুষি তুলল। ছুঁড়ে দিল সেটা তরুণের মুখের উপর। পরক্ষণেই নাকের উপর প্রচণ্ড একটা থাবরা খেয়ে ফিরে গেল আগের জায়গায়। চোখে মুখে অন্ধকার দেখছে।

গর্ডনকে আঘাত করেই পিছিয়ে এল তরুণ। সহজ ভঙ্গীতে স্থির হয়ে দাঁড়াতেই খেয়াল করল মাঝের লোকটার ডান হাত পিছলে নিচে নেমে যাচ্ছে।

তরুণের বাম হাত ছোবল হানল হোলষ্টারে। ভোজভাজির মত তার হাতে উঠে এল সিক্সশুট্যার, 'উহুঁ ও কাজটি করোনা।' উপদেশ খয়রাত করার ভঙ্গীতে বলছে সে। 'বাইরে একটা ঘোড়া দেখলাম। বেশ্ দামী সোরেল ঘোড়া। যে কেউ ওটার মালিক হতে পারলে বর্তে যাবে। তুমি নিশ্চই চাওনা, ঐ ঘোড়াটা বেওয়ারিশ হয়ে যাক।'

থেমে গেল নেতার হাত। স্পষ্ট বুঝতে পারছে। ঐ কালো গহব্বরটার পেছনে যে দাঁড়িয়ে আছে, সে মিথ্যে বলছে না। এখন পিস্তলে হাত দেওয়া মানেই বোকার মত নিজেকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া। অনুভূতিটা বুকে কাঁপন ধরিয়ে দিল ওর। আস্তে করে হাতটা সরিয়ে নিল পিস্তলের কাছ থেকে।

'কথাটা মনে থাকবে আমার।' অনেকক্ষণ পর ঠান্ডা গলায় বলল সে। তারপর ঘুরে হাঁটা ধরল সেলুন গেট এর দিকে। গর্ডন আর রডনি এতক্ষণ জমে ছিল। তারাও পিছু নিল ওর। ব্যাটউয়িং এ হাত রেখে নেতা লোকটা মাথা ঘুরিয়ে পেছনে তাকাল আবার। 'নিজের দিকে খেয়াল রেখো বাছা। দেখো, শেষটায় না আবার নিজেই বেওয়ারিশ হয়ে যাও।' বলেই উয়িং ঠেলে বেরিয়ে গেল। বাকী দু'জন মুর্তির মত অনুসরণ করল ওকে। কাঠের বারান্দায় ওদের পদশব্দ ঝড় তুলল। এক সময় মিলিয়ে গেল।

এতক্ষণ সিক্সশুটার তাঁক করে ওদেরকে কাভার করে রেখেছিল তরুণ। দুবৃত্তদল বেরিয়ে যেতেই অস্ত্রটা হোলষ্টারে পুরল। এগিয়ে এল পলের দিকে।

ততক্ষণে ধাতস্ত হয়ে ওঠেছে ছেলেটা। তরুণ কাছে আসতেই উঠে দাঁড়াল। দু'হাতে স্যাকটা জাপটে ধরে আছে বুকের কাছে। 'ধন্যবাদ মিষ্টার। আমি পল রেনল্ড।" নিজের পরিচয় দিল সে।

'ধন্যবাদের প্রয়োজন নেই খোকা। একজন পুরুষ মাত্রই দুর্বলের সাহায্যে এগিয়ে আসে। যখন তুমি বড় হবে, তখন বুঝবে, পুরুষ হিসেবে তোমার কখন কি করা উচিৎ।' পলের মাথার চুল এলোমেলো করে দিল সে।'আর ভয় নেই। তুমি নিশ্চিন্তে বাড়ী যাও। ওরা আর বিরক্ত করবে না তোমাকে।'

'ভুল বললে মিষ্টার।' পেছন থেকে জীমের কণ্ঠ শুনে সেদিকে ফিরল তরুণ। 'ওদের চেনো না তুমি। এই শহরের হর্তাকর্তা ওরা। সহজে ছাড়বে না তোমাকে।'

'ভালো করেই চিনি ওদের।' বলতে বলতে বারের দিকে এগোলো তরুণ। কাউন্টারে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। 'পশ্চিমে এরকম লোক প্রচুর পাবে। যারা নিজেকে কেউকেটা ভাবে। দুর্বলের উপর অত্যাচার করে সুখ পায় তারা। কিন্তু, একজন সত্যিকারের পুরুষের সামনে দাঁড়াবার মুরোদ এদের নেই।' একটু থামল সে। পলের দিকে ইঙ্গিত করল ঘাড় কাৎ করে। 'একটা বাচ্চা ছেলেকে বিরক্ত করে যারা, তাদেরকে ভয় পাবার কোন কারণ নেই আমার।'

আগন্তকের কথাগুলো মনে ধরল জীমের। তবুও বুকটা অজানা আশংকায় দুলে উঠল ওর। দুবৃত্তদের ভালো করেই চেনে ও। এও জানে, কেন পলকে বিরক্ত করেছে ওরা। না জেনে তরুণ রীতিমত পাকা ধানে মই দিয়েছে ওদের। ওকে জীবিত ছাড়বে না ওরা।'

'তবুও আমি বলব, এক্ষুণি ঘোড়ায় চাপা উচিৎ তোমার। ঐ নেতা লোকটার নাম ল্যান্সার। ভয়ানক জেদী লোক। একবার যার পিছে লাগবে তার চরম সর্বনাশ না করে ছাড়বে না। কালো হ্যাটধারী হল গর্ডন। খালি হাতে মানুষ পেটাতে ওস্তাদ। আমার এই সেলুনেই একজন শক্তিশালী লোককে পিটিয়ে তুলোধুনো করে ছেড়েছিল। তবে সবচেয়ে বিপদজনক শুটকো রডনি। অত্যন্ত দ্রুত পিস্তল ড্র করে সে। অবশ্য, তুমি ওর চেয়ে এক কাঠি বাড়া। সাক্ষাত তিন বিচ্ছুকে সামলানো সহজ কাজ নয়। অথচ তাই করেছো তুমি। আর ভুলটা সেখানেই করেছো। র‍্যাটল স্নেকের লেজে পা দিয়ে ফেলেছো। এখন ছোবল তোমাকে খেতেই হবে।'

'সাপের লেজে তখনি পা দেই আমি, যখন বুঝতে পারি, ওটাকে টেনে হিঁচড়ে ছিড়ে ফেলতে পারব। আমার সম্পর্কে মিছেই উদ্বিগ্ন হচ্ছো তুমি। তবুও সাবধান করার জন্য ধন্যবাদ।' একনাগাড়ে কথাগুলো বলে ঘুরে দাঁড়াল তরুণ। পলকে দেখে কিঞ্চিৎ বিস্মিত হল। 'এই যে বয়, এখনো যাওনি তুমি?'

'মিষ্টার।' কণ্ঠে শংকা ঢেলে বলল পল। 'আমায় যদি একটু বাসা পর্যন্ত পৌঁছে দিতে। খুব একটা দূরে নয় ওটা। শহরের এক প্রান্তেই।' শেষের দিকে আবেদন ঝড়ে পড়ল ওর।

বুঝল তরুণ এখনো ভয় যায়নি ছেলেটার মন থেকে। এগিয়ে এসে পলের পিঠে হাত রাখল। 'বেশ চল।' বলে আশ্বস্থ করল। তারপর দু'জনেই এগোলো বাহির দরজার দিকে। ব্যাটউয়িং ঠেলে বেরিয়ে গেল একই সাথে।

অপসৃয়মান তরুণের চওড়া পিঠের দিকে তাঁকিয়ে ভাবছিল জীম, কে ও? কোথায় যেন দেখেছি ওকে। বিশেষ করে ওর বিদ্যুৎ গতিতে নাইফ থ্রোয়িং এর দৃশ্যটা বড্ড চেনা লাগছে। চকিতে জীমের স্মৃতির মনিকোঠায় বছর দুয়েকের আগে দেখা একটা ঘটনার দৃশ্য ভেসে এল। খুব সম্ভবতঃ মন্টানায় ঘটেছিল ওটা। আপনমনে মাথা নাড়ল টার্নার। চিনতে পেরেছে তরুণকে। না, মিছেই সাবধান করেছে ওকে। ঐ রাইডারের বিরুদ্ধে ওরা তিনজন কেন। গোটা শহরটাই লেগে পড়লেও তার টিকি স্পর্শ করতে পারবে না কেউ। ও যে একাই একশো।

দুই

রাস্তায় নেমেই দু'পাশে চোখ বুলালো তরুণ। কাঠ ফাঁটা রোদে ঝলমল করছে চারিদিক। সচারাচর নেহায়েৎ প্রয়োজন না পড়লে এ সময় বেরোয় না কেই। কাউকে দেখতে পেল না। দুবৃত্তদের ছায়াও নেই কোথাও। সেলুনের উল্টো দিকে মুদির দোকান। কোন খদ্দের না থাকায় আধবুড়ো দোকানী খবরের কাগজ নাড়িয়ে বাতাস করছে নিজেকে। এক দঙ্গল টিনের গায়ে নিজেকে ঠেসে ধরে আয়েশ করে বসে আছে। পলকে দেখে সোজা হল সে। পরক্ষণেই হেলে গেল আবার। পাশেই দোকানের ছায়ায় বসে ঝিমুচ্ছে একটা নেড়ী কুত্তা। প্রচন্ড তাপদাহে জীহবা বেরিয়ে এসেছে ওটার। লালা গড়াচ্ছে সমানে।

প্রচন্ড রৌদ্রে চোখ কুঁচকে ফেলল পল। দু' পা এগিয়ে রাস্তার ধুলোয় পড়ে থাকা একটা হেট তুলে নিল। প্যান্টে বাড়ি দিয়ে ধুলো ঝাড়লো। তারপর মাথায় বসিয়ে দিল ওটা। তুরুণ জিজ্ঞাসিত চোখে তাঁকাচ্ছে দেখে বলল, 'ওদের পিছু দৌড়াবার সময় পড়ে গিয়েছিল ওটা। ভাবিনি আবার খুঁজে পাবো।'

বারান্দার রেলিং থেকে ঘোড়ার লাগাম খুলল তরুণ। তারপর তাঁকালো পলের দিকে।

শহরের দক্ষিণ দিকটা দেখাল পল। 'ঐ দিকেই আমাদের বাসা।'

ঘোড়ার লাগাম ধরে সেদিকে হাঁটা ধরল তরুণ। পিছু পিছু এগোলো পল।

ছোট্ট শহর গোল্ডেন টাউন। বছর পাঁচেক আগেও এটা ছিল মাইনিং টাউন। তখন বেশ জমজমাট শহর ছিল এটা। অবশ্য, সোনা কেউ তেমন একটা পায়নি। তবুও যতদিন জোর গুজব ছিল, ততদিন বেশ ভালই চলেছে শহরটা। যেই শোনা গেল, আর সোনা নেই এখানে। ব্যাস, আস্তে আস্তে কমতে লাগল বাসিন্দাদের সংখ্যা। এখন যারা আছে, তারা একেবারে পুরনো। শহরটার উৎপত্তির সময় এসেছিল ওরা। তাই সোনা শেষ হয়ে গেলে ও শহর ছেড়ে যায়নি। এখানেরই স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে মানিয়ে নিয়েছে নিজেকে তবে উটকো কিছু লোক, যারা বিশ্বাস করে এখনো এদিকে কোথাও মাইন আছে একটা। তারা রয়ে গেছে সেই সব অনাবিষ্কৃত সোনা উদ্ধারের জন্য। ওদের কাজই হলো, শহরের আদি বাসিন্দাদের খনির হদিস দেবার জন্য জ্বালিয়ে মারা।

শহরের ধুলিজর্জর সরু রাস্তা ধরে হাঁটছে তরুণ। হাতে ঘোড়ার লাগাম। পাশে পল। পোটলাটা ধরে আছে দু'হাতে। কোন কথা বলছে না কেউ। আশে পাশে তাঁকাচ্ছে তরুণ। দু'পাশে গাদাগাদি করে কাঠের ঘর রাস্তার ধার ঘেষে দাঁড়িয়ে আছে। শহরের একমাত্র রাস্তাটা উত্তর দিক থেকে এসে সোজা দক্ষিণে চলে গেছে। তারপর শহরের সীমানা পেরিয়ে কিছুটা ডানে ঘুরে মরু প্রান্তরের উপর দিয়ে এঁকে-বেঁকে সামনের দিকে চলে গেছে। মেঘমুক্ত নীল আকাশ ধুনকের মত বাঁকা হয়ে দিগন্ত ছুঁয়েছে। ওদিকে সবুজ ঘাসে ছাওয়া মোটামুটি বিস্তৃত মাঠ। সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কটনউড আর উইলো গাছ।

ওদের ঠিক পেছনেই মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে রকি পর্বতমালা। প্রায় সত্তুর বর্গমাইল এলাকা জুড়ে ইতস্ততঃ ছড়ানো ছিটানো অসংখ্য পাহাড় পর্বতে মুড়ে আছে জায়গাটা। ওগুলোর ঢালে এখানে সেখানে জন্মেছে ঝোপঝাড়। চুড়োগুলো পাইল গাছের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে।

পর্বতমালার পশ্চিমে ধুঁ-ধুঁ মরু প্রান্তর দিগন্ত সীমা ছুঁয়ে আছে। মুরুভুমির উপর দিয়ে পর্বতমালার পাশ ঘেষে চলে গেছে ট্রেইল। এই ট্রেইল ধরেই শহরে এসেছে তরুণ রাইডার।

প্রায় সারাটা জীবন ট্রেইলেই কাটিয়েছে সে। এরই মধ্যে জীবনের পঁচিশটা বসন্ত পেছনে ফেলে এসেছে। কি করেনি সে জীবনে। তবে সব কিছুই আইনের পথে থেকে। কোন শহরের ওয়ান্টেড লিস্টে নাম নেই ওর।

বড়লোক ছিল না ওরা। আগে পূবে বাস করতো ওদের পরিবার। সেখানে পর পর বেশ ক'বার ফসলহানি হবার পর পশ্চিমে চলে আসে ওর বাবা। কিছু জমি কেনে। সেখানেও ধকল পোহাতে হয় তাকে। আগুন লেগে ঘরবাড়ি শস্য সব পুড়ে ছাড়খার হয়ে যায়। সর্বস্বান্ত হয়ে পথ ধরে টেক্সাসের। ইচ্ছে বাথান গড়ে তুলবে সেখানে। ট্রেইলে জন্ম হয় ওর। পথের ঝাঁকুনীতে অসুস্থ হয়ে গিয়েছিল তার মা। পূবের শহুরে মেয়ে ছিলেন তিনি। তাই উঁচু নিচু রাস্তায় যাত্রার ধাক্কা সহ্য হয়নি তার। ওকে জন্ম দিতে গিয়ে মারা যান তিনি। সদ্যজাত ছেলেকে নিয়ে যখন দিশেহারা ছিল ওর বাবা। এমনি সময় ইন্ডিয়ানরা এসে চিন্তামুক্ত করে

তাকে। আচমকা আক্রমনে হত্যা করে জীবন যুদ্ধে পরাজিত লোকটাকে। তখনো ইন্ডিয়ানদের সাথে গভর্নর ব্লেকসের শান্তি চুক্তি হয়নি। এক ইন্ডিয়ান দয়াপরবশ হয়ে তুলে নিয়ে যায় শিশুটিকে। তার কাছেই বড় হতে থাকে সে। বারো বছর বয়সে ঐ ইন্ডিয়ান যখন মৃত্যুর আগে বলে যায়, তার এই অবস্থার জন্য ওরাই দায়ী। স্বাভাবিকবা ওদের সাথে থাকাটা অসহ্য লাগে ওর। সেদিনের পরেই ওদের একটা ঘোড়ায় চড়ে পালায় ও। তারপর থেকে ট্রেইলেই কাটছে ওর জীবন। এখন সে নিঃসঙ্গ। আপন বলতে কেউ নেই তার।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল তরুণ। নিজের ফেলে আসা জীবনের কথা ভাবছিল সে। ঘাড় ফিরিয়ে তাঁকাল পলের দিকে। 'বাড়িতে তোমার কে কে আছে পল?'

এরই মধ্যে পলদের বাসার সামনে চলে এসেছে ওরা। শহরের প্রান্ত ছুঁয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে বাড়ি। রাস্তার ধার ঘেষে দাঁড়িয়ে আছে। জড়াজড়ি করে দাঁড়ানো কয়েকটা কাঠের কেবিন। সামনেরটা আকারে বেশ বড়। লাগোয়া বারান্দা আছে একটা।

হাত তুলল পল। 'এটাই আমাদের বাসা। আমি আর আমার বড় বোন মেরী থাকি এখানে।' তারপর মুখ নিচু করে বলল, 'আমাদের বাবা-মা নেই।' শেষের দিকে গলাটা ধরে এল ওর।

'ও!'। বলে বারান্দার পিলারে ঘোড়ার লাগাম বাঁধল তরুণ। উঠে এল উপরে। ততক্ষণে দরজায় ঘা লাগিয়েছে পল। খোলে গেল কপাট। দরজা আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে এক তরুণী।

দীর্ঘাঙ্গী। একহারা ফীগার। পরনে হাউজিং স্কার্ট। সুন্দর মুখটা ঝলমল করছে রোদের আলোয়।

মেয়েটার মুখে উদ্বিগ্ন ভাব। চোখ দুটিতে শান্ত স্থির দৃষ্টি। এলিয়ে পড়া চুলের গোছা-মাথার উপর তুলে দিয়ে তাঁকালো তরুণের দিকে। চোখে জিজ্ঞাসা। তারপর পলের দিকে ফিরল। হাত বাড়িয়ে নিয়ে নিল স্যাকটা।

'উনি মিষ্টার---।' তরুণের দিকে আঙ্গুল তুলে বলতে গিয়েও থেমে গেল পল।

'আমি স্যাম, ম্যাম।' পলের কথার শেষে জুড়ে দিল তরুণ। মাথার হ্যাট খুলে বো করল।

'আমি মেরী। ভেতরে এসো তোমরা।' বলে দরজার কাছ থেকে সরে দাঁড়াল মেয়েটি।

পল ঢুকল ভেতরে। স্যাম অনুসরণ করল ওকে। গুটিকয়েক কাঠের চেয়ার দেয়াল ঘেষে বসানো। উল্টোদিকে ছোট্ট একটা কট। ভেড়ার লোমের কম্বল বিছানো ওতে। পাশাপাশি দু'টো চেয়ারে বসল স্যাম ও পল। কটে বসল মেরী। স্যাকটা কোলের উপর রাখল।

'এত দেরী হল যে তোর?' পলের দিকে তাঁকিয়ে প্রশ্ন করল সে।

'দোকান থেকে তাড়াতাড়িই ফিরছিলাম আমি। তোমার অর্ডার আগেই পেয়েছিল বলে মাল রেডী রেখেছিল কলিন্স। তাই স্যাকটা হাতে পেয়েই রাস্তায় নেমে পড়েছিলাম। এ সময় পথ আটকালো

গর্ডন আর তার সঙ্গী রডনি। তারপর তারা জোর করে আমার কাছ থেকে স্যাকটা কেড়ে নিল।' ঘটনাটা বলল পল। সেই সঙ্গে জুড়ে দিল স্যামের ভূমিকা। 'ওকে তোমার ধন্যবাদ জানানো উচিৎ।' শেষের কথাটা স্যামের দিকে ইঙ্গিত করে মেরীকে বলল সে।

পলের বক্তব্যে কিছুটা লজ্জা বোধ করল স্যাম। ঘাড় ফিরিয়ে জানালার দিকে তাঁকালো। পরক্ষণেই মেরীর কণ্ঠ কানে যেতে মাথা ঘুরালো। দৃষ্টি দিল ওর দিকে।

'ধন্যবাদ স্যাম।' কণ্ঠে কৃতজ্ঞতা চেপে বলছে সে। 'আমাদের ঋণী করে ফেলেছো তুমি।'

আবারো লজ্জা পেল স্যাম। আপনা থেকেই মাথাটা ইষৎ ঝুলে গেল। মেয়েদের সাথে কথা বলার অভ্যেস নেই তার। জ্ঞান হবার পর ইন্ডিয়ান মেয়েদের সাথে কেটেছে তার জীবন। কালো চামড়ার ন্যাংটো ভুত হিসেবে দেখেছে ওদের। তাই ওদের সঙ্গ আদৌ পছন্দ হতো না ওর। পরবর্তীতে ইন্ডিয়ানদের কাছে থেকে পালিয়ে যেয়ে সে কাজ নিয়েছিল এক রগচটা বুড়োর র‍্যাঞ্চে। সেখানে ঘোড়ার খড় কেটে দিত সে। প্রায় এক ডজন ঘোড়াকে দলাই মলাই করে পানি খাইয়ে সে লেগে পড়ত খড় কাটার কাজে। সারা দিনই হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করত। বিনিময়ে পেত তিন বেলা খাবার। সেই র‍্যাঞ্চারের কিশোরী মেয়ে ছিল একটা। সব সময় সাদা পোশাক পরে থাকতো মেয়েটি। খুব ভাল লাগতো মেয়েটাকে স্যামের। তবে সেটা মেয়েটার সৌন্দর্য না তার সাদা পোশাকের জন্য, কারণটা বুঝেনি স্যাম। ঐ মেয়েটার সাথে কথা বলার ইচ্ছে অনুভব করত ও। কিন্তু, কাজের ব্যাস্ততার জন্য তা হয়ে উঠেনি একদিনও।

অবশ্য, এ জন্য বুড়ো র‍্যাঞ্চারের রক্তচক্ষুর চাহনীও কিছুটা দায়ী ছিল। বেশীদিন ঐ র‍্যাঞ্চে থাকেনি স্যাম। বছরখানেক পরেই কাজ ছেড়ে সে চলে গিয়েছিল ক্যালিফোর্নিয়ায়। এক কামারের সাথে জুটে গিয়েছিল সে। অত্যন্ত ভাল লোক ছিল কামার লোকটা। ছোট খাটো হাসি খুশী মানুষ। বাকবোর্ডে যন্ত্রপাতি বয়ে সে ছুটে যেত এক র‍্যাঞ্চ থেকে আরেক র‍্যাঞ্চে। রাঞ্চারদের অর্ডার মাফিক বিভিন্ন লৌহজ দ্রব্য বানিয়ে দিত। তার কাছে থেকে শিখেছিল স্যাম ছুরি বানানো। নিখুঁত নিশানায় কি করে ছুরি বেঁধাতে হয়, তাকে যত্ন করে শিখিয়েছিল লোকটা। সে বলত, 'পিস্তল হচ্ছে অত্যন্ত বাচাল অস্ত্র।' বড় বেশী শব্দ করে। একবার বিগড়ে গেলে ওটাকে পথে আনা বড্ড মুশকীল। তাই প্রয়োজনের মুহূর্তে ওটা তোমার জন্য বিপদজনকও হয়ে উঠতে পারে। অথচঃ ছুরি অত্যন্ত নিরাপদ প্রায় নিঃশব্দ একটা অস্ত্র।' ব্যবহার করতে জানলে ওটা তোমার হাতের আঙ্গুলের মতই নির্ভরযোগ্য হয়ে উঠতে পারে।' সেই লোকের সাথে বিভিন্ন র‍্যাঞ্চে কাজ করবার সময় বেশ কিছু মেয়ে দেখেছে সে। তবে তাদের কারো সাথেই কথা বলার সুযোগ হয়নি তার।

সুন্দর সাজানো গোছানো গেষ্টরুমে বসে রুচিশীল এক অনিন্দ্য তরুণীর মুখোমুখি হওয়া স্যামের জীবনে এই প্রথম। বেশ কতকক্ষণ ধরে মাথা নিচু করে আছে সে। এক সময় নিজেরী অস্বস্থি বোধ হওয়ায় মাথা তুলল।

তখনো ওর দিকে তাঁকিয়ে আছে মেরী। দৃষ্টিতে বিহব্বলতা।

'ও কিছু না ম্যাম। আমি আসলে আমার কর্তব্য করেছি।' তারপর আর কি বলবে বুঝতে না পেরে দৃষ্টি নামিয়ে নিল স্যাম

গাল চুলকাতে লাগল খসখস করে। প্রায় চারদিন হতে চলল চিবুকে খুর পড়েনি পর। আমাকে নিশ্চই ভুতের মত দেখাচ্ছে, ভাবল সে।

স্যামের আস্বস্থী টের পেল মেরী। 'ওকে নিয়ে ডাইনিংয়ে এসো পল। আমি লাঞ্চ রেডী করছি।' উঠবার উপক্রম করল সে।

'ঝামেলা করার দরকার কি ম্যাম?' চোখ তুলে তাঁকালো স্যাম। মাথাটা ইষৎ ঝাঁকালো প্রতিবাদের ভঙ্গীতে। 'আমি হোটেলেই খেয়ে নিতে পারবো।'

'তা হয় না মিষ্টার। আমার বাবার আত্মা কষ্ট পাবে তাতে। রেনল্ড পরিবারের ইতিহাসে অতিথিকে খালি মুখে ফিরিয়ে দেবার রেওয়াজ নেই। আমার বাবা সেটা খুব ভাল করে পালন করতেন। তারই মেয়ে আমি। তোমাকে না খাইয়ে ছাড়তে পারিনা।' উঠে দাঁড়ালো মেরী। স্যামকে প্রতিবাদের সুযোগ না দিয়ে বেরিয়ে গেল গেষ্টরুম থেকে।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে আত্মসমর্পনের ভঙ্গী করল স্যাম। পলের দিকে তাঁকিয়ে বলল, 'ওকে বয়। বসো তুমি আমি স্যাডল ব্যাগটা নিয়ে আসছি।' উঠে দাঁড়াতে গেল।

'আমিই আনছি।' বলে এক লাফে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল পল। দ্রুত বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে। ক্ষাণীক পরেই ফিরে এল। হাতে স্যাডল ব্যাগ। স্যামের হাতে ধরিয়ে দিল ওটা।

কাঠের দেয়ালে গাঁথা একটা হুকে ব্যাগটা ঝুলিয়ে রাখল স্যাম। তারপর হোলষ্টার সমেত সিক্সশুটারটা রাখল চেয়ারের

উপর। মাথার হেট দিয়ে ঢেকে দিল ওটা। খাপ সহ ছুরিটা তার পাশেই রাখল।

'হাত মুখ ধোঁবে তুমি?' স্যামের ক্লান্ত মুখের দিকে নজর বুলিয়ে প্রশ্ন করল পল।

'হুঁ!' মাথা হেলিয়ে সায় জানাল স্যাম। শার্টের হাতা বল্টাতে লাগল।

'এসো আমার সাথে।' স্যামকে বলেই পাশের ঘরে ঢুকে গেল পল।

ওকে অনুসরণ করল স্যাম। ছোট্ট একটা লিভিংরুম। পাশের ঘরটা। ওটার ভেতর দিয়ে বাসার পেছন দিকে চলে এল ওরা। ওপাশে এসে মুগ্ধ হয়ে গেল স্যাম। প্রায় পঞ্চাশ বর্গগজ জায়গা জুড়ে উঠোন। এক পাশে ছোট্ট একটা সব্জী বাগান। সীম আর ভুট্টার গাছ দেখতে পেল ওতে। পুরো উঠোনটা কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। ঘরের ঠিক পাশেই মুরগীর খোঁয়ার। ওটার সামনেই ঘরের ছায়ায় বসে আছে একটা মুরগী। অদূরেই একটা আপেলের বোটা ঠুকরাচ্ছে কয়েকটা বাচ্চা।

সর্বত্রই অযত্নের ছাপ দেখতে পেল স্যাম। একজন পুরুষ মানুষের অভাব জানান দিচ্ছে সবকিছু। বেড়াটার কয়েকটা খুঁটি ওপড়ে গেছে। পড়ে আছে কাছেই। সেই সব জায়গা গুলোয় জড়ো হয়ে আছে তার। উঠোনের জায়গায় জায়গায় জন্মে আছে আগাছা। কতদিন ধরে পরিস্কার করা হয় না কে জানে। সহসা কতকগুলো প্রশ্নের অবতারনা ঘটল স্যামের মাথায়। কতদিন আগে মারা গেছে

পলের বাবা? মৃত্যুটা কি তার স্বাভাবিক ভাবেই হয়েছে? নাকি খুন হয়েছে সে? শেষের প্রশ্নটা তার মনে জাগল এই ভেবে যে, কেন বেনল্ড পরিবারের এই সর্বশেষ সদস্যদের উত্যক্ত করছে ল্যান্সার গর্ডনদের মত খারাপ লোকেরা? তারা কি চায়, এ জায়গা ছেড়ে যাক ওরা দু'জন? চকিতে বিপরীতমুখী আর একটা প্রশ্ন খোঁচা দিল ওকে। তাইতো, কিসের স্বার্থে এখানে পড়ে আছে ওরা? এই বুনো পশ্চিমের অখ্যাত একটা শহরে। যেখানে আইন পর্যন্ত নেই। সেখানে একজন অসহায় তরুণী তার কিশোর বয়সী ভাইকে নিয়ে বাস করছে। ঘটনাটা অবশ্যই অস্বাভাবিক। সন্ধিগ্ন হয়ে উঠল স্যাম। ভ্রু কোঁচকে পলকে দেখল। কল চেপে কাঠের বালতিতে পানি তুলছে ও। পানি ভরা শেষ হতেই স্যামকে ইশারা করল।

উঠোনে পা রাখল স্যাম। এগিয়ে গেল কলের কাছে। নীচু হয়ে বালতি থেকে আঁজলা ভরে পানি নিল। ঝাপটা দিল চোখে মুখে। বেশ ক'বার এরকম করল সে। কনুই পর্যন্ত হাত ধুলো। ভেজা হাত পেছনে ঠেলে ঠেলে চুল মুছলো। শার্টের কলারে ভেজা মুখটা মুছে নিল স্যাম। পেটের কাছটায় শার্টে বার কয়েক ঘষে দু'হাতের পানি মুছল। তারপর পলকে অনুসরণ করে বড় কেবিনটার পাশে ছোট্ট আর একটা কেবিনে ঢুকল। ওটার একধারে রান্নাঘর। আর অন্য পার্শ্বে ডাইনিং। মাঝারি সাইজের একটা টেবিলের দু'পাশে দুটো বেঞ্চ পাতা। তারই একটায় বসল স্যাম। তার উল্টোদিকের বেঞ্চে আসন গ্রহন করল পল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই খাবার নিয়ে ভেতরে ঢুকল মেরী। প্লেট টেনে নিল স্যাম। অত্যন্ত সাদাসিধে খাবার। বরবটি সিদ্ধ, আলু আর পাই। তৃপ্তির সাথে সেগুলো উদরস্থ করল। আজ অনেকদিন পর ঘরোয়া পরিবেশে খাবার খেল সে। তারপর প্লেট তুলে নিল রুটি মাখন।

'মাখনটা আমার নিজের বানানো।' বলল মেরী। 'কাছের একটা বাথান থেকে দুধ দিয়ে যায় প্রতিদিন।' তাই দিয়ে বানিয়েছি। পলের পাশেই বসল ও।

'সংসার চালাতে তোমাকে বেশ হিমসিম খেতে হয়।' বলল স্যাম। উদ্দেশ্য, মেরীর পেট থেকে কথা বের করা।

'তেমন অসুবিধে হয় না। কাপড় বুনে মোটামুটি ভালই আয় করি আমি।' মগে কফি ঢালতে ঢালতে বলল মেরী। তারপর স্যামের দিকে ঠেলে দিল ওটা। 'যে স্যাকটা গর্ডনদের হাত থেকে উদ্ধার করেছো তুমি। ওতে আমার অর্ডারের সুতো ছিল। এখানকার দোকানী বুড়ো কলিন্স বড় ভাল লোক। প্রত্যেক মাসে একবার করে তার মাল আনতে রোভার টাউনে যায় সে। তখন আমার ফরমায়েশ মত সুঁতো নিয়ে আসে।'

'ভেবে অবাক হচ্ছি।' কফি মগটা হাতে তুলে নিল স্যাম। ছোট্ট একটা চুমক দিয়ে নামিয়ে রাখল। 'তোমার স্যাক নিয়ে ওরকম ছেলে মানুষী কান্ড করল কেন ওরা? উদ্দেশ্য কি ওদের?'

'আমাকে বিরক্ত করাই উদ্দেশ্য। ওদের বোধ হয় ধারোনা, এভাবে জ্বালাতন করলেই এখান থেকে চলে যাবো। কিন্তু কখনোই তা করব না আমি। এই মাটিতেই জন্ম আমার। এখানেই শুয়ে

আছে আমার বাবা-মা। তাই আমারও মৃত্যু ঘটবে এখানে।' দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করল মেরী।

'তারমানে এর আগেও এরকম বিরক্ত করেছে তোমাদের?' প্রশ্নটা মেরীকে করলেও পলের দিকে তাঁকালো স্যাম।

'না, এর আগে আমাকে বিরক্ত করেনি ওরা। মাথা নাড়ল পল।' তবে মেরীকে শাসিয়েছে। তাছাড়া আমাদের আর্থিক কিছু ক্ষতি সাধনও করেছে।'

'কিরকম?'

'এক পাল ভেড়া ছিল আমাদের।' বলল মেরী। 'এক রাতে সবগুলোকে জবাই করে রেখে গেছে। উঠোনে মুরগীর খোয়ার দেখেছো বোধহয় একটা। ওটাতেই থাকতো ওগুলো।'

গেষ্ট রুমের কটে বিছানো কম্বলটা কোথেকে এল, এবার বুঝল স্যাম। সেই সঙ্গে আরো একটা ব্যপার পরিস্কার হয়ে গেল ওর কাছে। 'কাটাতারের বেড়ার কয়েকটা খুঁটি উপড়ানো দেখলাম, ওগুলো বোধহয়--।'

'ঐ খুঁটিগুলো ঐ শয়তানরাই উঠিয়েছে।' স্যামের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল মেরী। 'ভেড়াগুলোকে তাড়িয়ে মাঠে নেবার সুবিধার জন্যই করেছে কাজটা।'

'তারপর আর ঠিক করার চেষ্টা করা হয়নি?'

'কে করবে? পল তো এখনো ছেলে মানুষ। তাছাড়া বাবার মৃত্যুর পর কেউ তেমন একটা সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি। আসলে ভয় পেয়ে গিয়েছিল সবাই। বাবার মত নিপাট ভালো

লোকও খুন হতে পারে, কেউ ধারনা করেনি। তার মৃত্যুর পর স্বাভাবিক ভাবেই একা হয়ে যাই আমি। কাপড় বুননের কাজট মোটামুটি ভালই জানতাম। সেটাই তুলে নিলাম পেশা হিসেবে এখন আমার একটাই উদ্দেশ্য। পলকে বড় করে তোলা। ওকে সত্যিকারের পুরুষ রূপে গড়ে তোলা। যেন একদিন বাবার হত্যার প্রতিশোধ নিতে পারে।'

'কারা খুন করেছে বলো তোমার ধারোনা?'

'ধারোনা নয়। আমি ভালো করেই জানি কাজটা কাদের। ল্যান্সই করিয়েছে খুনটা। যদিও অনেকেই বলেছে, সে সময় জীম টার্নারের সেলুনে ছিল সে। কিন্তু ওর দুই সাগরেদ গর্ডন আর রডনি ঠিকই অনুপস্থিত ছিল।'

'কিন্তু, ওদের সাথে তোমার বাবার শত্রুতাটা কি নিয়ে?'

উত্তর দিল না মেরী। বুঝতে পারছে না, আগন্তককে বিশ্বাস করা যায় কি না।

ওর মনোভাব বুঝতে পারল পল। 'ওকে সব খুলে বলো মেরী। আমার বিশ্বাস মিষ্টার স্যাম ঠিকই বলতে পারবেন। এখন আমাদের কি করা উচিৎ।' বোনের দিকে তাঁকিয়ে বলল সে।

'এই শহরের নাম গোল্ডেন টাউন কি করে হয়েছে। তা বোধ হয় তুমি জানো?' দ্বিধান্বিত কণ্ঠে স্যামকে প্রশ্ন করল মেরী। বলার আগে আগন্তককে বাজিয়ে দেখতে চাইছে।

'শুনেছি আগে মাইনিং ক্যাম্প ছিল এটা। সময়ে সোনার অস্থিত্ব হারিয়ে গেলেও তার স্মৃতি ধরে রাখবার জন্য পুরনো বাসিন্দাদের কেউ হয়ত নামটা রেখেছে।' বলল স্যাম।

'ঠিকই ধরেছো তুমি। এজন্যই গোল্ডেন টাউন নাম হয়েছে এটার। সর্বাধিক পুরনো বাসিন্দা আমরা।' বলার ভঙ্গীতে কিছুটা অহংকার ফুটিয়ে তুলল মেরী। 'আমার বাবা ইয়াম রেনল্ডই নাম রেখেছিল শহরটার।'

মুহূর্তেই শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল স্যামের। চোখ জোড়া বড় বড় হয়ে গেল তার। 'ইয়াম রেনল্ড! তোমার বাবা?' উত্তেজিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল সে।

'তুমি চেনো নাকি বাবাকে!' প্রশ্ন করল মেরী। স্যামের কণ্ঠের উচ্চতা অবাক করেছে তাকে।

'মাইনার ইয়াম রেনল্ড তো?' উত্তরে মেরী মাথা ঝাঁকাচ্ছে দেখে যোগ করল স্যাম। 'প্রায় বছর পাঁচেক আগে ইয়েলো লেক সিটিতে কথা হয়েছিল আমাদের। একটা ঝামেলায় পড়েছিল সে।'

তিন

ইয়েলো লেক সিটি। ক্যালিফোর্নিয়ার সমৃদ্ধ শহরগুলোর মধ্যে একটা এটা।

বিরাটকায় একটা লেকের পাশে গড়ে উঠেছে শহরটা। পাহাড়ের ঝর্নার পানি জমে সৃষ্টি হয়েছে এই লেকের। প্রায় সারা বৎসরই ময়লা জমে হলুদ হয়ে থাকে এর পানি। তাই লেকের নাম দেওয়া হয়েছে 'ইয়েলো লেক'। এটার নামেই নামকরণ করা হয়েছে শহরটার।

প্রায় দু'হাজার লোকের বাস এখানে। টাকা লেনদেনের জন্য রয়েছে একটা ব্যাংক। সারা দিনই খোলা থাকে ওটা। আছে দু'দুটো উন্নতমানের সেলুন। রেস্তোরাও আছে একটা। সুন্দরী ওয়েট্রেসরা খাবার পরিবেশন করে সেখানে। পাশেই ড্যান্স হল। সন্ধ্যের পর শহরের গন্যমান্য ব্যক্তিদের ছেলে-মেয়েরা জমায়েত হয় এর মধ্যে। উপভোগ করে তাদের অবসর মুহূর্ত। গীর্জাও আছে একটা। প্রতি রোববার উপাসনা হয় তাতে। শহরের এক প্রান্তে বোর্ডিং স্কুল। এখানে পড়াশোনা করে ছেলে মেয়েরা। তারপর এখানকার পাঠ চুকে গেলে তারা স্টেজ কোচে করে মরুভূমির উপর দিয়ে পাড়ি জমায় পুবে। ফিরে আসে ডাক্তার কিংবা উকিল হয়ে। ডাক্তার, উকিল হওয়ার অনেক লাভ এখানে। শহরের একমাত্র কোর্টটি সবসময় জমজমাট থাকে। ডাক্তারদের চেম্বারে ভীড় লেগেই থাকে সারাক্ষণ। নিয়োমিত মারপিট হয় এই শহরে। যেন এখানকার বাসিন্দাদের প্রাত্যহিক কাজেরই একটা অংশ এটা। প্রায়ই তা খুনোখুনী পর্যন্ত গড়ায়। স্বাভাবিক ভাবেই সাড়াক্ষণ ব্যাস্ত থাকে শেরিফ। তার লেজ ধরে ব্যাস্ত থাকে উকিল, তার সাথে ডাক্তার। যেন লাইফ লীডিং পার্টনার ওরা। বেঁচে থাকার তাগিদে একজন আর একজনকে অবলম্বন করে আছে চেইন সার্কেলের মত।

হোটেল থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামল স্যাম। উল্টোদিকে হেঁটে গেল কদ্দুর।একটা বাকবোর্ড এগিয়ে আসছিল। ওটাকে পাশ কাটিয়ে পৌঁছুল রেস্তোরার সামনে। ঢুকে গেল ভেতরে।

বিশাল আয়তাকার পরিসর জুড়ে রেস্তোরাটি। সারি সারি টেবিল চেয়ার ঘরের সর্বত্র বসানো। বেশীরভাগ টেবিলেই লোক বসে আছে। নাস্তা সারছে ওরা, প্রায় নিঃশব্দে। সাবধানী লোক স্যাম। ঝামেলা এড়িয়ে চলে। ঘরের চারপাশে দৃষ্টি বুলাল সে। তারপর এগিয়ে গেল এক কোণের একটা টেবিলের দিকে। দরজার দিকে মুখ করে বসে পড়ল ওটায়। তরুণী ওয়েট্রেস এগিয়ে এল। পরনে স্কার্ট। বুকের উপর অ্যাপ্রোন ঝুলছে। গালে টোল ফেলে মিষ্টি হেসে জানতে চাইল, কি দেবে।

মাটন আর সালাদের অর্ডার দিল স্যাম। সাথে কড়া কফি। নাস্তা নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এল ওয়েট্রেস। টেবিলে প্লেট নামিয়ে রেখে চলে গেল। চামচ হাতে তুলে নিল স্যাম। মাংসের একটা টুকরো মুখে পুরতে যাবে। এমনি সময় এল লোকটা। দেখতে তেমন লম্বা নয়। তবে বেশ চওড়া কাঠামোর শরীর তার। পরনে বুশ শার্ট। সোজা ওর উল্টোদিকের চেয়ারে ধপ্ করে বসে পড়ল সে। মাংসটা মুখে পুরল স্যাম। তাঁকালো লোকটার দিকে। গোলগাল মুখটায় একটা সরল ভাব আছে লোকটার। অবশ্য ভ্রু কোঁচকে আছে বলে, এই মুহূর্তে রুক্ষ লাগছে।

চল্লিশের কাছাকাছি হবে বয়স। কপালের ভাঁজ ক'টা দেখে আন্দাজ করল স্যাম। খাওয়া থামিয়ে বসে আছে সে। খেয়াল করছে লোকটাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে।

সহসাই গজগজ করে উঠলো লোকটা। 'ব্যাটা বলে কিনা প্রতি আউন্স সোনা মাত্র এক ডলার। আরে ঐ এক আউন্স বের

করতেই জান বেরিয়ে গেছে আমার, সেটা তো জানে না। সব ডাকাত। পেশাব করি তোদের মু-।' স্যাম তাঁকিয়ে আছে তার দিকে বুঝতে পেরে থেমে গেল সে। হাতের ইশারায় ওয়েট্রেসকে ডাকল। নাস্তার অর্ডার দিল।

আবারো খেতে শুরু করল স্যাম। কান সজাগ হয়ে আছে তার। মাঝে মাঝে আড়চোখে তাঁকাচ্ছে লোকটার দিকে।

মাথা নিচু করে আছে লোকটা। খাবার নিয়ে ফিরে এল ওয়েট্রেস। টেবিলে প্লেট রাখার শব্দে মুখ তুলল সে। চিন্তাযুক্ত মনে খেতে শুরু করল। থেমে থেমে ঘাড় ঘুরিয়ে তাঁকাতে লাগল দরজার দিকে। সহসা হা হয়ে গেল ওর মুখটা। পরক্ষণেই কপাট বন্ধ করার দ্রুততায় লেগে গেল ঠোঁট জোড়া। 'হায় আল্লাহ্, ব্যাটা দেখি আবার আসছে।' বিড় বিড় করে বলল সে।

লোকটার মুখের ভাব পরিবর্তন নজর এড়ালো না স্যামের। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে তাঁকালো দরজার দিকে। স্যুট পরা বিশালদেহী একটা লোক আসছে তাদের টেবিল লক্ষ্য করে। গায়ের সাথে আঁট সাঁট হয়ে লেগে আছে কার্পাস তুলো দিয়ে বোনা স্যুটটা। অত্যন্ত শক্তিশালী সে, এক নজরেই বুঝল স্যাম।

এগিয়ে এসে চেয়ারে বসা লোকটার কাঁধে হাত রাখল সে। 'ভেবে দেখলাম তোমার কথাই সই। তোমার মাল আমাকে দিতে পারো ইয়াম।'

'সত্যি বলছো রক!' হাত থেকে চামচ পড়ে গেল লোকটার। ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না।

'তুমি জানো আমি এক কথার মানুষ।' বলল রক। স্যামের দিকে একবার তাঁকিয়ে আবার ফিরে যোগ করল। 'এসো আমার সাথে।' বসে থাকা লোকটার পিঠে চাপর দিল ও।

উঠে দাঁড়াল লোকটা। দ্রুত এগোলো কাউন্টারের দিকে। ততক্ষণে রক চলে গিয়েছে দরজার কাছে। বিল মিটিয়ে তার পাশে চলে গেল লোকটা। দু'জন একই সাথে বেরিয়ে গেল রেস্তোরা ছেড়ে।

কৌতুহলী হয়ে উঠল স্যাম। সেই সঙ্গে কিছুটা সন্দিও। দ্রুত চেয়ার ছাড়ল সে। লম্বা লম্বা পা ফেলে কাউন্টারে চলে এল। দু'টো রূপোর কয়েন ছুঁড়ে দিল কাউন্টারের পেছনে বসে থাকা লোকটার দিকে। তারপর এগোলো দরজা বরাবর।

রোস্তোরা থেকে বেরিয়েই ডানে-বায়ে তাঁকালো স্যাম। কামারের দোকানের সামনে দিয়ে যেতে দেখল দু'জনকে। দৃষ্টি সীমায় ওদের রেখে পিছু পিছু হাঁটতে শুরু করল। কামারের দোকান পেরিয়ে গেল ওরা। তারপর মুদি দোকান পেরিয়ে ডান দিকের একটা গলিতে ঢুকে গেল। তড়িৎ সেখানটায় পৌঁছুল স্যাম। স'মিলের দেয়াল ঘেষে হাঁটছে ওরা। সোজা এগুচ্ছে লেকের দিকে। দেখতে দেখতে স'মিলের পেছন দিকে হারিয়ে গেল ওরা। কয়েক লাফে জায়গাটা পেরিয়ে এল স্যাম। স'মিলের দেয়াল ঘেষে দাঁড়িয়ে উঁকি দিল পেছনে। লেকের পাড়ে ছোট্ট একটা কাঠের কেবিন। অনুসন্ধানী চোখে আশে পাশে তাঁকাল স্যাম। কাউকে দেখতে পেল না কোথাও। প্রায় নিঃশব্দ পায়ে

অথচঃ দ্রুত গতিতে চলে এল কেবিনটার কাছে। বাম হাতে হোলষ্টার চেপে আছে। যাতে প্রয়োজনের মুহূর্তে অস্ত্র বের করে নিতে পারে। কেবিনের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল স্যাম। আস্তে আস্তে সরে গেল জানালার কাছে। ধীরে ধীরে মাথাটা ঘুরিয়ে উঁকি দিল ভেতরে। চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল। মাঝ বয়সী বুশ শার্ট পরা লোকটাকে উল্টোদিকের দেয়ালে ঠেসে ধরেছে দু'জন শক্তপোক্ত গড়নের লোক। স্যুট পরা বিশাল লোকটা ঠিক সামনেই দাঁড়িয়ে আছে তার। হাতে কোল্ট।

'সোনার ব্যাগটা দিয়ে দাও ইয়াম।' বলছে সে। 'আমরা তোমার পাওনা মিটিয়ে দিচ্ছি।'

'ব্যাটা শয়তান। তোকে আমি বিশ্বাস করেছিলাম। তার প্রতিদান এই দিলি। তোর মুখে পেশাব করি আমি। তোর মুখে কুত্তার গু---।' মুখের উপর জোড়সে ঘুসি খেয়ে থেমে গেল। সাথে সাথে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে এল নাক দিয়ে। সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে তাঁকালো আক্রমনকারীর দিকে।

তখনো হাত উঁচিয়ে রেখেছে রক নামের লোকটা।'আাবার মুখ খারাপ করলে খুন করে ফেলব। জ্বলদি ব্যাগ বের করে দাও।'

'দেবো না আমি।' মাথা নাড়ল লোকটা। থু থু ফেলল। এক দলা রক্তের সাথে ভাঙ্গা একটা দাঁত ছিটকে পড়ল মেঝেতে। 'আমার পরিশ্রমের ধন কিছুতেই নিতে দেব না তোমাদের।'

'ঠিক আছে তাহলে আমিই নিয়ে নিচ্ছি।' বলে আর একটু এগোলো কোল্টধারী। বাম হাতের হ্যাঁচকা টানে শার্ট উঁচু করল

লোকটার। কোমরের বাঁধা একটা কাপড়ের স্যাক দেখতে পেল। জোরসে টান মেরে খুলে নিল ওটা। তারপর পিছিয়ে এল।

'তাহলে ইয়াম, আমার মাল বুঝে পেলাম। এবার তোমার পাওনা মিটিয়ে দিতে হচ্ছে।' ট্রিগারে আঙ্গুল ঠেকিয়ে বলল সে। চাপ বাড়াতে লাগল ধীরে ধীরে।

অস্বাভাবিক দ্রুততায় ডান হাতটা উরুর কাছে নেমে এল স্যামের। খাঁপমুক্ত হল ছুরিটা। পরমুহূর্তে খোলা জানালা দিয়ে ভেতরে ছুড়ে দিল ওটা। একই সাথে বাম হাত জানালার চৌকাঠে ঠেকিয়ে স্প্রীং এর মত শরীরটা ঠেলে দিল ওপরে।

ট্রিগার টিপে দিয়েছিল প্রায় রক। এমনি সময় ছুরিটা বিঁধল তার ডান কব্জিতে। আর্তচিৎকার করে উঠল সে। ততক্ষণে বেরিয়ে গেছে গুলি। কিন্তু, হাত নড়ে যাওয়ায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। কাঠের দেয়ালে যেয়ে বিঁধল বুলেট। হাত থেকে কোল্টটা পড়ে গেল রকের। বাম হাতে কব্জী চেপে ধরে সে ফিরল জানালার দিকে। সোনার ব্যাগটা পড়ে আছে পায়ের কাছে।

জানালার চৌকাঠে বসে আছে স্যাম। বাম হাতে সিক্সশুটার। লাফিয়ে ভিতরে নামল। কাঠের মেঝের সাথে বুটের সংঘর্ষে ধুপ্ করে শব্দ হল।

'ম্যান, তোমরা ভূল ঘোড়ার উপর বাজি ধরেছো।' বলল সে। 'তাই জিততে পারলে না।'

হতবুদ্ধি হয়ে গেছে বাকী দু'জন। এখনো ইয়ামকে ধরে আছে। ওদেরকে বলল স্যাম। 'ছেড়ে দাও ওকে। তারপর হাত উঁচু করে দাঁড়াও। কারো অযথা বীরত্ব দেখতে চাই না।'

ইয়ামকে ছেড়ে দিল ওরা। মাতালের মত টলতে টলতে এগোতে লাগল সে মাটিতে পড়ে থাকা স্যাকটার দিকে। ওকে ধরে থাকা লোক দু'জনের সামনে পড়ে গেলে সে। সুযোগটা গ্রহণ করল দু'জন। একই সাথে উভয়েই ডান হাত নামিয়ে আনল হোলস্টারের কাছে। বুঝতে পারল স্যাম, কি করতে যাচ্ছে ওরা। ডান দিকের মেঝেতে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। উড়ন্ত অবস্থাতেই ট্রিগার টিপল পরপর দু'বার। গুলির শব্দে সামনে লাফিয়ে পড়ল ইয়ামও। হাতের কাছে স্যাকটা পড়ে আছে দেখে, থাবা দিয়ে নিল ওটা। বুকের সাথে চেপে ধরে গড়ান দিয়ে উঠে বসল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে পেল। কাটা কলাগাছের মত মেঝেতে পড়ছে ওকে ধরে থাকা লোক দু'জন। কপালে তৃতীয় নয়ন সৃষ্টি হয়েছে ওদের। ধড়াম শব্দে ভূপাতিত হলো ওরা দু'জন। হোলস্টার থেকে আধা-আধি বেরিয়ে আছে পিস্তল। কয়েকটা ঝাঁকুনি দিয়েই স্থির হয়ে গেল দেহ দু'টো।

উঠে দাঁড়াল ইয়াম। তাকালো স্যামের দিকে। ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে সেও। এগিয়ে গেলো রকের দিকে।

বাম হাতে ছুরির হাতল ধরে টানা-হ্যাঁচড়া করছে সে। যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত হয়ে আছে।

ওর হাত সরিয়ে দিল স্যাম। 'বগলের নিচে হাতটা শক্ত করে চেপে ধরো।' বলল সে।

আদেশ পালন করল রক। বাম বগলের নিচে হাতটা চাপা দিল। কব্জীর মাংসের ভেতর থেকে বেরিয়ে থাকা ছুরিটার হাতল

চেপে ধরল স্যাম। হ্যাঁচকা টানে বের করে আনল ওটা। আর্তচিৎকার করে উঠল রক। বাম হাতে পুনরায় কব্জী চেপে ধরে ঝাঁকাতে লাগল। আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে গল গল করে। ওর দামী স্যুটে ছুরিটার উভয় পাশ মুছল স্যাম। তারপর খাঁপে ঢুকিয়ে রাখল। সিক্সশুটারটা জায়গামত রেখে দিয়েছে আগেই। উঁবু হয়ে তুলে নিতে গেল রকের কোল্টটা। সুযোগটা কাজে লাগাতে চাইল রক। চোখের সামনে স্যামের নিচু হয়ে থাকা মাথাটা দেখে পাগল হয়ে গেল সে। দু'হাত উঁচু করে মুগুরের মত নামিয়ে আনল স্যামের মাথার উপর। ব্যাপারটা বুঝে ফেলল স্যাম। ততক্ষণে হাতে চলে এসেছে কোল্টটা। ওটা নিয়েই ডান দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। একটা গড়ান দিয়ে চিৎ হয়েই ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল সামনে। গুলি বেরিয়ে গেল কোল্ট থেকে। সরাসরি রকের কপালে আঘাত করল ওটা। হাঁটু ভেঙ্গে পড়ে গেল সে। পড়ে গিয়েই স্থির হয়ে গেল। মুখটা হা হয়ে আছে ওর।

উঠে দাঁড়িয়েই ইয়ামের দিকে এগোলো স্যাম। 'ভাগতে হবে এখান থেকে।' তাড়া লাগাল সে। 'যে কোন সময় লোক চলে আসতে পারে।' রকের কোল্ট থেকে আর একটা ফায়ার করল সে। জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেল গুলিটা। তারপর উঁবু হয়ে মেঝে পড়ে থাকা রকের হাতের ভাঁজে আটকে দিল কোল্টটা। এগিয়ে গেল ওর সঙ্গী দু'জনের দিকে। হোলষ্টার থেকে পিস্তল বের করে নিল ওদের। উভয় পিস্তল থেকে একবার করে গুলি করল

জানালার বাইরে তাক করে। তারপর ওদের হাতেও গুঁজে দিল পিস্তল।

যে কেউ দেখলে বুঝবে নিজেদের মধ্যে গুলাগুলি করে মরেছে ওরা।

স্যামের কাজ দেখছিল ইয়াম। উদ্দেশ্যটা আন্দাজ করে ফেলল।

'যদি গুলির শব্দ শুনে থাকে কেউ। তাহলে ঠিকই বুঝবে। এ পর্যন্ত সাতটা ফায়ার হয়েছে।' বলল ইয়াম।

'শুনবে না।' মাথা নাড়ল স্যাম। 'স' মিলের শব্দে চাপা পড়ে গিয়েছে সব। তাছাড়া লেকের দিকটা খোলা বলে, ওদিকে শব্দ যাবে না। ' ইয়ামের মুখের দিকে আঙ্গুল তুলে যোগ করল। 'মুখটা ধুঁয়ে ফেল।'

দরজা খোলে বাইরে উঁকি দিল স্যাম। কাউকে দেখতে পেল না। বেরিয়ে এল। ইশারা করল ইয়ামকে। বাইরে বেরিয়ে এল ইয়াম। এরই মধ্যে সোনার ব্যাগটা আবার লুকিয়ে ফেলেছে কোমরের কাছে। শার্টের আড়ালে ঢাকা পড়ে আছে ওটা। দ্রুত পাড় বেয়ে নেমে গেল লেকে। মুখটা ধুঁয়ে উঠে এল আবার।

তারপর স্বাভাবিক পায়ে হেঁটে চলল 'স' মিলের কাছটায়। যে কেউ দেখলে বুঝবে, কথা বলতে বলতে স্রেফ হাঁটছে দু'জন লোক। 'তুমি না এলে কি যে হতো-----।' একটু থামল ইয়াম। 'ধন্যবাদ ম্যান।' তারপর নিজের পরিচয় দিল। 'আমি ইয়াম রেনল্ড।'

'আমি স্যাম।' বলল স্যাম। তারপর প্রশ্ন করল। 'তুমি মাইনার?'

'হুঁ।' মাথা ঝাঁকাল ইয়াম। 'উত্তরে একটা খনি আছে আমার-।' পেটের কাছে হাত বুলাল সে। চোখ জ্বলজ্বল করছে। 'ওরকম অনেক আছে ওখানে। শুধু একটু পরিশ্রম করে তুলে নিলেই হলো। তুমি যদি চাও তো জায়গাটা চিনিয়ে দিতে পারি তোমাকে।'

'দরকার নেই।' হাত নাড়িয়ে মাছি তাড়াবার ভঙ্গী করল স্যাম। 'সোনা বড় বজে জিনিস। কেবলি ঝামেলা বাঁধায়।'

'তবুও কখনো যদি মত বদলায় তাই বলছি----।' গড়গড় করে খনির ঠিকানাটা বলল ইয়াম। তারপর জুড়ে দিল। 'অবশ্য আগামী এক বৎসরের মধ্যেই তুলে দেব সব সোনা। রেখে দেব আমার বাড়িতে, মাটির নিচে গর্ত করে। এরপর যদি খনিটার খোঁজ পায়ও কেউ। দেখবে সব ফক্কা।' বলে হে হে করে হাসতে লাগল সে।

স' মিলের গলি পেরিয়ে রাস্তায় উঠে এসেছে ওরা। থেমে দাঁড়াল স্যাম।

'হিলটনে উঠেছো তুমি?' প্রশ্ন করল ইয়ামকে।

'হু, তুমি?' স্যামের পোশাক দেখে আন্দাজ করে নিয়েছে ইয়াম।, এই শহরের বাসিন্দা নয় ও।

'এডোসে আছি আমি। দরকার পড়ল খোঁজ করো।' বলে হাঁটা ধরল হোটেলের দিকে। ওর দীঘল শরীরের দিকে চেয়ে শ্যাগ

করল ইয়াম। তারপর রাস্তা পেরিয়ে এগিয়ে গেল উল্টো দিকেরব্যাংকের দিকে।

ব্যাংকের তালা খুলছিল ব্যাংকার। এমনি সময় রাস্তার ওপাড়ে স্যাম ও ইয়ামকে কথা বলতে দেখায় কৌতুহলী হয়ে উঠল। পরক্ষণেই ইয়ামকে এদিকে এগিয়ে আসতে দেখে চিন্তায় পড়ল। ইয়াম কাছে আসতেই প্রশ্ন করল, 'চেনো নাকি লোকটাকে?'

'কাকে?'

'যার সাথে কথা বলছিলে এখন?'

'এই মাত্র পরিচয় হল ওর সাথে। নাম বলল স্যাম।'

'ঠিকই বলেছে সে। তবে নামের পুরোটা বলেনি ও তোমাকে। ওর নাম স্যাম গ্রেভার।'

'ক্বী ক্বী বললে।' চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল ইয়ামের। মাথা ঘুরিয়ে রাস্তার উল্টোদিকে তাঁকাল। স্যামকে কোথাও দেখতে পেয়ে আবার ফিরল ব্যাংকারের দিকে। 'ও কি সেই---।' তোতলাতে লাগল সমানে। পেটে হাত চেপে ধরল। ভয়ে ভয়ে তাঁকাল ব্যাংকারের দিকে।

মাথাটা উঁচু নিচু করল ব্যাংকার। তারপর লেগে গেল তালা খুলতে।

খোলা দরজা দিয়ে লাফিয়ে ভেতরে ঢুকল ইয়াম। ওর ভয় দেখে হেসে ফেলল ব্যাংকার। 'মিছেই ভয় পাচ্ছো তুমি। কোন ক্ষতি করবে না ও তোমার। তোমাকে বন্ধু করে নিয়েছে ও। আর সে জন্যই পুরো নামটা বলেনি তোমাকে, তুমি ভয় পাবে বলে।'

আশ্বস্থ বোধ করল ইয়াম। কিছুক্ষণ আগের ঘটনাটা ভেসে উঠল চোখে। 'কিছু সোনা বেচব তোমার কাছে।' স্বাভাবিক কণ্ঠে ব্যাংকারকে বলল সে।

চার

'তার মানে তুমি স্যাম গ্রেভার।' উত্তেজিত হয়ে উঠল মেরীর কণ্ঠ।

'হ্যাঁ, ম্যাম। আমিই স্যাম গ্রেভার; রূপকথার সেই দাঁতাল নেকড়ে. যার একটি ধারালো দাঁত আছে। আর সেই দাঁতের ছোবল খাবার পর বাঁচেনা কেউ।' বলল স্যাম।

'তোমার কথা সব শুনেছি আমি বাবার কাছে।' আন্তরিক কণ্ঠে বলল মেরী। 'লোকে তোমার সম্পর্কে মিছেই বাড়িয়ে বলে। আদৌ খারাপ লোক নও তুমি।'

'লোকে কেমন বলে জানিনা আমি, ম্যাম। তবে, জীবনে কোন ভাল লোককে খুন করিনি। আমার হাতে যারা মারা পড়েছে, তারা সবাই কোন না কোন দোষে দোষী ছিল।' একটু থামল স্যাম। তারপর আক্ষেপের সুরে বলল। 'পশ্চিমের নিয়মই এমন। এখানে ঘটনা খুব দ্রুত ছড়ায়। আর সব ঘটনাই শাখা -প্রশাখা গজিয়ে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, তার ভেতর প্রকৃত ঘটনা আর খুঁজেই পাওয়া যায় না।'

এতক্ষণ বোবা হয়ে স্যাম তার মেরীর কথা শুনছিল পল। এবার মুখ খুলল সে। 'তোমার নাইফ থ্রোয়ীং দেখে আগেই চেনা

উচিৎ ছিল তোমাকে।' উচ্চকিত কণ্ঠে বলল। চোখের সামনে কল্পনার নায়ককে দেখে রীতিমত হতবুদ্ধি হয়ে গেছে সে।

'এবার বুঝতে পেরেছি। কেন পিছু লেগেছে ওরা তোমাদের।' সবজান্তার ভঙ্গীতে মাথা নাড়ল স্যাম। পরমুহূর্তেই প্রশ্ন করল। 'কতদিন আগে খুন হয়েছে ইয়াম?'

'প্রায় বছর খানেক হতে চলল।' উত্তর দিল মেরী।

'ঘটনাটা বল তো শুনি।'

'কিছু সোনা নিয়ে হার্ডসন স্প্রীংয়ে যাচ্ছিল বাবা। ইচ্ছে ছিল ওগুলো বেঁচে দু'টো হোলস্টিন গাই কিনবে। মাখন খেতে খুব পছন্দ করে পল। বাথান থেকে যে দুধ দিয়ে যায়, তা দিয়ে আর কতটুকু মাখন তৈরি হয়? নিজের গাই থাকলে সমস্যাটা মিটে যেত।

কিন্তু, শহর থেকে রেরিয়ে যাবার ঘন্টা তিনেক পড়েই খবর নিয়ে আসে ল্যান্সার। বাবাকে মাইল পাঁচেক দক্ষিণে ট্রেইলের পাশে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। ঘোড়াটাও মরে আছে পাশেই। গুলি করে হত্যা করা হয়েছে ওদের। গর্ডন আর রডনি ঐ পথ বেয়ে শহরে ফিরছিল। কি কাজে হার্ডসন স্প্রীং এ গিয়েছিল ওরা। বাবাকে ও অবস্থায় দেখতে পেয়ে তুলে নিয়ে এসেছে সাথে করে।'

'জানি, ওদের বক্তব্য বিশ্বাস করোনি তুমি। তারপরেও জানতে চাওনি। যেই হত্যা করে থাকুক। সে গেল কোথায়? শহরে আসবে না সে। তাহলে শহরবাসী সন্দেহ করবে তাকে। তার যাবার একটাই পথ, সোজা দক্ষিণে চলে যাওয়া। সে ক্ষেত্রে আততায়ীর সঙ্গে ওদের অবশ্যই দেখা হবার কথা।'

'প্রশ্ন করে ছিলাম ওদের। বলেছে, একটা লোককে পাশ কাটাতে দেখেছে। মুখে দাড়ি ছিল ওর। সন্দেহ করছে, ঐ লোকটাই খুন করেছে বাবাকে। দ্রুত ঘোড়া ছুটাচ্ছিল নাকি সে।'

'হুঁ।' মাথা নাড়ল স্যাম। 'সেক্ষেত্রে লোকটার অবশ্যই তোমাদের শহরের উপর দিয়ে যাবার কথা। তোমার বাবা যাবার পর কোন ঘোড়ার শব্দ পেয়েছিলে তুমি?'

'না।' মাথাটা এদিক-ওদিক করে অস্বীকার করল তরুণী।

'তাহলে পুরো ঘটনা এটাই সাক্ষী দিচ্ছে। ইয়াম রেনল্ডের খুনের জন্য ল্যান্সাররাই দায়ী। ব্যপারটা বোধ হয় তুমিও বুঝেছিলে। কোন শেরিফকে জানাওনি ঘটনাটা?'

'সেটা কি সম্ভব?' উল্টো প্রশ্ন করল মেরী। 'এখান থেকে দক্ষিণে প্রায় চারশো মাইল দূরে হার্ডসন স্প্রীং। উত্তরে রোভার টাউনের দূরত্বও প্রায় একশো মাইল। কে যাবে এত দূর খবর নিয়ে। তাছাড়া ঝুঁকি নিতে চায়নি কেউ। সেধে কে আর ট্রেইলে লাশ হয়ে পড়ে থাকতে চায়।'

মনটা বিষিয়ে উঠল স্যামের। ছোট্ট একটা শহরের শান্তিপ্রিয় নির্বিরোধ কিছু মানুষ লাঞ্ছিত হচ্ছে তিনটে ছিঁচকে শয়তানের কাছে---। না, আপন মনে মাথা নাড়ল স্যাম। এর একটা বিহিত করতেই হবে। মাথা ঘুরিয়ে ডাইনিং রুমের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। রোদ এরই মধ্যে কিছুটা পড়ে এসেছে। উঠে দাঁড়াল। টেবিল ঘুরে এগোলো দরজার দিকে। 'তোমার আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদ ম্যাম। বলে লিভিং রুম হয়ে চলে এল গেষ্ট রুমে।'

পিছু পিছু এল পল। দেখল কোমরে হোলস্টার বেল্ট জড়াচ্ছে স্যাম।

'তুমি চলে যাচ্ছো?' প্রশ্ন করল সে।

ছুরির খাপ আঁটকাতে আঁটকাতে উত্তর দিল স্যাম। 'না। হোটেলে যাচ্ছি। থাকার ব্যবস্থা করতে।'

'এখানে থেকে গেলেই ভাল হতো না?' বলতে বলতে ভেতরে ঢুকল মেরী।

'সেটা কি ভাল দেখাবে ম্যাম?' দাঁড়ি চুলকালো স্যাম। 'তাছাড়া ভবঘুরে মানুষ আমি। আমার উপস্থিতি অসুবিধেয় ফেলতে পারে তোমাদের।'

'মোটেই অসুবিধে হবেনা।' মাথা নাড়ল মেরী। 'বাবা মারা যাবার পর লিভিং রুমটা খালিই পড়ে আছে। তুমি থাকলে খুশীই হবো আমরা।'

'স্যাম, থাকো না তুমি।' আবেদন ঝড়ে পড়ল পলের কণ্ঠে।

পালা করে ভাই-বোনের চোখের দিকে তাঁকাল স্যাম। স্পষ্ট আকুতি দেখতে পেল দৃষ্টিতে। অগত্যা হাল ছেড়ে ছিল।

'বেশ থাকছি আমি।' বলল সে। 'ঘোড়াটার একটা ব্যাবস্থা করতে হয় তাহলে।'

'এসো আমার সাথে।' খুশীতে লাফিয়ে উঠল পল। 'আস্তাবল দেখিয়ে দিচ্ছি।'

পলের সাথে কেবিন ছেড়ে রাস্তায় চলে এল স্যাম। অনেকক্ষণ পর মনিবকে দেকে আনন্দে হ্রেষা ধ্বনি দিল ঘোড়াটা। ওর কাঁধ চাপড়ে দিল স্যাম। অনেকদিন ধরে পরস্পরের সঙ্গী ওরা।

লাগাম খুলে পলের নির্দেশিত পথ ধরে এগিয়ে চলল স্যাম। সামনের কেবিনের পাশ ঘেষে পেছনের বাগানে চলে এল ওরা। ছোট্ট কেবিনটা পেরিয়ে গেল পল। ওটার পেছনেই আর একটা কেবিনের পাশেই ভাঙ্গাচোড়া একটা আস্তাবলের দিকে নির্দেশ করল স্যামকে। ঘোড়াটাকে কোরালে ঢুকিয়ে দিল স্যাম। একগাদা খড় এনে দিল পল। ঘোড়াটাকে দলাই মলাই করে খড় গুলো খেতে দিল স্যাম। তারপর কলের কাছে যেয়ে পানি তুলল। কাঠের বালতিটা ঘোড়ার সামনে রেখে তাঁকাল পলের দিকে।

'তোমার বাবার যন্ত্রপাতির বাক্সটা কোথায়?'

'স্টোর রুমে বোধহয়। নিয়ে আসছি।'

বলেই পল দৌড়ে গেল কোরালের পাশেই ছোট্ট কেবিনটার দিকে।

ঘোড়াটার খড় খাওয়া দেখতে লাগল স্যাম। ভাবছে সে, যে কোন ভাবেই হোক ল্যান্সাররা জেনে গেছে, এই বাড়িরই ঘরের মেঝের নিচে সোনা লুকিয়ে রেখেছে ইয়াম। কেবিন তিনটের উপর ঘুরে এল ওর দৃষ্টি।খুব সম্ভবতঃ মেরী আর পল জানে না এটা। না, ঝামেলাটা ওদের ঘাড় থেকে সরাতেই হবে। তবে তার আগে পরিবেশটাকে একটু ভদ্রসমস্থ করা দরকার। বাগানের দিকে তাঁকাল সে। খুঁটি গুলো লাগানো উচিৎ।

পরক্ষণেই প্রশ্ন জাগলো মনে। কেন সে সেধে অন্যের বিপদে জড়াতে চাচ্ছে। তবে কি মেয়েটার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছে সে? না কি একজন পুরুষ হিসেবে দু'জন বিপন্ন মানুষকে সাহায্য করছে?

শেষেরটাই সত্য। যদি পলকে ঐ সময় সাহায্য করতে না এগিয়ে যেত, তবে এতক্ষণে রোভার টাউনের পথে মাইল বিশেক এগিয়ে থাকত সে।

পদশব্দে চিন্তার জাল ছিন্ন হয়ে গেল স্যামের। দেখল একটা জং ধরা টিনের বাক্স নিয়ে এগিয়ে আসছে পল। দড়াম করে বাক্সটা মাটিতে ফেলল সে। 'এটাই বাবার যন্ত্রপাতির বাক্স।'

বাক্সের উপরকার ডালা খুলল স্যাম। শাবল আর কোদাল তুলে নিল হাতে। এগোলো বেড়ার কাছটায়।

সন্ধ্যে নাগাদ বেড়াটাকে আগের মত দাঁড় করিয়ে ফেলল স্যাম। এটা সেটা এগিয়ে দিয়ে পল সাহায্য করল ওকে। একবার উঠোনে এসেছিল মেরী। স্যামকে কাজ করতে দেখে বিরক্ত করেনি। তবে পলের মাধ্যমে আটা গুলানো এক ধরনের পিঠা পাঠিয়ে দিয়েছিল। ভাঁপ দিয়ে বানাতে হয় এগুলো। খুব নরম ও সুস্বাদু। প্যান্টে হাত মুছে গপাগপ পিঠে ক'টা মুখে পুরে আবার কাজে লেগে পড়েছিল সে।

'বাগানটা আবার সুরক্ষিত হয়ে পড়ল।' নিজের কাজ দেখে তৃপ্ত কণ্ঠে বলল স্যাম। তারপর বাগানের চারপাশে দৃষ্টি ঘুরিয়ে পলের দিকে তাঁকিয়ে বলল, 'কাল সকালের প্রথম কাজ হবে বাগানটা আগাছা মুক্ত করা।'

পরনের শার্টটা ঘামে ভিজে গেছে স্যামের।

'গোসল করা দরকার।' বলল সে।

'ব্যবস্থা করছি আমি।' বলে বড় কেবিনটায় চলে গেল পল। ফিরে এল একটা বড় বালতি নিয়ে। কল চেপে পানি ভরতে লাগলো ওটায়।

সন্ধ্যের দিকে জীম টার্নারের সেলুন বেশ জমে উঠে। যতই রাত বাড়তে থাকে, ততই লোকেই ভীড় বাড়তে থাকে। শহরের বাসিন্দাদের মধ্যে কামার হপকিন্স। হোটেল মালিক ইভান। জীমের নিয়োমিত খদ্দের। এমন কি মাঝে মাঝে দোকানদার কলিন্স ও ঢুঁ মারে এখানে। হোটেলে বোর্ডার সচারাচর থাকে না। তবে বাঁধা বোর্ডার হিসেবে ওখানে আস্তানা গেড়েছে ল্যান্সার, গর্ডন আর রডনি। ওরাও ড্রীংক করতে আসে জীমের সেলুনে।

কাকতলীয় ভাবে এরা সবাই আজ সেলুনে উপস্থিত। তাছাড়া 'এল-ফোর' র‍্যাঞ্চের মালিক প্যাকার, ফোরম্যান ও একজন কাউবয় সেলুনে এসেছে আজ। প্রায় পঁঞ্চাশ মাইল পূর্বে এল-ফোর র‍্যাঞ্চ। সেখান থেকে রোভার টাউন কাছে হওয়ায় কাউবয়রা ও খানটাতেই যেতে পছন্দ করে বেশি। তবুও কি এক অজ্ঞাত কারণে ওরা আজ গোল্ডেন টাউনে পদধুলি দিয়েছে।

স্বাভাবিক ভাবেই ব্যবসা আজ বড় চাঙ্গা জীমের। ফুরফুরে মন নিয়ে সবাইকে ড্রীংক পরিবেশন করছে সে।

স্যাম গ্রেভার যখন মোলায়েম গলায় ড্রীংকের অর্ডার দিল, তখন সে পাশের একটা লোককে মদ ঢেলে দিচ্ছে। তারপর যখন স্যামের দিকে ফিরল, স্বাভাবিক ভাবেই মুখটা কালো হয়ে গেল তার। মাথার উপর জ্বলতে থাকা লণ্ঠনের আলোয় ওর মুখের

ভাবের পরিবর্তন ধরা পড়ল পাশে দাঁড়ানো লোকটার কাছে কৌতুহলী হয়ে ঘুরে দেখল স্যামকে।

বেশ ভারী দেহের অধিকারী লোকটা। একটু নাদুসনুদুস। মুখটা গোল। উজ্বল চকচকে দু'টো চোখ। মুখের সামনে থেকে গ্লাস নামিয়ে বলল সে। 'তোমার বড্ড তাড়া আছে বোধ হয়।'

তারপর জীমের দিকে ফিরে বলল। 'তৃষ্ণায় মরে যাচ্ছে বেচারা। জ্বলদি এক গ্লাস মদ দাও ওকে।'

ধুসর চোখ মেলে বক্তার দিকে তাঁকাল স্যাম। শেভ করায় মুখটা নীলচে দেখাচ্ছে। 'আমি অপেক্ষা করতে জানি।' ঠান্ডা স্বরে বলল সে।

'কিন্তু, আমি চাইনা অপেক্ষা কর তুমি।' বলল লোকটা। 'তৃষ্ণার্ত কুকুরের ঘেউ ঘেউ একদম সহ্য করতে পারি না আমি।' রেগে গেল স্যাম। চোয়াল শক্ত হয়ে গেল তার। ঝাড়া বিশ সেকেন্ড লোকটার চোখের দিকে তাঁকিয়ে থাকল সে। আগের মতই ঠাণ্ডা স্বরে বলল। 'তোমার উদ্দেশ্য কি জানিনা। এটা যদি তোমার খেলা হয়ে থাকে, তবে আমি বলব, ভুল খেলোয়ার বেছে নিয়েছ তুমি।'

হাসল লোকটা। 'উদ্দেশ্য আমার অতি মহৎ।' বলল সে।

'একজন অভূক্ত ভবঘুরেকে নিজের পয়সায় ড্রীংক করাতে চাচ্ছি। যাতে সে জ্বলদি নিজের পথ ধরতে পারে।' থামল সে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত স্যামকে মাপল বার কয়েক। নাক কুঁচকে বলল, 'রাস্তার লোকদের একদম সহ্য করতে পারি না আমি।'

'সহ্য শক্তি আমারও কম।' সমান তালে জবাব দিল স্যাম।

'খালি কৌটোর ঠনঠনানি বেশিক্ষণ শুনতে আমিও পছন্দ করি না।'

হাত বাড়িয়ে জীমের হাত থেকে মদের বোতলটা নিল স্যাম। তারপর গ্লাস টেনে নিয়ে ঢালতে লাগল।

লোকটা কাছে সরে এল। ওর কাঁধে হাত রেখে বলল, 'শোন, তুমি---।'

বড় বেশি বাড়াবাড়ি করছিল লোকটা। তাও আবার গায়ে হাত দেবার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে। আর সহ্য করল না স্যাম। ডান হাতটা তুলেই থাবড়া বসিয়ে দিল ওর মুখে। মারের পিছে তেমন জোর দেয়নি স্যাম। তারপরেও ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল লোকটা। ওর ঠোঁট থেঁতলে রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে।

দু'জন লোক এগিয়ে এল পড়ে থাকা লোকটার কাছে। একজন লম্বা। মাথার চুল খাড়াখাড়া। 'কি হয়েছে বস্? 'জিজ্ঞেস করল সে।'

'ব্যাটাকে উচিৎ শিক্ষা দিয়ে দাও।' দেহটা টেনে তুলতে তুলতে চেঁচিয়ে উঠল লোকটা।

অপর লোকটা এগিয়ে এল স্যামের দিকে। একটু বেঁটে সে। চওড়া পেটা শরীর। কপালের ডান পার্শ্বে একটা কাটা দাগ রয়েছে। 'তুমি যেই হও স্ট্রেনজার, মিঃ প্যাকারের গায়ে হাত দিয়েছো তুমি। আমার হাত থেকে নিস্তার নেই তোমার।' বলেই ঘুষি তুলল। ছুড়ে দিল ওটা স্যামের মুখ বরাবর।

লাফিয়ে ডানে সরে গেল স্যাম। ভারসাম্য হারালো আক্রমণকারী। শরীরের উর্ধ্বাংশ ঝুঁকে গেল সামনের দিলে। সুযোগটা কাজে লাগাল স্যাম। ডানপা উপরে তুলে ঘুরিয়ে এনে তার পাছায় সজোরে লাথি বসাল। একই সাথে ডান কনুই দিয়ে রাম খোঁচা দিল লোকটার পিঠে। মুখ থুবরে মাটিতে পড়ে গেল বেঁটে লোকটা।

ততক্ষণে কাছে চলে এসেছে লম্বা জন। পেছন থেকে সে জাপটে ধরল স্যামকে। ঝটকা দিয়ে ওর হাত ছাড়িয়ে নিতে চাইল স্যাম। পারল না। অগত্যা মোচড়া-মোচড়ি শুরু করল। প্রচণ্ড শক্তি লম্বা লোকটার গায়ে। হাতের চাপ বাড়িয়ে দিল সে। বাঁধন ঢিল হলো না একটুও।

বেঁটে লোকটা এরই মধ্যে উঠে বসেছে। নাক ফেটে গেছে তার। রক্ত ঝরছে দরদর করে। ছুটে এলো সে স্যামের দিকে। শূন্যে পা তুলে ওর মুখের উপর লাথি ছুঁড়ল স্যাম। লাথি খেয়ে পিছিয়ে গেল সে। সাহস হারিয়ে ফেলেছে। বুঝে গেছে সামনে থেকে আঘাত করা যাবে না স্যামকে। ঘুরে পাশে চলে যেতে লাগল। ওর উদ্দেশ্য বুঝে ফেলল স্যাম। ক্রমাগত পা ছুড়াছুড়ি করতে লাগল। লোকটাকে কাছে ঘেষতে দিল না একটুও। সহসা ওর পা দু'টো পৌঁছে গেল বারের কাছে। ওটার গায়ে পা বাজিয়ে জোরে ধাক্কা দিল সে। ওকে জড়িয়ে থাকা লম্বা লোকটা সহ পেছনে ছিটকে এল আচমকা। হুরমুর করে চিৎ হয়ে মেঝেতে পড়ল।

আক্রমনকারী চাপা পড়েছে তার শরীরের নিচে। আর্তচিৎকার করে উঠল লোকটা। মেঝেতে মাথা ঠুকে গেছে তার। স্যামকে ছেড়ে দিয়ে মাথা চেপে ধরল সে। পা দু'টো শুন্যে ছুঁড়ে দিয়ে উল্টো ডিগবাজীর ভঙ্গীতে খাড়া হয়ে গেল স্যাম। দ্রুত এগোলো বেঁটে লোকটার দিকে। বাম হাত তুলে ওজনদার ঘুষি হাঁকল ওর চোয়ালে। পর মুহূর্তে ডান হাতের প্রচন্ড হুঁক ঝাড়ল পেটের উপর।

ভুস্ কর পেটের সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেল লোকটার। কয়েক পা পিছিয়ে গেল সে। পেট চেপে ধরল। মুখটা হা হয়ে আছে। গোল্লা গোল্লা চোখে দেখছে স্যামকে। আর একটু এগিয়ে কপালের কাটা দাগটার উপর হাতুড়ীর বাড়ি ঝাড়ল স্যাম। ভাঙ্গা খুঁটির মত শরীর উল্টে পড়ে গেল লোকটা। জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

ঘুরে দাড়াল স্যাম। উঠে দাঁড়িয়েছে লম্বা লোকটা। পাইন গাছের ডগার মত কাঁপছে সে। মাথা ঝাঁকাচ্ছে সমানে। 'আবার ও যোগ দিতে চাও?' ওকে প্রশ্ন করল স্যাম।

স্পষ্ট আতংক ভর করল লম্বা লোকটার চোখে মুখে। কয়েক পা পিছিয়ে দাঁড়াল সে।

বারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল গোলমুখো মিঃ প্যাকার। এল-ফোর র‍্যাঞ্চের মালিক। তাকে বলল স্যাম। 'শোন, ঝামেলা পছন্দ করি না আমি। তারপরও সেধে ঝামেলা বাঁধিয়েছো তুমি। তার ফলও হাতে হাতে পেয়েছো। এবার তোমার লোকদের নিয়ে বিদেয় হও। পাগলা কুকুরদের আমি আবার একদম সহ্য করতে পারি না।'

অপমানে লাল হয়ে গেল মিঃ প্যাকারের মুখ। স্পষ্ট ঘৃণা নিয়ে মুহূর্ত ক্ষাণেক তাঁকিয়ে থাকল সে স্যামের দিকে। তারপর ফিরে লম্বা লোকটাকে ইশারা করল। এগিয়ে গেল লম্বু বেঁটের দিকে। চ্যাংদোলা করে কাঁধে তুলে নিল অজ্ঞান দেহটা। মিঃ প্যাকারের পিছু পিছু বেরিয়ে গেল সেলুন থেকে।

ওরা বেরিয়ে যেতেই বারের দিকে এগোল স্যাম। মদ ভরা গ্লাসটা তুলে নিল হাতে। এতক্ষণ জমে ছিল সবাই। কোন সারা শব্দ ছিল না। আবারও কোলাহল পূর্ণ হয়ে উঠল সেলুন।

স্যামের দিকে এগিয়ে গেল কামার হপকিন্স। ওর পিঠ চাপড়ে দিল। 'ভাল দেখিয়েছ হে স্ট্রেনজার। অনেকদিন এরকম মারপিট দেখিনি।'

জবাবে ওর দিকে ঠান্ডা চোখে তাঁকাল স্যাম। ফাটা বেলুনের মত চুপসে গেল সে। দ্রুত সরে গেল অন্য পাশে।

'মিঃ প্যাকারের সাথে গোলমালে জড়িয়ে কাজটা ভাল করোনি তুমি।' স্যামকে বলল জীম।

'কি হে, মদের সাথে বিনে পয়সায় উপদেশও বিতরন কর নাকি তুমি?' কিছুটা কৌতুক মেশানো কণ্ঠে বলল স্যাম।

'যাই ভাবো তুমি। তবে আমি বলব, মিছে শত্রু বাড়ানোর কোন মানে হয় না। আজ সকালে এখানে এসেছো তুমি। অথচ এরই মধ্যে সংখ্যাটা অনেক বড় করে ফেলেছো।'

'তোমার লেজার বুকে হিসেবটা তুলে রাখতে পারো তুমি।' বলল স্যাম। মদের দাম মিটিয়ে দিল। 'তবে ভুল করে সিরিয়ালে

তোমার নামটাও লিখে ফেলো না যেন। তাহলে আবার যোগফলটা জানার সুযোগ পাবে না।' বলে সেলুন ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

ওর চলে যাওয়া দেখল জীম। 'সেরকম ভুল আমি কখানোই করব না। জীবনে আরো ক'দিন বাঁচার শখ আছে আমার।' মনে মনে বলল সে।

স্যাম বেরিয়ে যেতেই কোণের টেবিল ছেড়ে এগিয়ে এল ল্যাঙ্গার। সাথে গর্ডন আর রডনি। স্যাম ঢুকার পর থেকে এ পর্যন্ত যা ঘটেছে। সবই দেখেছে ওরা। তবে সেধে অন্যের ঝামেলায় জড়ায়নি। স্যামকে নিয়ে আলাদা একটা প্ল্যান আছে ওদের। বারের সামনে এসে দাঁড়াল তিনজন।

মুখ খুলল ল্যাঙ্গার 'ড্যাপো ছোঁড়াটা কি বলে গেল তোমাকে?'

'বলে গেল, বিনে পয়সায় উপদেশ খয়রাত করাটা ভালই পারি আমি।'

'মিথ্যে বলেনি ছোকড়া।' ফোড়ন কাটল রডনি।

'এখনও তাই করতে যাচ্ছি আমি।' আগের সুরেই বলল জীম। 'মিছে ওর পিছু লাগতে যেয়ো না। শেষে পস্তাতে হবে তোমাদের।'

'যত্ত সব।' গজ গজ করতে করতে বারের সামনে থেকে সরে এল ল্যাঙ্গার। মাথায় একটা আইডিয়া খেলছে তার। কাল সকালেই এল-ফোর র‍্যাঞ্চ যাবে সে।

পাঁচ

বোথাম বরাবরই শান্তি প্রিয় লোক। সহজে রাগে না। তবে ঝামেলায় পড়ে গেলে, সেখানে ষোল আনাই নিজেকে সেধিয়ে দেয় সে। তা না হলে শান্তি আসে না তার মনে।

এই মুহূর্তে বড্ড অশান্তিতে আছে সে। বারবার রেগে যাচ্ছে তার বস্ মিঃ প্যাকারের উপর। কি দরকার ছিল আগ বাড়িয়ে ঐ ষ্ট্রেনজারের সাথে ঝামেলা পাকাবার। আগুনে খোঁচাখুচি করল। ঐ মাথামোটা গেলমুখোটা। অথচঃ তার তাপে ঝলসাতে হল তাকে। না, ব্যাটা মারতে পারেও বটে। কপালের উপর হাত রাখল বোথাম। এখানো ফোলে আলু হয়ে আছে জায়গাটা। টনটন করে উঠল। পাশ ফিরে লম্বা গিলের দিকে তাঁকাল। কাছের বাংকটাতে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে ও। বেঘোরে ঘুমাচ্ছে। চটে গেল গিলের উপর। লাফিয়ে বাংক ছাড়ল। গিলের উরুতে জোরসে লাথি বসাল।

'উহ্! ' শব্দে ধড়মড় করে উঠে বসল গিল। 'কি হলো? মারছ কেন?'

'চুওপ, ব্যাটা ষাঁড় কোথাকার।' ধমকে উঠল বোথাম। 'আরামসে ঘুমানো হচ্ছে? কখন সকাল হয়েছে, খবর আছে?'

বোথামকে ভয় পায় গিল। শত হলেও ফোরম্যান সে। জানালার দিকে দৃষ্টি দিল। চারপাশ ফর্সা হয়ে উঠেছে এর মধ্যে। 'উঠছি আমি।' বলে বাংক ছাড়ল। তারপর বাংকহাউসের দরজা খোলে বেরিয়ে গেল।

গিলকে লাথি মেরে এখন কিছুটা শান্তি পাচ্ছে বোথাম। বাকি বাংক গুলোর পাশে স্বাভাবিকভাবেই নিজেকে হাজির করল সে। ডেকে তুলল অন্য কাউবয়দের। একে একে নিজেদের বাংক থেকে নামল সবাই। বেরিয়ে গেল হাউস থেকে। আবার নিজের বাংকের কাছে চলে এল বোথাম। মাথার কাছে কাঠের দেয়ালে গুঁজে রাখা একটা ছোট্ট ডাল টেনে নিল। পাইন গাছের মরা কান্ড ওটা। গোড়াটা ভাল করে চিবিয়ে দাঁত ঘষতে লেগে গেল। হেঁটে বেরিয়ে এল বাইরে। কুয়োর কাছে এগিয়ে গেল। বেশ ফর্সা হয়ে উঠেছে আকাশ। পূর্বাকাশে লালচে আভা দেখা যাচ্ছে।

কুয়োর ভেতর বালতি ফেলে পানি তুলল। লেগে গেল মুখ ধুঁতে। এমনি সময় ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পেল। শব্দ শুনে বুঝতে পারল, বেশ কয়েকটা ঘোড়া আসছে। ক্রমশঃ র‍্যাঞ্চের কাছাকাছি চলে আসছে শব্দটা। সচকিত হলে সে। এগিয়ে গেল গেটের দিকে। অন্য কাউবয়রাও অনুসরণ করল ওকে।

ঢালু ট্রেইল বেয়ে উঠে আসছে তিনজন ঘোড় সওয়ার। কাছাক্যছি হতেই চিনতে পারল ওদের। সবার সামনে একটা লালচে সোরেল ঘোড়ায় চেপে আসছে ল্যান্সার। কিছুটা পেছনে খাঁটো একটা গেল্ডীংএ বসে আছে রডনি। ধুসর সাদা বিশালদেহী মাসটাং এর পিঠে বসা গর্ডন। উঠোনে এসে থামল ওরা।

'প্যাকার কোথায়?' বোথামকে দেখেই প্রশ্ন করল ল্যান্সার। ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়াল।

'পার্লে বোধ হয়।' উত্তর দিল বোথাম। 'ঘুমাচ্ছে এখানো।'

'ডাকো ওকে। বল, আমি এসেছি।'

কাউবয়দের কাজে যাবার নির্দেশ দিল ফোরম্যান।

ততক্ষণে ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে গর্ডন আর রডনি। ওদের নিয়ে এগুলো র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে। বারান্দায় পাতা চেয়ারে বসল ওরা।

দরজায় ঘা দিল বোথাম। রাঁধুনী দরজা খোলে দিল। 'কি হল, এত সকালে ডাকাডাকি করছ কেন?' বিরক্তি কণ্ঠে প্রশ্ন করল।

ওকে ঠেলে ভেতরে ঢুকে গেল বোথাম। বেশ কিছুক্ষণ পর ফিরে এল। সাথে র‍্যাঞ্চার। নাইট গাউন পরে আছে সে। ক্রমাগত চোখ ডলছে।

'কি খবর ল্যান্সার?' বেতের একটা চেয়ারে বসতে বসতে প্রশ্ন করল সে।

'তার আগে তোমার খবর বল।' উল্টো বলল ল্যান্সার।

'কি খবর চাও?' বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করল প্যাকার।

'বলছিলাম গতরাতের ঘটনাটার কথা ---।' কথাটা অসমাপ্ত রেখে অর্থপূর্ণ হাসি দিল ল্যান্সার।

মুহূর্তেই মুখটা কালো হয়ে গেল প্যাকারের। 'হারামজাদাকে ছাড়ব না আমি।' দাঁতে দাঁত পিষে বলল। তারপর ল্যান্সারকে শুধালো, 'ঘটনার সময় তুমি ছিলে ওখানে?

'ছিলাম।' মাথা ঝাঁকাল ল্যান্সার।

'তাহলে সাহায্য করতে এগিয়ে এলে না কেন?'

'ভেবেছিলাম, তোমার ঝামেলা তুমিই সামলাতে পারবে।' প্যাকারের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বোথামের দিকে তাঁকিয়ে বলল ল্যান্সার। তারপর প্যাকারের দিকে ফিরে যোগ করলে। 'তাছাড়া ঝোপ বুঝে কোপ মারার নীতিতে বিশ্বাসী আমি।'

'কিন্তু, ঐ বেজন্মটার সাথে তোমার আবার শত্রুতা কিসের? 'আছে।' মাথা ঝাঁকাল ল্যান্সার। তারপর সংক্ষেপে আগের দিন সকালের ঘটনাটা খুলে বলল।

'ঐ সোনার আশা এখনো ছাড়োনি তুমি?' প্যাকার প্রশ্ন করল।

'কেমন করে ছাড়ি বল, যেখানে ভাল করেই জানি, ওটা পেলে সারা জীবন পায়ের উপর পা তুলে শুয়ে বসে কাটিয়ে দিতে পারব।'

'কিন্তু, কেন এমন ধারনা হল তোমার যে সোনাটা ঐখানেই কোথাও আছে?' প্রশ্ন করল প্যাকার। মাটিতে পুঁতে না রেখে দূরের কোন শহরের ব্যাংকেও তো রাখতে পারে। কিংবা এমনও তো হতে পারে, খনি থেকে সবটুকু সোনা তুলেনি'ই সে।'

'অনেক দেরীতে হলেও, বছর ছ'য়েক আগেই খনিটার খোঁজ পেয়েছি আমরা। ভালো করে পরীক্ষা করে দেখেছি, এক রত্তি সোনাও আর অবশিষ্ট নেই ওখানে। কেবলি কাদা আর কাদা। তারপর থেকে নিয়োমিত নজর রেখেছি ইয়ামের উপর। গত দু'বছরে বাইরে কোথাও যায়নি সে। একবারই গিয়েছিল। কিন্তু, শহর পর্যন্ত পৌছুতে পারেনি। তার আগেই ----।' চোখ উল্টে মরে যাবার ভঙ্গী করল ল্যান্সার।

'ওর মৃত্যুর জন্য দায়ী নও তুমি?' প্রশ্ন করল প্যাকার।

'আলবৎ না।' মাথা নাড়ল ল্যান্সার। 'ওর খুনের সময় শহরেই ছিলাম আমি। এ ব্যপারে এক ডজন সাক্ষী পাবে তুমি।'

'ইয়াম কিভাবে খুন হলো!' স্বগতোক্তি করল প্যাকার 'সেটা একটা রহস্যই বটে।'

'হয়ত কোন দুবৃত্তর পাল্লায় পড়েছিল।' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল ল্যান্সার। আড়চোখে তাঁকাল গর্ডন আর রডনির দিকে। মিটি মিটি হাসছে ওরা।

'তবে একটা ব্যপার বুঝতে পারছি না।' মাথা ঝাঁকাল প্যাকার। 'সোনাগুলো ঐ বাড়িতেই কোথাও আছে, এটা মনে হল কেন তোমার?'

'এটা বুঝা তো সহজ হিসাব। ঐ খনি থেকে বেশ পরিমান সোনা পেয়েছে ইয়াম। এত সোনা দূরে কোথাও সরাতে গেলে আমাদের চোখে পড়তই। সবচেয়ে বড় কথা, সে সুযোগই পায়নি সে। কাজেই -----।'

'বুঝেছি।' মাথা নাড়ল প্যাকার। 'কিন্তু, এর সাথে ঐ বেজন্মাটার সম্পর্ক কি?'

'রেনল্ডের মেয়ে আর ছেলেকে প্রায় কোণঠাসা করে ফেলেছিলাম। এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছিলাম, যাতে খুব শীগ্‌গীরই তারা এখান থেকে চলে যেতে বাধ্য হয়। কিন্তু, ঐ ছোকড়া এসে গুবলেট করে ফেলেছে সব।'

'কি রকম?'

'ব্যাটা এসে আস্তানা গেড়েছে ঐ বাড়িতে। থাকবেও বোধ হয় বেশ ক'দিন। গতকাল দেখলাম বাগানের বেড়া ঠিক করছে। কে জানে, হয়ত এরই মধ্যে মেয়েটাকে ভজিয়ে ফেলেছে। বিয়ে করে খুঁটি গেড়ে বসার মতলব আছে বোধহয়।'

'আমাকে তাহলে এখন কি করতে বল?' প্রশ্ন করল প্যাকার। ল্যান্সারের উদ্দেশ্য আঁচ করতে পারছে না।

'আজ আবার শহরে যাবে তুমি। শহরের বাসিন্দাদের সাথে কথা বলবে। তাদেরকে যে করেই হোক বুঝাবে। না জেনে শুনে একজন ভবঘুরেকে ঘরে আশ্রয় দেওয়া ঠিক হয়নি মেরী রেনল্ডের। ওরা যাতে আরো ক্ষেপে উঠে, সে দিকটা আমি দেখব। শহরবাসীরা সব ঝোঁকের পাগল। একবার ক্ষেপিয়ে দিতে পারলেই হলো, দেখবে ঠিক চড়াও হবে রেনল্ডের বাড়িতে। তখন এমন অবস্থার সৃষ্টি করব, হয় আপসে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসবে ছোকড়া কিংবা ভীতু হলে সোজা পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যাবে।'

'বুদ্ধিটা মন্দ নয়।' মাথা চুলকাবার ভান করল প্যাকার। 'তবে শহরবাসীদের ক্ষেপাবার ভারটা তুমি নিচ্ছ না কেন? আড়াল থেকে অন্য কিছু করার মতলব আঁটছো না তো?'

'এমনিতেই শহরের বাসিন্দারা দেখতে পারে না আমাদের। তাই আমাদের কথা ওদের কানে ঢুকবে না। তুমি র‍্যাঞ্চার মানুষ। তোমার উপর ওরা অনেকাংশে নির্ভরশীল। তোমার বাথানের গরুর মাংস না পেলে ওদের খাবার বন্ধ হয়ে যাবে। সবচেয়ে বড়

কথা, অত্র এলাকার সম্মানিত নাগরিক তুমি। তোমার কথা একবাক্যে সায় দেবে সবাই। তারপর ভস্মে ঘি ঢালার কাজটা আমরাই করব।' কুটিল হাসি হাসল ল্যান্সার। 'আর মতলবের কথা বলছ – মতলব একটা আছে বটে।' মাথা ঝাঁকাল সবজান্তার ভঙ্গীতে।

'কি সেটা?'

'সেটা সময়েই দেখতে পাবে এবং তাতে তোমার আমার লাভ বৈ ক্ষতি হবে না।'

'কি লাভ?'

'প্রথমতঃ ঐ ডেঁপো ছোকড়াটাকে শায়েস্তা করা। আর দ্বিতীয়তঃ সোনা হাসিল হলে, তার থেকে কিছুটা অংশ তুমিও পাবে।'

'বুঝলাম।' ঘাড় কাৎ করে বলল প্যাকার। তারপর চোখ সরু করে প্রশ্ন করল। 'কিন্তু, ছোকড়া যদি পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যায় ----।'

'যাবে না।' মাথা নাড়ল ল্যান্সার। 'সাহস আছে ব্যাটার। সেটা এরই মধ্যে টের পেয়েছো তুমি।'

চোখ জোড়া ধ্বক করে জ্বলে উঠল প্যাকারের। 'দেখব, কতটা সাহস ধরে ছোকড়া।' ঘাড় ফিরিয়ে মাথার কাছে দাঁড়ানো বোথামের দিকে তাঁকাল। 'আমার লোকেরা সব কোথায়?'

'কাজে গেছে সবাই।' উত্তর দিল বোথাম।

'সকাল সকাল ফিরতে বলো ওদের। আমার সাথে শহরে যেতে হবে' কথাটা বলেই ল্যান্সারদের দিকে ফিরে তাকাল। 'তাহলে ঐ কথাই রইল। বিকেলে আসছি আমরা। তোমরা সেলুনেই থেকো।'

র‍্যাঞ্চ হাউস ছেড়ে উঠোনে নামল বোথাম। এগিয়ে গেল আস্তাবলের দিকে। ঘোড়াটাকে প্রস্তুত করা দরকার। অনুভব করল, মনের অশান্তি ভাবটা উধাও হয়ে গেছে তার।

'পল তোমার জীবনের উদ্দেশ্য কি?' প্রশ্ন করল স্যাম।

সকাল থেকে এক নাগাড়ে উঠোনের আগাছা পরিস্কার করছে সে। মাঝখানে একবার মেরীর ডাকে নাস্তা সারতে গিয়েছিল। তারপর ফিরে এসে আবার কাজে লেগেছে। উপড়ানো আগাছাগুলো এক জায়গায় স্তুপ করছে পল।

'তোমার মত রাইডার হওয়া,' সলজ্জভাবে স্যামের প্রশ্নটার জবাব দিল সে।

হাতের কোদালটা থেমে গেল স্যামের। ওটার হাতলে হাতের ভর রেখে দাঁড়াল। 'আমি চাই না রাইডার হও তুমি। এটা কোন জীবন নয়। আমি আমার এই জীবনে ইচ্ছে করে আসিনি। নিয়তিই আমাকে এ পথে ঠেলে দিয়েছে। জন্মের সময় মা' কে হারিয়েছি।জন্মের পর বাবাকে।' পায়ের কাছের আগাছাগুলোর ছোট্ট একটা লাথি ঠুকল স্যাম। 'আমার জীবন অনেকটা এই আগাছার মত। এ গুলোকে যত দূরেই ফেলো না কেন। সেখানেই

আবার শিকড় গেড়ে বসে যাবে। নতুন করে বেঁচে উঠবে আবার। তেমনি নিয়তি আমায় যখন যেখানেই ছুঁড়ে ফেলেছে, সেখানেই আসন গেড়ে বসেছি। কিন্তু, স্থায়ী হতে পারিনি। আজ এখানে তো কাল ওখানে। এভাবে চলতে চলতে হয়ত একদিন পথের পাশে কোথাও মরে থাকবো। শুকুনে খাবে আমার লাশ। স্যাম গ্রেভার নামের মানুষটির নিজেরী কবর জুটবে না।' একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল স্যাম। 'সেই তুলনায় কত ভাগ্যবান তুমি। একটা ঘর আছে তোমার। আর ঘর মানেই তো স্থায়ী একটা ঠিকানা।'

'কিন্তু, আমার যে ঘরে থাকতে ইচ্ছে করেনা। ইচ্ছে করে আঁকা বাঁকা ট্রেইল ধরে ঘোড়া হাঁকিয়ে ছুটে যেতে। সোদা মাটি আর পাইন ফলের ঝাঁঝালো ঘ্রান নিতে। খোলা আকাশের নিচে ঘাষের গালিচায় শরীর বিছিয়ে শান্তির ঘুম ঘুমাতে। আহ্ কি শান্তি ---!' স্বপ্নালু কণ্ঠে বলল পল। তারপর গলায় জোর ঢেলে বলল, 'দেখো আর একটু বড় হলেই আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ব।'

'কিন্তু, তুমি বেরিয়ে গেলে মেরীকে দেখবে কে? একা হয়ে যাবে না ও?' শুধালো স্যাম।

'কেন! বেশীদিন একা তো থাকবে না ও? বিয়ে করবে না?' পরমুহুর্তে উচ্চকিত হয়ে উঠল পলের কণ্ঠ। 'হেই স্যাম, তুমি বিয়ে করোনা ওকে?'

'আমি!' বোকা বনে গেল স্যাম। পল এমন একটা কথা বলবে ভাবেনি সে। মেরীর চেহারাটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। না ঐ

সুন্দর চেহারার মেয়েটার পাশে ওকে আদৌ মানায় না। 'কোনদিন বিয়েই করব না, ঠিক করেছি।'

'ও।' হতাশ মনে হল পলকে। 'তাহলে তো এখন যেতেই পারছি না।'

'পল তুমি পড়ছো না?' ওর চিন্তার মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেবার জন্য প্রশ্ন করল স্যাম।

'এখানে সে সুযোগ কই?' উল্টো প্রশ্ন করল পল। 'কোন স্কুল নেই এখানে। পড়ব কোথায়?'

'এটা কোন কথা হলো না পল। স্কুলে না গিয়েও পড়া যায়। হাতের কাছে যাই পাও তাই পড়বে। খবরের ছেড়া কাগজ। ঠোঙ্গা যখন যেটা সামনে পড়বে। তাই পড়তে চেষ্টা করবে। পড়তে পড়তেই একদিন জীবনকে বুঝবে তুমি। বুঝবে এই বিশাল জগৎটাই সব নয়। তারচেয়ে বড় নিজের মনোজগৎ। পড়তে পড়তেই নিজের ভেতর সেই জগতের সৃষ্টি হয়। একবার সেই জগতটাকে চিনে গেলে, তখন আর বাইরে যেতে ইচ্ছে করবে না তোমার।'

স্যামের কথাগুলো ভাল লাগল পলের। মুগ্ধ হয়ে গেল সে। তার এই বারো বছর জীবনে, এমন কথা কেউ বলেনি ওকে। 'কিন্তু, কি করে পড়তে হয়। তাইতো জানি না আমি।' অভিযোগের সুরে বলল সে।

'আমি তোমাকে পড়তে শিখিয়ে দেব। শুধু তাই নয়, পড়ার জন্য একটা বইও দেব তোমাকে। একবার এক ওয়াগন ট্রেইনের

ট্রেইল বস হিসেবে কাজ করেছিলাম। সেখানে এক লোকের সাথে পরিচয় হয়েছিল আমার। অনেক কিছু জানত সে। সেই দিয়েছিল আমাকে বইটা। ওটা পড়ে জীবন সম্পর্কে অনেক মূল্যবান কথা জানতে পারবে তুমি। দেখবে জীবন নিয়ে চিন্তা ধারাই বদলে যাবে তোমার।'

'হয়তো এতে আমার ধারনা বদলাবে। ঘর ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করবে না আর। কিন্তু, ল্যান্সারের মত লোকরা আমাদের কি শান্তিতে থাকতে দেবে? তোমার ঐ বই নিশ্চয়ই আমাকে আর মেরীকে ঐ শয়তানদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না।'

পলের শেষ কথাগুলো চাবুকের মত আঘাত করল স্যামকে। নির্মম সত্যটা উপলব্ধি করতে পারল সে। 'তোমরা যাতে থাকতে পারো, সে ব্যবস্থা করে তবেই আমি যাব এখান থেকে।' ঠান্ডা স্বরে বলল সে।

এমনটি ঘটবে, তা আগেই ভেবেছিল জীম টার্নার। তাই এল-ফোর র‍্যাঞ্চের মালিককে তার কাউবয়দের নিয়ে দল বেঁধে সেলুনে ঢুকতে দেখে একটুও অবাক হলো না সে। কাঠের মেঝে কাঁপিয়ে সবাই এসে বারের সামনে জমায়েত হলো।

'একটা করে ড্রীংক সার্ভ করো সবাইকে।' হেড়ে গলায় জীমকে বলল প্যাকার।

ব্যপারটা কি, কৌতুহলী হয়ে জানতে এসেছিল কামার হপকিন্স। তার দিকে চোখ পড়ল রাঞ্চারের।

'এসো, এসো কিন্স।' খাতির জমানোর স্বরে বলল সে। 'তুমিও ড্রীংক নাও একটা।'

জীমের হাত থেকে গ্লাস নিল হপকিন্স। তার কাঁধে হাত রাখল প্যাকার। 'বুঝলে ভায়া তোমাদের সাথে ড্রীংক করার মজাই আলাদা।' পরক্ষণেই নাক কোঁচকে বলল। 'কিন্তু, খারাপ লাগে পাশে কোন নোংড়া চামড়ার প্রাণী থাকলে।' আশে-পাশে তাঁকাল সে। 'কি হলো, গতকালকের নেড়ী কুত্তাটাকে দেখছি না আজ।'

'তোমার ভয়েই আসেনি বোধহয়। গতকাল তোমার পুরো শক্তি সাথে ছিল না। তাই জিতে গিয়েছিল। আজ সম্পূর্ণ শক্তি নিয়ে এসেছো তুমি। তাই ভয় পেয়ে গেছে। কে জানে হয়ত এতক্ষণে মেরীর গাউনের নিচে লুকিয়েছে।' বলল কামার হপকিন্স। নেশাটা বেশ জমে উঠেছে তার। তাই গান গাইতে লেগেছে।

'কি বললে?' আশ্চর্য হবার ভান করল প্যাকার।' ঐ বেজন্মাটা মেয়েটার ওখানে কি করছে?'

'ওখানেই তো আছে ব্যাটা। কে জানে হয়ত এরই মধ্যে মেয়েটাকে-।' ঠোঁট গোল করে তার ভেতর জীহবাটা আগপিছু করে একটা অশ্লীল ভঙ্গী করল হপকিন্স।

'না। এ হতে পারে না।' চিৎকার করে উঠল প্যাকার। ভাব দেখাল ভীষণ রেগে গেছে। 'একজন ভদ্র মেয়ে হয়ে আজে-বাজে লোককে ঘরে জায়গা দেবে, এ আমরা কিছুতেই বরদাশত করতে পারি না। আমাদেরও বাড়িতে স্ত্রী-কন্যা আছে।'

'ঠিক ঠিক।' সমস্বরে সায় জানাল সবাই। 'কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না এটা।'

'কি করতে চাও তুমি?' বলতে বলতে ভীড় ঠেলে সামনে এগিয়ে এল ল্যান্সার। সাথে গর্ডন আর রডনি। এতক্ষণ আড়াল থেকে কথা শুনছিল প্যাকারের।

'সবাই এক সাথে রেনল্ডের বাড়িতে যাব। মেরীকে বলব ছোঁড়াটাকে বের করে দিতে। তারপর বেজন্মাটা বেরিয়ে এলে তাকে কয়েক ঘা লাগিয়ে ঘোড়ার পিঠে তুলে দেব। বলে দেব, জীবনে আর এ মুখো না হয় যেন।' সমান তালে জবাব দিল প্যাকার।

'কিন্তু, ছোঁড়া যদি বেরিয়ে না আসে?' আলতো করে চোখ টিপে প্রশ্ন করল গর্ডন।

'সে ক্ষেত্রে জোর করে ধরে নিয়ে আসবো ব্যাটাকে।' বলল প্যাকার।

তার সাথে সুর মেলাল বোথাম, 'ইচ্ছেমত ধোলাই লাগাবো হারামজাদাকে। তারপর ঘোড়ার পিঠে পিছমোড়া করে বেঁধে, ওটার পাছায় অ্যায়সা চাপড় লাগাবো, যেন নরক পর্যন্ত দৌড়োয় ব্যাটা।'

'তাহলে আর দেরী করছি কেন?' চেচিয়ে উঠল হপকিন্স।

'ঠিক ঠিক!' সুর মেলাল সবাই।

পকেট থেকে এক মুঠো রূপোর কয়েন বের করে কাউন্টারের দিকে ঠেলে দিল প্যাকার। 'তাহলে চল সবাই।' ঘুরে বলল সে। 'তবে খেয়াল রেখো, মেয়েটার কোন বিপদ হয়না যেন।'

মজা দেখবার জন্য সেলুনে আসছিল মুদি দোকানদার বুড়ো কলিন্স। বারান্দায় উঠেছে মাত্র। এমনি সময় শুনতে পেল, লোকজনকে উত্তেজিত করছে প্যাকার। কান পাতল সে। যা শুনার শুনে নিয়েই লাফিয়ে রাস্তায় নামল। দৌড় লাগাল দক্ষিণ দিকে। ইয়াম রেনল্ডের ঘরের বারান্দায় উঠেই শুনতে পেল, হৈ হুল্লোর করে সেলুন থেকে বেরিয়ে আসছে সবাই। জোরসে ঘা লাগালো দরজায়।

দরজা খোলে দিল মেরী। বুড়ো কলিন্সের মুখ দেখে আৎকে উঠল। বিকেলের ম্লান আলোয় লাল দেখাচ্ছে বুড়োকে। 'কি হয়েছে মিঃ কলিন্স?' জানতে চাইল সে।

'ওরা আসছে। ঐ লোকটাকে ধরে নিয়ে যেতে?' দ্রুত বলল সব। তারপর জুড়ে দিল। 'তোমরা সাবধানে থেকো। ওরা গোলমাল বাঁধাতে পারে।'

'ধন্যবাদ কলিন্স।' বলল মেরী। 'তুমি ভেতরে এসো।'

'না। আমি পালাই।' বলেই বারান্দার মাথায় চলে এলো বুড়ো। দৌড়ে পাশের কেবিনের আড়ালে চলে গেল। কাঠের দেয়ালে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে দাঁড়াল। এখান থেকে মেরীদের বাসার সামনের জায়াগাটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

ভেতরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিল মেরী। চলে এল লিভিংরুমে। পলকে বইটা দেখাচ্ছিল স্যাম। ওদের খুলে বলল সব।

'আমি দেখছি ম্যাম।' বলেই উঠে দাঁড়াল স্যাম।

'না স্যাম।' বাঁধা দিল মেরী। 'কিছুতেই ওদের মুখোমুখী হওয়া চলবে না তোমার। পুরো ব্যাপারটা আমিই সামলাবো। আমার বিশ্বাস, ওদেরকে বুঝিয়ে শুনিয়ে ফেরত পাঠাতে পারব আমি।'

'ঠিক আছে।' অনিচ্ছা সত্ত্বেও মেনে নিল স্যাম।

গেষ্ট রুমে ফিরে এল মেরী। পিছু পিছু এল পল ও স্যাম। জনরব অনেক কাছে চলে এসেছে। চেঁচামেচি করছে সবাই। ঘরের সামনে এসেই থেমে গেল কোলাহল। বারান্দার কাঠের পাটাতনে পদশব্দ হলো। পরমুহূর্তে দরজা ধাক্কানোর আওয়াজ পেল ওরা। দরজা খোলে দিল মেরী। র‍্যাঞ্চারকে সামনে দেখতে পেল। মিষ্টি করে হাসল। 'একি, মিষ্টার প্যাকার যে!'

পরমুহূর্তে পিছনে দৃষ্টি চলে গেল তার। দৃষ্টিতে নিখাদ বিস্ময় ফুটিয়ে তুলে বলল। 'তা সাথে এত লোকজন যে, ব্যপার কি?'

ততক্ষণে দরজার আড়ালে সরে গেছে স্যাম। মেরীর পেছনে দাঁড়িয়ে আছে পল। ওদের ফাঁক গলে ভেতরে তাঁকাল প্যাকার। স্যামকে দেখতে পেল না। 'ঐ লোকটা কোথায়?' মেরীর প্রশ্নকে পাত্তা না দিয়ে উল্টো জিজ্ঞেস করল সে।

'কার কথা বলছো?' না বুঝার ভান করে প্রশ্ন করল মেরী।

'যে লোকটাকে আশ্রয় দিয়েছো তুমি।'

'কাউকে আশ্রয় দেইনি আমি।' মাথা নাড়ালো মেরী।

'তুমি মিথ্যে বলছ মেরী। আমরা ভাল করেই জানি, লোকটা তোমার এখানেই আছে।' প্রতিবাদ করল প্যাকার।

'এত কথার দরকার কি। ব্যাটাকে ঘর থেকে ধরে নিয়ে এলেই হয়।' পেছন থেকে বলল গর্ডন। ওর কথায় সায় জানিয়ে সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল সবাই।

'এটা ভদ্রলোকের বাড়ি।' রেগে গেল মেরী। 'তোমরা নিশ্চয়ই তেমন অভদ্র নও যে, জোর করে আমার বাড়িতে ঢুকবে।'

'আমরা কেমন লোক তা ভাল করেই জানি। আর তাই অভদ্রতা সহ্য করা আমাদের ধাতে নেই।' ভীড়ের মাঝ থেকে বলল ল্যান্সার। 'আমরা চাই না ভদ্রলোকের মেয়ে হয়ে তুমি যাকে তাকে তোমার ঘরে জায়গা দাও। এরপরেও যদি ওকে বের করে না দাও, সেক্ষেত্রে তোমাকে ভদ্র মেয়ে ভাবতে কষ্ট হবে আমাদের।'

ইঙ্গিতটা বুঝতে পারলো মেরী। কান লাল হয়ে গেল তার। লজ্জায় মাটির সাথে মিশে যেতে ইচ্ছে করছে। কিছু বলতে পারল না।

ওর অসহায় অবস্থাটা বুঝতে পারলো প্যাকার। 'কি দরকার মেরী মিছে ঝামেলা বাধিয়ে?' নরম স্বরে বলল সে। 'তারচেয়ে লোকটাকে বের করে দাও। কথা দিচ্ছি, সব ভুলে যাবো আমরা।'

এতক্ষণ আড়াল থেকে সবই শুনছিল স্যাম। আর সহ্য করতে পারল না। দেয়ালের হুঁকে ঝুলানো হোলষ্টার থেকে সিক্সশুটারটা হাতে নিল। তারপর আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। মেরীকে সরিয়ে প্যাকারের মুখোমুখি হল। ওর পেটে পিস্তলের নল ঠেসে ধরল। 'আমাকে খুঁজছ তুমি?' ঠান্ডা স্বরে প্রশ্ন করল।

স্যামকে দেখে খুশীতে চোখ চকচক করে উঠেছিল প্যাকারের পর মুহূর্তে পেটে পিস্তলের নল ঠেসে আছে বুঝতে পেরে চোখে আতংকের ছায়া ঘনাল।

'কি হলো কথা বলছ না কেন?' আবারও প্রশ্ন করল স্যাম। 'আমাকে খুজঁছ তুমি?'

উত্তরে শুধু গো গো করল প্যাকার।

'আমি ঝামেলা চাইনা। ঝামেলা তুমিও চাওনা। একটু আগেই বলেছো কথাটা। কাজেই মিটে গেছে সব।' প্যাকারের বুকে ছোট্ট একটা ধাক্কা দিল স্যাম। পিছিয়ে বারান্দার কিনারায় চলে গেল প্যাকার। 'তোমার লোকজন নিয়ে জ্বলদি ভাগো এখান থেকে। আমি এক থেকে দশ পর্যন্ত গুনব। এরপর না গেলে, পিস্তলের ভাষায় কথা বলতে শুরু করব।'

বুঝল প্যাকার, মিথ্যে হুমকি দিচ্ছে না স্যাম। ঘুরে বারান্দা থেকে নেমে গেল সে। নিজের লোকদের সামনে চরম ভাবে অপদস্থ হতে হয়েছে তাকে। তাই চোখ তুলে তাঁকাল না পর্যন্ত। মাথা নিচু করে উত্তর মুখো হাঁটা ধরল।

সঙ্গের লোকজন নিশ্চুপ হয়ে ছিল এতক্ষণ। আস্তে আস্তে নড়তে শুরু করল সবাই। অনুসরণ করল প্যাকারকে। এই সুযোগটার অপেক্ষাতেই ছিল ল্যান্সার। আস্তে করে রডনির কাঁধ স্পর্শ করল সে। ইঙ্গিতটা বুঝল রডনি। অন্য লোকজনদের ভীড়ে পাশাপাশি হাঁটছে ওরা। আস্তে করে আলাদা হয়ে গেল রডনি। সরে এল চলমান মিছিলটার ডান পার্শ্বে। শার্টের গলার কাছটার ফাঁক দিয়ে ডান হাতটা ঢুকিয়ে দিল ভেতরে। বাম বগলের তলায় লুকানো হোলষ্টারে পিস্তলের বাট স্পর্শ করল। পরমুহূর্তে টিপে দিল ট্রিগার। বগলের তলা দিয়ে শার্ট ফুঁটো করে বেরিয়ে গেল বুলেট। দ্রুত হাতটা বের করে আনল আবার।

একটা গুলির শব্দ শুনল সবাই। কে করল বুঝতে পাল না। ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাঁকাল প্রত্যেকটা লোক।

দেখল, দু'পা ফাঁক করে টলছে স্যাম। ডান হাতটা উঁচু করতে চেষ্টা করছে। সিক্সশ্যুটারটা ধরে আছে মুঠোয়। গুলি ফুটলো একটা। সমবেত জনতার মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে মুহূর্তেই ছত্রভঙ্গ হয়ে গলে সবাই। ঝেড়ে দৌড় লাগালো উত্তর মুখো।

আড়াল থেকে সবাই দেখল বুড়ো কলিন্স। ভীড়টা হয়ে ফাঁকা হয়ে যেতেই দৌড়ে চলে এল পলদের বারান্দায়। কাঠের মেঝে পড়ে আছে স্যাম। শার্টটার কাঁধের কাছে লাল হয়ে উঠেছে এরই মধ্যে। ওকে উঠাতে চেষ্টা করছে মেরী আর পল।

'রডনি গুলি করেছে ওকে।' ওদের সাহায্য করতে, করতে বলল সে।

ছয়

ধরাধরি করে স্যামকে লিভিং রুমে নিয়ে এল ওরা। বিছানায় শুইয়ে দিল। বেরিয়ে গেল পল। স্যামের পিস্তলটা হাতে নিয়ে বাহির দরজা বন্ধ করে ফিরে এল আবার। স্যামের মাথার কাছে রেখে দিল ওটা। তারপর বসল ওর পায়ের কাছে।

'শুয়ে থাকো তুমি। ভীষণ অসুস্থ লাগছে তোমাকে। ক্ষাণিকটা স্যুপ করে আনছি তোমার জন্য।' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মেরী।

'ঠিকই আছি আমি।' প্রতিবাদের ভঙ্গীতে বলে উঠে বসতে চাইলো স্যাম।

'উহুঁ উঠোনো এখন।' কাঁধ চেপে ধরে স্যামকে শুইয়ে দিল কলিন্স। 'তোমাকে এখন কিছু খেয়ে নিতে হবে। এরপর তোমার জখম দেখবে মেরী। গুলির আঘাত পরিস্কার আর চিকিৎসার ব্যপারে ওকে একজন বিশেষজ্ঞ বলা যেতে পারে। ওর বয়স যখন দশ, তখন থেকেই এই শহরের সবার জখমের চিকিৎসা করে আসছে ও।'

এখন কত হতে পারে ওর বয়স? মনে মনে ভাবল স্যাম, খুব বেশী হলে উনিশ হবে।

অল্পক্ষণ পরেই ফিরে এল মেরী। হাতে টিনের বাটি। ধোঁয়া উড়ছে বাটি থেকে। স্যামের দিকে বাড়িয়ে ধরল। 'কষ্ট করে খেয়ে নাও এটা। হারানো শক্তি ফিরে পাবে। এই মুহূর্তে ওটাই সবচেয়ে বেশী দরকার তোমার।'

স্যামের মাথাটা উঁচু করে ধরল কলিন্স। কাঁপা কাঁপা হাতে বাঁটিটা ঠোঁটের কোণায় ঠেকাল স্যাম। গরম স্যূপটা ঢেলে দিল গলায়।

খালি বাটিটা মেরীকে ফিরিয়ে দিল কলিন্স। বেরিয়ে গেল মেরী। একটা টুল টেনে স্যামের মাথার কাছে বসলো কলিন্স। বলল, 'গতকাল দুপুরে সেলুন থেকে পলের সাথে বেরুতে দেখেছি তোমাকে। ওখানে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করে এসেছো তুমি।'

'তাই নাকি?' প্রশ্ন করল স্যাম।

একটা চুরুট বের করল কলিন্স। দেশলাই জ্বালিয়ে ধরালো ওটা। টান দিয়ে এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'তুমিই আগে পিস্তল তুলেছিলে?'

মাথা নাড়িয়ে সায় জানাল স্যাম।

'তাহলে গুলি করলে না কেন? সুযোগ তো একটা ঠিকই পেয়েছিলে।'

'কিন্তু, সেটা কি ঠিক হতো? শহরের নিরীহ লোকজন ছিল ওদের সাথে।'

'নিরীহ না ছাই। ল্যান্সার আর তার দুই খুনে সঙ্গী। সাথে অবশ্য মাথামোটা হপকিন্সও ছিল। ও ব্যাটা যে কেমন করে ওদের সাথে জুটলো বুঝলাম না।' মাথা নাড়ল কলিন্স। 'ওরা ছাড়া বাকী সবাই এল-ফের র‍্যাঞ্চের লোক। গোলমুখো লোকটা ওদের মনিব মিঃ প্যাকার।'

'চিনি ওকে।' গতরাতের ঘটনাটা খুলে বলল স্যাম। 'আজও হয়ত এক চোট দেখে নিতে পারতাম ওকে। কিন্তু, ভেবে

দেখলাম, কাজটা ঠিক নাও হতে পারে। কারণ, ওদের সবক'টাকে ঘায়েল করা সম্ভব হতো না।

সিক্সশুটার ছিল আমার হাতে। যদি একটা গুলিও মিস না করতাম আমি। সেক্ষেত্রে ছয়জনকে হত্যা করতে পারতাম। কিন্তু, বাকীরা ঠিকই খুন করত আমাকে। তাছাড়া চলেই যাচ্ছিল ওরা। এভাবে হঠাৎ করে গুলি করবে। ভাবিনি আমি। যাক্‌গে সুযোগ আমারও আসবে।'

'এত কথা বলা ঠিক হচ্ছে না তোমার।' বলতে বলতে ভেতরে ঢুকল মেরী। দু'হাতে বড় একটা গামলা ধরে আছে। মেঝেতে নামিয়ে রাখল ওটা। গলা পর্যন্ত ফুটন্ত পানি ভরা। ভাপ বেরুচ্ছে ক্রমাগত। 'ওর শার্টটা খুলে ফেল।' কলিন্সকে বলল সে।

স্যামের শার্টটা খুলে ফেলেছে কলিন্স। বাম কাঁধের হাড়ের নিচে রক্ত জমাট বেঁধে আছে। কাঁধের উপরে কোন ক্ষত দেখতে পেল না। ভেতরে আটকে আছে গুলিটা, বুঝতে পারল।

'বেরোয়নি গুলিটা।' মেরীর উদ্দেশ্যে বলল সে। 'অপারেশন করতে হবে।'

'আচ্ছা।' বলে আবারো ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মেরী। ফিরে এল অল্পক্ষণ পরেই। নীল ভেলভেটের একটা গাউন পরে আছে সে। ওটার সাইড পকেট থেকে ছোট্ট সরু ফলার একটা ছুরি বের করল। ওক কাঠের নকশা কাটা বাটটা মুঠোয় ধরে ফলাটা পানিতে চুবিয়ে ধরল।

এগিয়ে গেল স্যামের মাথার কাছে। ক্ষতটা দেখল ভাল করে। ভেজা ন্যাকড়া দিয়ে মুছে ফেলল জমাট রক্ত। 'মাথাটা চেপে ধর শক্ত করে', কালিন্সকে বলল মেরী। তারপর স্যামকে বলল, 'দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করে নিও যন্ত্রণাটা।' পলকে স্যামের পা চেপে ধরতে বলে। ছুরিটা ঠেসে ধরল ক্ষতের ফুটোয়। যন্ত্রণায় জ্ঞান হারালো স্যাম।

যখন জ্ঞান ফিরল, তখন রাত। ঘরের ভেতরটা অন্ধকার। তবে এক কোণে নিভু নিভু অবস্থায় লণ্ঠন জ্বলছে একটা। তার অস্পষ্ট আলোয় দেখা গেল। কে যেন শিয়রের পাশে বসে আছে ওর।

স্যাম ভাল করে লক্ষ্য করে বুঝতে পারল, ওটা মেরী। মেঝের দিকে তাকিয়ে আছে ও।

বাম কাঁধটা আড়ষ্ট হয়ে আছে স্যামের, হাত নাড়াতে গিয়ে টের পেল। ডান হাতটা তুলে এনে রাখল কাঁধের উপর। বুঝতে পারলো, ড্রেসীং করা হয়েছে জখমটা।

ওর নড়াচড়ার শব্দে মুখ তুলল মেরী। ঘাড় ফিরিয়ে তাঁকাল স্যামের মুখের দিকে। 'জ্ঞান ফিরল তাহলে তোমার। যাকগে, আরো এক বাটি স্যুপ খেয়ে নাও তুমি।' বলে উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে গেল বাতিটার কাছে। সলতে বাড়িয়ে দিল। আলোকিত হয়ে উঠল সারা ঘর। পাশের একটা টেবিল থেকে প্লেট ঢাকা এক বাটি স্যুপ নিয়ে ফিরে এল বিছানার কাছে। বাটির উপর থেকে প্লেটটা সরিয়ে নিলো।

ততক্ষণে আধশোয়া হয়ে উঠে বসেছে স্যাম। ওর হাতে ধরিয়ে দিল বাটিটা।

এক চুমুকে স্যুপটা খেয়ে নিল স্যাম। 'ধন্যবাদ।' বাটিটা ফিরিয়ে দিয়ে বলল সে। শুয়ে পরল আবার। খালি বাটিটা নিয়ে টেবিলের কাছে চলে এল মেরী।

জ্ঞান ফেরার পর ভীষণ দুর্বল বোধ করছিল স্যাম। স্যুপটা খেয়ে বেশ ভাল বোধ হচ্ছে এখন। চোখের পাতা জড়িয়ে আসছে। একটু পরেই ঘুমের অতলে তলিয়ে গেল ও।

স্যামের যখন ঘুম ভাঙলো তখন বেশ বেলা। পল কিংবা মেরী কাউকেই ঘরে দেখতে পেল না। উঠে দাঁড়াল সে। বেশ দুর্বল লাগছে। আস্তে আস্তে হেঁটে এগিয়ে গেল দরজার কাছে। মেরীকে দেখতে পেল কলতলায়। থালা বাসন ধুচ্ছে। উঠোনে কুড়ুল দিয়ে কাঠ চিড়ছে পল।

ওর পদশব্দে মুখ তুলল মেরী। 'উঠে পড়েছো তাহলে।' কাজ শেষে এগিয়ে এল স্যামের কাছে। মুখটা ভাল করে দেখে বলল, 'দাঁড়ি কামানো উচিৎ তোমার।'

হেসে ফেলল স্যাম। 'দাঁড়ি কামানো! ঢের বলেছো ম্যাডাম। গায়ের চামড়া বাঁচাতে যে হারে হিমসিম খাচ্ছি, তাতে দাঁড়ি কামানোর কথা ভাবব কখন?'

'এখন তো আর ঝামেলা নেই। পূর্ণ অবসরে আছো। আমি গরম পানি করে আনছি। ঝটপট দাঁড়িটা কামিয়ে ফ্যালো।'

কড়াইতে আগেই বেকন ছড়িয়ে দিয়েছিল মেরী। তার লোভনীয় গন্ধ আঘাত করল স্যামের নাকে। হঠাৎ করে পেটে ছুঁচোর নাচন শুরু হল ওর।

প্রসঙ্গ পাল্টে অন্য কথায় চলে গেল মেরী। 'তোমার জখমটা মারাত্মক ছিল। গুলি আঁটকে গিয়েছিল কাঁধের হাড়ের নিচে। অনেক কষ্টে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বের করতে হয়েছে'

'কিছুই টের পাইনি আমি।'

'ভেবোনা এটা তোমার বাহাদুরী। আসলে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলে তুমি। তাই বুঝতে পারোনি কিছু। সে যাক, ব্যাথা কমেছে?'

'একটু কমেছে।'

'তাহলে এখানে এসে বসো।' ভেতর বারান্দায় দেয়াল ঘেষা বেঞ্চের দিকে ইঙ্গিত করল মেরী। 'ড্রেসীংটা পাল্টে দিচ্ছি আবার।'

সুবোধ ছেলে মত বেঞ্চটায় বসল স্যাম। আগের ব্যাণ্ডেজটা খুলে ফেলল মেরী। চাপ চাপ রক্ত জমে আছে ভেতরে। ওটা ফেলে দিয়ে পরিস্কার কাপড়ের নুতন আর একটা ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিল।

'গুলীটা কি করেছো?' প্রশ্ন করল স্যাম।

'তোমার কাজে লাগতে পারে ভেবে রেখে দিয়েছি।'

'ওটা যদি নিয়ে আসতে ম্যাম -----।'

'আনছি আমি।' বলে ঘরের ভেতর চলে গেল মেরী। ফিরে এল একটা মুড়ানো কাগজ নিয়ে।তুলে দিল ওটা স্যামের হাতে।

কাগজ খুলে গুলিটা হাতের তালুয় নিল স্যাম। ৭.৫ মি. মি. ব্যাসের সিসের গুলী। ভাল করে ওটা পরখ করে মেরীকে ফিরিয়ে দিল। প্রশ্ন করল। 'ম্যাম, তোমার বাবার লাশটা যেখানটায় পাওয়া যায়, সেখানে গিয়ে ছিলে তুমি?'

'বুঝতে পারছি কি বলতে চাচ্ছো তুমি। বাবাকে কবর দেবার পরদিনই ওখানে গিয়েছিলাম আমি। একটা ক্রীকের ধারে বাবার লাশটা পায় ওরা। তার আশে-পাশে প্রায় একশত গজ এলাকা জুড়ে প্রতিটি ইঞ্চি ইঞ্চি জায়গা পরখ করে দেখেছি। কোন গুলির খোসা পাইনি আমি।'

'তবুও ভাবছি, সুস্থ্য হলে একবার যাবো ওখানটায়। যদি কোন সুত্র পাই। তবে তোমার বাবার হত্যাকারীকে ঠিকই বের করে ফেলতে পারব।' মেরীর হাতের দিকে আঙ্গুল তাক করল স্যাম। 'আর তখন এই গুলিটাই কাজে লাগবে সবচেয়ে বেশী।'

স্যামের অনুরোধে ওর স্যাডেল ব্যাগ থেকে দাঁড়ি কামানোর সরঞ্জাম এনে দিল মেরী। ওখানে বসেই দাঁড়িটা কামিয়ে ফেলল স্যাম। বেশ সতেজ লাগছে এখন, অনুভব করল।

ইতিমধ্যে ডাইনিং টেবিলে খাবার সাজিয়ে ফেলেছে মেরী। পলকে ডাকল ও। হাত মুখ ধুঁয়ে চলে এল পল। ততক্ষণে বসে গেছে স্যাম। ওর উল্টোদিকের একটা চেয়ারে বসল পল।

স্যামের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দাঁড়ি কামালে তোমাকে তো বেশ সুদর্শন লাগে।'

'সুদর্শন না ছাই।' ক্ষোভ প্রকাশ পেল ওর গলায়। আড়চোখে তাকাল মেরীর দিকে। মগে কফি ঢালছে ও। মিটি মিটি হাসছে। দেখে লজ্জা পেল স্যাম। নিজেকে আড়াল করবার জন্য খাবারে মনোযোগী হয়ে উঠল।

পলের পাশের চেয়ারটায় বসল মেরী। কফির মগটা ঠেলে দিল স্যামের দিকে। প্রশ্ন করল, 'এরপর কি করবে তুমি?'

'আর একটু সুস্থ হলেই তোমার বাবার খুনের জায়গাটা দেখে আসব।'

'বলছিলাম কি। আমাদের জন্য এমনিতেই যথেষ্ট করেছো তুমি। ভাগ্য জোড়ে বেঁচে গেছ এ যাত্রা। এর পরেরবার ভাগ্য তোমার সহায় নাও হতে পারে। মিছে পুরনো ক্ষত খুঁচিয়ে কি লাভ? ব্যপারটা এরই মধ্যে প্রায় ভুলেই গেছি আমরা। মাঝখান থেকে তুমি যদি নতুন করে এটা আবার জাগিয়ে তোল, তাহলে ক্ষতি বৈ লাভ হবে না। তোমাকেও হয়ত খুন করবে ওরা।'

'তা ওরা কখনোই পারবে না ম্যাডাম। একবার ট্র্যাপে ফেলে হয়ত আঘাত করেছে। কিন্তু, সে সুযোগ আর দেব না আমি।'

'কি করবে তুমি?' কণ্ঠে শংকা ঢেলে প্রশ্ন করল মেরী।

'সেটা সময়েই দেখতে পাবে।'

এখনো সম্পূর্ণ শক্তি ফিরে পায়নি স্যাম। উদ্যমও নয়। খুব দুর্বল মনে হয় নিজেকে। বাম হাতটা আগের মত স্বাভাবিক ভাবে নাড়াচড়া করতে পারে না এখনো। একা একা চুপচাপ বসে বসে

সময় কাটে ওর। কখনো কখনো মাসটাংটার সাথে কথা বলে আপন মনে। ওর ঘাড়ে চাপর দিয়ে আদর করে। ওকে দেখেই অস্থির হয়ে যায় ঘোড়াটা। বুঝে স্যাম। এই বসে থাকা ভাল লাগছে না ওটার। বেরিয়ে পড়তে চাইছে। ওকে বুঝায় স্যাম, এখানকার ঝামেলাটা সেরে ফেলেই বেরিয়ে পড়বে ওরা। এই তো আর ক'দিন। তারপর আগের মতই ছুটে চলা আর ছুটে চলা।

কি বুঝে ঘোড়াটা কে জানে, তবে স্যামের বিড়বিড়ানি শুনে আপনা থেকে শান্ত হয়ে যায় ওটা। পল নিয়োমিত যত্ন নেয় ঘোড়াটার। ওর সাথেও বেশ ভাব হয়ে গেছে ওটার।

এভাবেই দিনগুলো গড়িয়ে যাচ্ছে স্যামের। ইদানীং মুহূর্তগুলি বেশ চমৎকার কাটছে। ঘরের কাজের ফাঁকে ফাঁকে মেরী গল্পগুজব করে ওর সাথে। স্যামও ওকে সাধ্যমত বিভিন্ন কাজে সহায়তা করে। রান্নার জন্য ডালপালা ভেঙ্গে দেয়। তবে বাম হাতটা পুরোপুরি উঠাতে পারে না বলে, কুড়োল দিয়ে কাঠ চিড়ে দেওয়া সম্ভব হয় না। রাতে পলকে নিয়ে পড়াতে বসে। কোন কোন দিন বুড়ো কলিন্স আসে। শহরের বর্তমান অবস্থা নিয়ে কথা-বার্তা হয় ওর সাথে।

কয়েক দিন পর স্যামের জখমটার কিছুটা উন্নতি হলে ঘর থেকে বেরুলো সে। বারান্দার বেঞ্চটাতে বসে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিল দূরে। অনেক দূরে পাইন বন দেখা যাচ্ছে। বনের শেষ প্রান্তে পাহাড়। ধীরে ধীরে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে এল সামনে। বাগানের চার পাশ তাঁকালো সে। আগাছা না থাকায় উঠোনটা ঝকঝকে তকতকে লাগছে। সব কিছু সাজানো গুছানো ছবির মত সুন্দর

লাগছে দেখতে। দৃশ্যটা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল স্যাম। কত ভাল হতো। জায়গাটা যদি ওর নিজের হতো। এখানে এই বাড়িতে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দিত সে। কোন ঝামেলা থাকত না জীবনে। তার সেই জীবনে একজন সঙ্গী থাকত। নাহ্, ভুল হল, একজন সঙ্গীনি থাকত, ঠিক মেরীর মত। সুন্দরী, নিরংহকার এবং সংবেদনশীল। কিন্তু, বাস্তবে সেটা কি আদৌ সম্ভব? আপনমনে মাথা নাড়ল সে। বুক চিড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তার।

দেখতে দেখতে আরো কয়েকটা দিন পেরিয়ে গেছে। স্যাম এখন তার হারানো শক্তির অনেকটাই ফিরে পেয়েছে। প্রায় প্রতিদিনই বাগানের ভেতর অনেক্ষণ ঘুরাঘুরি করে সে। কখনো মেরীও থাকে তার সাথে। ওর সাথে পাশাপাশি হাঁটতে বেশ ভাল লাগে তার। জীবনে কোন নারীর এতটা কাছাকাছি এর আগে আসেনি বলেই বোধ হয়, অনুভূতিটা ভাললাগা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে।

ইদানীং সকাল -বিকাল একটু আধটু ব্যায়ামও করছে সে। বাম হাতটা প্রায় আগের মতই সচল হয়ে উঠেছে। পিস্তল ড্র করছে নিয়োমিত। ক্রমশঃ আগের মতই ক্ষীপ্র হয়ে উঠছে তার ড্র এর গতি। ডান হাতের গতি পূর্বের মতই অটুট আছে। তবুও দৈনিক বেশ ক'বার প্র্যাকটিসের মাধ্যমে নিজেকে ঝালাই করে নিচ্ছে। এ ব্যপারে পল সাহায্য করছে তাকে। এখনো সে প্রায় বিশ ফুট দূর থেকে ছুরি নিক্ষেপ করে কার্পাস তুলোর সুতো ছিড়ে ফেলতে পারে। প্রায় এক সপ্তাহ পর স্যামের মনে হল, শারীরিকভাবে এখন সে সম্পূর্ণ ফীট।

সেদিনই বিকেলে মেরীকে বলল স্যাম, 'ম্যাম, তুমি কি তোমার বাবার খুন হবার জায়গাটা আমাকে ম্যাপ এঁকে দেখিয়ে দিতে পারো?'

'আলবৎ পারি।' বলে উঁবু হয়ে মাটিতে বসল মেরী। একটা কাঠি দিয়ে মাটিতে ম্যাপ এঁকে স্যামকে দেখিয়ে দিল জায়গাটা।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল স্যাম। আগামীকাল ভোরেই জায়গাটা দেখে আসবে সে।

আজ ক'দিন যাবৎ হোটেলের নিজের রুম থেকে খুব একটা বেরুচ্ছে না ল্যান্সার। যেদিন সে জীমের সেলুনে খবর পেল ছোকড়া মরেনি। সেদিন থেকেই বড্ড দুঃশ্চিন্তায় আছে সে। কিন্তু, এমন তো হবার নয়। রডনির গুলি মিস্ হবার প্রশ্নই আসে না। অবশ্য, না দেখে আন্দাজে নিশানা করতে হয়েছে তাকে। ফলে যেখানে মরে যাবার কথা। সেখানে আহত সিংহের মত সেরে উঠছে ছোকড়া। যখন পুরোপুরি সেরে উঠবে। তখন নিশ্চয়ই জানতে চেষ্টা করবে। কে তাকে গুলি করল। আর এই জানার পদ্ধতিটা নিশ্চয়ই খুব একটা সহজ সরল হবে না।

গতরাত থেকে ব্যপারটা নিয়ে বড্ড দুঃশ্চিন্তায় আছে ল্যান্সার। সরারাত তেমন ভাল ঘুম হয়নি। বাইরে আলো ফুটেছে বুঝতে পেরে লাফিয়ে বিছানা ছাড়ল। ওয়াশ বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে মগ থেকে পানি নিয়ে চোখে মুখে ঝাঁপটা দিল। তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছল। জালানা দিয়ে বাইরে তাঁকাল। আঁধার কেটে যাচ্ছে দ্রুত। কাঁহাতক আর এভাবে শুয়ে বসে থাকা যায়? রুম ছেড়ে বেরিয়ে এল করিডরে। উল্টোদিকের দরজায় চোখ পড়ল। রডনি থাকে

এইরুমে। দিব্যি ঘুমুচ্ছে ব্যাটা। বন্ধ দরজাও ওর নাক ডাকার শব্দ রুখতে পারেনি। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল ল্যান্সার। কাউন্টারে মাথা রেখে আরামসে নাক ডাকছে হোটেল মালিক ইভান। ওর মাথার কাছে কাউন্টারের উপর পড়ে থাকা লোহার বড়সড় চাবিটা তুলে নিল। ওটা দিয়ে গেট খুলে বেরিয়ে এল হোটেল থেকে। রাস্তায় পা দিয়েই কি মনে করে তাকাল দক্ষিণে। স্পষ্ট দেখতে পেল ইয়ামের বাড়ীর ভেতর থেকে বেরুল এক ঘোড়সওয়ার। বেরিয়েই ছুটে চলল দক্ষিণ মুখো ট্রেইল বেয়ে। দূর থেকে দেখলেও স্পষ্ট চিনতে পারল সে সওয়ারীকে। মুহূর্তেই সমস্ত দুঃশ্চিন্তা উধাও হয়ে গেল ওর মাথা থেকে। বুঝতে পেরেছে সে, ছোকড়া পালাচ্ছে। আসলে ভয় পেয়েছে ছোকড়া। দারুণ ভয়। উপলব্ধিটা সাহসী করে তুলল ল্যান্সারকে। লাফিয়ে হোটেলে ঢুকল সে। দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগল। গর্ডন আর রডনিকে জাগাতে হবে, এখুনি। ওদের নিয়ে একটা পরিকল্পনা আছে তার।

জায়গামত পৌঁছে ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরল স্যাম। লাফিয়ে ঘোড়া থেকে নামল সে। আশেপাশে তাঁকালো। ট্রেইলের পাশেই একটা অগভীর ক্রীক দেখতে পেল। শুকিয়ে আছে। ওটার পার বেয়েই চলে গেছে পথটা। ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে ক্রিকটা পার হলো সে। মেরীর কথা অনুযায়ী এখানেই কোথাও পড়ে ছিল ওর বাবার লাশ। অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে চারপাশে চোখ বুলাল। আততায়ীর সম্ভাব্য আত্মগোপন স্থলটা খোঁজে বের করতে চাইছে। আশে পাশে লুকানোর কোন জায়গা দেখতে পেল না। এক্ষেত্রে

উত্তর একটাই, অ্যামবুশ করা হয়নি ইয়াম রেনল্ডকে। হতাশ বোধ করল স্যাম। ঘোড়াটাকে নিয়ে আবার ক্রিকে লামল সে। প্রথমবার যেদিক দিয়ে নেমেছিল। সেদিকটা তেমন গভীর ছিল না বলে। পারটা বেশ ঢালু ছিল। নামতে অসুবিধে হয়নি। এখন যেদিক দিয়ে পার হচ্ছে, ক্রীকের এ দিকের অংশটা বেশ গভীর। তাই পারটাও মোটামুটি খাড়া। অনেক কসরৎ করে উঠতে হচ্ছে তাদের। সহসা পা পিছলে গেল ঘোড়াটার। ততক্ষণে ট্রেইলে পৌঁছে গিয়েছিল স্যাম। ঘোড়ার আতংকিত ব্রেষা রব শুনে ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে পেল। সরসর করে পিছলে নেমে যাচ্ছে বোবা প্রানীটা। তার পায়ের ঘর্ষণে ক্রীকের নরম মাটিতে পাশাপাশি দুইটা সরু ট্যানেলের সৃষ্টি হচ্ছে। লাগামে টান লাগায় স্যামও পড়ে গেল মাটিতে। গড়াতে গড়াতে তার শরীর প্রায় পাঁচ ফুট নীচে ঘোড়ার পায়ের কাছে গিয়ে ধাক্কা খেল। উপুর হয়ে পড়েছিল স্যাম। হাতের চেটোয় ভর দিয়ে সোজা হয়ে বসতে যাচ্ছিল সে, এমনি সময় খেয়াল করল, ঘোড়ার খুরের আঘাতে ছিটকে পড়া আলগা মাটির এক টুকরো ঢেলার গায়ে কি যেন চকচক করছে। আঙ্গুলের খোচায় আলাদা করল ওটা। মুহুর্তেই বুকের ভেতর হাতুড়ীর বাড়ি পড়ল ওর। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, ৭.৫ মিমি ব্যাসের সিসার গুলি ওটা। তীক্ষ্ণ চোখে জায়গাটা জরিপ করল। মেরীর কথামত ঠিক এখানটায় পড়ে ছিল ইয়ামের লাশ। তারমানে, খুব কাছে থেকে আঁততায়ী গুলি করেছিল ওকে। আর তাই গুলিটা ওর শরীর ভেদ করে সরাসরি ক্রীকের ঢালে আশ্রয় নিয়েছে।

সাত

দু'তলায় ওঠে এসেই রডনির দরজায় ঘা দিল ল্যান্সার। পরমুহূর্তে লাফিয়ে পরের দরজাটার সামনে চলে এল। সশব্দে ধাক্কা দিল বেশ ক'বার। গর্ডন ঘুমোচ্ছে এ কামরায়।

রডনি দরজা খুলল। পাতলা একটা পাতলুন পরে আছে ও। প্রকান্ড একটা হাই তুলে জিজ্ঞেস করল, 'কি হল? এত সকাল সকাল ঘুম থেকে জাগালে যে!'

ততক্ষণে পাশের দরজা খুলে উঁকি দিচ্ছে গর্ডন। চোখে প্রশ্নবোধক এঁকে সে তাঁকালো ল্যান্সারের দিকে।

'তোমরা দু'জনেই আমার কামরায় এসো। জুরুরী কথা আছে।' বলেই নিজের কামরায় ঢুকে গেল ল্যান্সার।

চেয়ারের ব্যাকরেষ্টে ঝুলানো হোলষ্টার বেল্টটা টেনে নিয়ে কোমরে বাঁধল। তারপর বিছানার মাথার কাছে চলে এল। বালিশের নিচ থেকে পিস্তলটা বের করে চেক করল। তারপর হোলষ্টারে পুরে ফেলল।

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল রডনি। পেছনে গর্ডন। দু'জনেই রাতের পোশাক বদলে এসেছে। উভয়েরই কোমরে হোলষ্টার শোভা পাচ্ছে। পিস্তলের বাট উঁকি দিচ্ছে ভেতর থেকে।

'বসো।' বলে বিছানার কিনারায় বসল ল্যান্সার। চেয়ারে বসল গর্ডন। বসার কিছু না পেয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল রডনি।

'কি ব্যপার? ' প্রশ্ন করল গর্ডন।

'ছোকড়া পালিয়েছে।' খুশী খুশী কণ্ঠে বলল ল্যান্সার।

'কোন ছোকড়া? বুঝতে না পেরে আবারও প্রশ্ন করল গর্ডন। ঘুমের রেশ এখনো কাটেনি ওর।

'আরে রেনল্ডদের বাড়িতে আস্তানা গেড়েছিল যে ব্যাটা।' ইষৎ বিরক্তি কণ্ঠে বলল ল্যান্সার।

মুহূর্তেই ঘুম পালিয়ে গেল গর্ডনের চোখ থেকে। 'তাই নাকি! কখন?'

সংক্ষেপে কিছুক্ষণ আগে দেখা দৃশ্যটা বর্ণনা করল ওদের ল্যান্সার।

'ছোকড়া বেঁচে যাবে, ভাবিনি।' মাথা নাড়াতে নাড়াতে বলল রডনি। 'শালার জান বেশ শক্ত।'

'যাকগে ও নিয়ে আফসোস করে লাভ নেই।' বলল ল্যান্সার। 'ব্যাটা ভেগে গেছে। কাজেই চিন্তা নেই আর।'

'কিন্তু, ব্যাটা পালিয়ে গেছে, তোমার এরকম ধারনা হলো কেন?' প্রশ্ন করল গর্ডন।

'যদি তাই না হবে। তবে দিব্যি বেঁচে থাকার পরও একবারও চেহারা দেখায়নি কেন? আর এত ভোরেই বা এমন করে বেরিয়ে যাওয়া কেন?' ঘাড়টা বামে কাৎ করে বলল ল্যান্সার। 'ভেবে দেখতো, ওর জায়গায় তুমি হলে কি করতে?'

'মোটেও ভাগতাম না আমি।' সমান তালে জবাব দিল গর্ডন। 'প্রতিশোধ নেবার জন্য সোজা তোমাদের সামনে হাজির হতাম।'

'ঠিক। এ উত্তরটাই আশা করছিলাম আমি তোমার কাছে।'

সবজান্তার ভঙ্গীতে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল ল্যান্সার। 'কারণ ভিত্তু নও তুমি। কিন্তু, ও ব্যাটা তাই। আর সেজন্যই পালিয়ে না গিয়ে উপায় রইল না তার।'

'তোমার সাথে আমি একমত।' বলল রডনি। 'এখন ডেকেছো কেন? তাই বল।'

গর্ডনও সুর মেলালো ওর সাথে।

'সারা শহর ঘুমিয়ে আছে এখন। কাজেই আমাদের মতলব হাসিল করার এই'ই সুযোগ। চুপিচুপি হাজির হবো রেনল্ডের বাড়িতে। ওর মেয়েকে ভয় দেখিয়ে জেনে নেবো সোনার হদিসটা। তারপর সেটা তুলে নিয়েই চম্পট।' তুড়ি বাজালো ল্যান্সার।

'এমন ভাবে বলছ, যেন তুমি ডাকলেই দরজা খুলে দেবে মেয়েটা। আদর করে ঘরে ডেকে নেবে। তারপর তোমার হাতে সোনাটা তুলে দিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলবে, জ্বলদি ভাগো। দেখে ফেলবে কেউ।' রসিকতা করল গর্ডন। ল্যান্সারের পরিকল্পনার দৌড় দেখে হাসি পাচ্ছে তার।

'দেবে-দেবে।' বলে রহস্যময় হাসি হাসল ল্যান্সার।

স্যাম চলে যেতেই দরজা বন্ধ করে নিজের পার্লে চলে এসেছে মেরী। আবারো বিছানায় ঠেলে দিয়েছে নিজেকে। কিন্তু, ঘুম আসছে না আর। স্যামের জন্য খুব দুঃশ্চিন্তা হচ্ছে। মানুষটা সেধে অন্যের বিপদে জড়িয়েছে নিজেকে। তার ফলও একবার পেয়েছে। তারপরও হাল ছাড়েনি। এত গোয়ারও হয় মানুষ! কত ভাল

হতো, যদি তাকে সারা জীবনের জন্য ধরে রাখতে পারতাম। পরমুহূর্তে মাথা নাড়ল আপনমনে। না, বুনো ঘোড়াকে লাগাম পরাবার মত দুঃসাহস তার নেই। সহসা বাহির দরজায় ধাক্কা ধাক্কির শব্দ পেল। কে এল আবার? ভাবতে ভাবতে বিছানা ছাড়ল সে। লিভিংরুম পেরিয়ে গেষ্টরুমে চলে এল। দরজা খুলতে যেয়ে ও ও থমকে দাঁড়াল। ঘাড় ফিরিয়ে তাঁকালো কটে শুয়ে থাকা পলের দিকে। নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে ও। আবারো শব্দ হল দরজায়। না ঘুমটা ভেঙ্গেই যাবে পলের।

'কে?' প্রশ্ন করল মেরী।

'আমি স্যাম।' স্যামের কাঁপা কাঁপা কণ্ঠ শুনতে পেল মেরী। 'দরজা খোল ম্যাম। আহত হয়েছি আমি।'

কণ্ঠটা শুনেই বুকের ভেতর ধ্বক করে উঠল মেরীর। দ্রুত দরজা খোলে দিল। পরক্ষণেই ধাক্কা খেল একটা। সামনেই দাঁড়িয়ে আছে ল্যান্সার। দু'আঙ্গুলে কণ্ঠনালী চেপে আছে। স্যামের কণ্ঠের অনুকরণে বলল, 'আমি ম্যাম। অধমের নাম ল্যান্সার।'

ওর ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়ে আছে গর্ডন আর রডনি। এক ঝটকায় দরজা বন্ধ করে দিতে চাইলো মেরী। তার আগেই কপাটের ফাঁকে বুট সমেত পা গলিয়ে দিল ল্যান্সার। হাতে উঠে এসেছে পিস্তল।

'পিছিয়ে যাও মেরী। 'জলদগম্ভীর স্বরে আদেশ করল সে।' 'তোমার সাথে কথা আছে আমাদের। ভাল চাইলে শান্ত মেয়ে হয়ে থাকো। কোন ক্ষতি হবে না তোমার।'

পিছিয়ে গেল মেরী। ভেতরে ঢুকল ওরা। দরজা বন্ধ কর দিল রডনি।

ওদের কথার শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেছে পলের। চোখ মেলে তাঁকাল সে। তাকিয়েই পিস্তল হাতে ল্যান্সারকে দেখে মাথা খারাপ হয়ে গেল তার। আতংকে চেঁচাতে শুরু করল।

'ব্যাটার মুখ থামাও রডনি।' হুংকার ছাড়ল ল্যান্সার।

লাফিয়ে কটের কাছে চলে এল রডনি। হোলষ্টার থেকে পিস্তল বের করে পলের মুখের ভেতর ওটার নল ঠেসে ধরল। 'এই বিচ্ছু, চুপ।'

চেঁচানো থেমে গেল পলের। পিস্তলটা বের করে নিল রডনি। পলের পাশেই কটের উপর বসল সে। পিস্তলটা তাক করলো পলের মাথা বরাবর। ওটার দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাল পল। আর কোনরকম শব্দ বেরুল না ওর মুখ দিয়ে।

'বসো মেরী।' ইঙ্গিতে একটা কাঠের চেয়ার দেখাল ল্যান্সার। তারপর নিজেও আর একটা কাঠের চেয়ার টেনে নিয়ে ওটার মুখোমুখি স্থাপন করল।

বসল মেরী। উল্টোদিকের চেয়ারটায় ল্যান্সারও বসলো।

'কি চাও তোমরা আমার কাছে?' আতংকিত স্বরে প্রশ্ন করল মেরী।

'সোনা কোথায় রেখেছে তোমার বাবা?' প্রশ্ন করল ল্যান্সার।

'সোনা!' অবাক হবার ভান করল মেরী। 'কিসের সোনা!'

'বাহ্ এমন ভাব দেখচ্ছো যেন, কিছুই জানো না।'

'আমি সত্যিই বুঝতে পারছি না, তোমরা কোন সোনার কথা বলছ।'

'বাহ্! বেশ অভিনয় জানো তো দেখছি।' ভ্রু নাঁচাল ল্যাম্সার।

'আমি বলতে চাচ্ছি, মাইন থেকে তোমার বাবা যে সোনাটা তুলে এনেছে, ওটা কোথায় রেখেছো?'

'ও।' হাঁপ ছাড়ল মেরী । 'ঐ সোনার কথা বলছ। ওটা তো এখনো খনিতেই আছে।'

রেগে গেল ল্যাম্সার। 'মিথ্যে বলছ তুমি। আমরা খনিটা ভাল করেই পরখ করেছি। এক তোলা সোনাও নেই ওখানে। সবটাই তুলে এনেছে তোমার বাবা। এই বাড়িতেই কোথাও রেখেছে ওটা। বল কোথায় রেখেছে?'

'আমি জানি না।' মাথা নাড়ল মেরী। 'আমি সত্যিই জানি না।'

'ঠিকই জানো তুমি। তোমার ভালোর জন্যই বলছি, বলে দাও সোনার হদিসটা। ওটা পেলেই চলে যাবো আমরা। আর কোনদিন জ্বালাতে আসব না তোমাদের।' মোলায়েম কণ্ঠে বলল ল্যাম্সার।

'উফ্ খোদা।' দু'হাতে মাথা চেপে ধরল মেরী। 'কি করে বিশ্বাস করাবো আমি তোমাদের। সোনা কোথায় রেখেছে বাবা, আমি তা আসলেই জানি না।'

'ফের মিথ্যে কথা।' রাগে চিৎকার করে উঠল ল্যাম্সার।

দরজার পাশে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল গর্ডন। দু'পা এগিয়ে এল সে। বলল, 'মেয়েটাকে আমার হাতে ছেড়ে দাও ল্যাম্সার। ওকে কথা বলাচ্ছি আমি।' স্পষ্ট লালসা ফুটে উঠল ওর চোখে।

ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাঁকাল ল্যান্সার। কুটিল হাসি ফুঁটে উঠল ওর মুখে। হাত উঠিয়ে গর্ডনকে থামতে বলল। তারপর ফিরল মেরীর দিকে। 'তুমি কি তাই চাও ম্যাম।' মেরীর শরীরে দৃষ্টি বুলাল। 'তোমার ঐ সুন্দর শরীরে ওর হাত পড়ুক। এটা আমিও চাই না। তাই আপোসেই বলে দিলে ভাল হতো না?' যেন সৎ উপদেশ দিচ্ছে, এমন কণ্ঠে বলল ল্যান্সার।

ডুকরে কেঁদে উঠল মেরী। 'তোমরা আমাকে মেরে ফেললেও কিছু করার নেই আমার। সোনার খবর আমি সত্যিই জানি না।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গী করল ল্যান্সার। 'ওকে ম্যাম। গর্ডনের হাতেই তাহলে ছেড়ে দিতে হচ্ছে তোমাকে।' হাত তুলে গর্ডনকে এগিয়ে আসতে ইশারা করল।

দু'হাত বাড়িয়ে সামনে এগিয়ে আসতে লাগল গর্ডন। ঝট করে বসা থেকে উঠে দাঁড়াল মেরী। পিছিয়ে যেতে চাইল। পারল না। এরই মধ্যে ওর কাছে পৌছে গেছে গর্ডন। মেরীর কাঁধ ধরে পুনরায় বসিয়ে দিল।

আতংকে চিৎকার করে উঠল পল। পকেট থেকে নোংড়া রুমাল বের করে ওর মুখে পুরে দিল রডনি। গো গো শব্দ বেরুতে লাগল পলের মুখ থেকে।

সহসা ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেল সবাই। থেমে গেল গর্ডন। লাফিয়ে পিছিয়ে গেল আবার। সরে গেল দরজার পাশে।

উঠে দাঁড়াল ল্যান্সার। পিস্তল হাতে মুখ করে দাঁড়াল দরজার দিকে।

মেরীর চোখ উজ্জল হয়ে উঠল।

ইয়াম রেনল্ডের খুনিকে আবিষ্কার করে ভীষন উজ্জেজিত হয়ে আছে স্যাম। পাগলের মত ঘোড়া ছুটিয়ে শহরে পৌঁছুল সে। পলদের বাড়ির সামনে পৌঁছেই লাগাম টেনে ধরল। এরই মধ্যে বেশ ফর্সা হয়ে উঠেছে চারপাশ। পূর্বাকাশে পাহাঁড়ের মাথার উপর দিয়ে উঁকি দিচ্ছে লাল থালার মত সূর্য।

অন্য সময় হলে দৃশ্যটা দেখে মুগ্ধ হয়ে যেত স্যাম। এখন হলো না। লাফিয়ে নামল সে ঘোড়া থেকে। বারান্দার পিলারে ঘোড়ার লাগাম বেঁধে বারান্দায় উঠে এল। জোরসে ঘা লাগাল দরজায়। খোলে গেল দরজা। কপাটের ফাঁক দিয়ে একটা পিস্তলের নল উঁকি দিল প্রথমে। পরমুহূর্তে গর্ডনের বিশাল দেহটা দেখতে পেল ওটার পেছনে।

'তাহলে ড্যাপো ছোকড়া। আবার ফিরে এসেছো তুমি।' খুশী খুশী কণ্ঠে বলল সে।

স্যামের চোখে প্রথমে বিস্ময়, পরে রাগের ভাব ফুঁটে উঠল। বাম হাতটা পিছলে নেমে যেতে থাকল হোলষ্টার বরাবর।

ওর উদ্দেশ্য আঁচ করে ফেলল গর্ডন। 'না হে বীর বাহাদুর, বীরত্ব দেখাতে যেয়ো না এখন। সুবোধ বালকের মত হাত তুলে দাঁড়াও। তা না হলে ফুটো হয়ে যাবে।' পিস্তলটা নাচিয়ে বলল সে।

বুঝল স্যাম, আবহাওয়া ওর অনুকূলে নয়। অগত্যা হার মেনে নিল। হাত দুটো মাথার উপর তুলে ধরল। আলগোছে ওর সিক্সশুটারটা হোলষ্টার থেকে তুলে নিল গর্ডন। দু'পা পিছিয়ে দাঁড়াল। 'ভেতরে এসো এবার।' আদেশের সুরে বলল সে।

ঘরে ঢুকেই ভেতরের দৃশ্যটা দেখে থমকে গেল স্যাম। কটের উপর উপুর হয়ে পড়ে আছে পল। মুখের ভেতর রুমাল গুঁজা। চোখে অসহায় দৃষ্টি। তার মাথার বাম পাশে পিস্তল ধরে আছে রডনি। কটের উপর ডান পা তুলে বাম পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। ঘরের ঠিক মাঝামাঝিতে চেয়ারের ব্যাকরেষ্টে হেলান দিয়ে বসে আছে মেরী। হাত দুটো বুকের উপর জোড় বাঁধা। ভেজা চোখে স্যামের দিকে তাঁকাল সে।

পাশেই চেয়ারের উপর ডান পা তুলে বাম পা মেঝেতে রেখে ইষৎ কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ল্যান্সার। হাতে পিস্তল।

ওর মুখোমুখি দাঁড়াল স্যাম পা ফাঁক করে। হাত খানেক সামনে সরে এসে ডানে দাঁড়াল গর্ডন। স্যামের সিক্সশ্যুটারটা কোমরের বেল্টে গুঁজে পিস্তল তাক করে ধরল ওর দিকে।

'তো বাঁচাল ছোকড়া, কোন স্বর্গে গিয়েছিলে যে, সেখানকার সুখ পছন্দ না হওয়ায়, আবার এই নরকেই ফিরে এলে।' ঠাট্টার সুরে বলল ল্যান্সার।

'স্বর্গেই গিয়েছিলাম। কিন্তু, সেখানে আবার খালি কৌটোর বড় অভাব। এদিকে আমি আবার খালি কৌটোর ঝনঝনানি শুনতে বেশ্ পছন্দ করি। তাই এই নরকেই ফিরে এলাম।' সমান তালে জবাব দিল স্যাম। বুঝতে পারছে। এদের সাথে কথা চালিয়ে যেতে হবে। তারপর সুযোগ বুঝে----।

'বেশ বেশ্। পছন্দের বাজনাই এখন শুনতে পাবে তুমি।' বলে স্যামের কাছাকাছি চলে এল ল্যান্সার। 'একটুও যদি নড়ে ব্যাটা। সোজা গুলি করবে ওর মাথায়। গর্ডনকে কথাটা বলেই ঘুষি ছুঁড়ল স্যামের মুখের উপর। তখনো হাত উঠিয়ে রেখেছিল স্যাম। দু'হাত ছড়িয়ে পেছনের দেয়ালের উপর পড়ল সে। মাথা ঠুকে

গেল কাঠের দেয়ালে। ঠোঁট কেটে রক্ত বেরিয়ে এল। মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে সোজা হল। হাত দুটো নিচে নামিয়ে আনল।

'হাত তোল ব্যাটা।' পিস্তল নাচিয়ে হুংকার ছাড়ল ল্যান্সার।

অনিচ্ছা স্বত্তেও আবার হাত তুলল স্যাম। দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল।

পিছিয়ে মেরীর কাছে সরে এল ল্যান্সার। 'তাহলে ম্যাম, পুরনো আলাপটা আবার শুরু করা যাক।'

'বলেছিই, তো। সোনার খবর আমি জানি না।' আগের মতই অস্বীকার করল মেরী।

'জানোনা, বেশ। খেলাটা আবার শুরু হোক তাহলে।' স্যামের দিকে পিস্তল তাক করল ল্যান্সার। গর্ডনকে ইঙ্গিত করল।

নিজের পিস্তলটা হোলষ্টারে রাখল গর্ডন। তারপর এগিয়ে আসতে লাগল মেরীর দিকে।

ওদের উদ্দেশ্য বুঝে ফেলল স্যাম। 'তোমরা অযথাই সময় নষ্ট করছ ওর পিছে।' শান্ত স্বরে বলল। 'সোনাটা কোথায়, তা সে জানে না।'

ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল গর্ডন। অবাক চোখে তাঁকাল স্যামের দিকে। 'কি! কি বললে তুমি?'

'ঠিকই শুনেছ তুমি। সোনাটা কোথায় তা ও জানে না। এ ব্যাপারে যে জানতো, সেই ইয়াম রেনল্ডকে আগেই মেরে ফেলেছো তোমরা। এখন শুধু শুধু এই মেয়েটাকে হেনস্তা করছো।'

'সত্যি করে বল তো, কে তুমি?' অবাক কণ্ঠে প্রশ্ন করল ল্যান্সার। 'সোনা সম্পর্কে তুমি জানলে কি করে?'

আগেও বলেছি, এখনও বলছি। আমি কে, সেটা জেনে তোমাদের কোন লাভ নেই।' জবাব দিল স্যাম। 'তবে এটা

জেনো, তোমাদের তিন জনের চেয়ে অনেক শক্ত লোক আমি। সময় সুযোগমত তার প্রমানও দেব। আমার তুলনায় অনেক কাঁচা তোমরা। আমাকে খুন করার চেষ্টা করেও ফলপ্রসু হওনি। ঠিকই বেঁচে গেছি আমি। এই মেয়ের বাবাকে খুন করার কাজটাও ঠিকমত করতে পারোনি। ঠিকই জেনে গেছি আমি, ওর খুনীকে?'

'কি?' মুখ লাল হয়ে গেল ল্যান্সারের। 'কি বলছ তুমি?'

'বলছি, ইয়াম রেনল্ডের খুনীকে আমি চিনি।'

'বিশ্বাস করি না আমি।' রাগে ফেটে পড়ল ল্যান্সার। 'তুমি মিথ্যে বলছ।'

'না, মিথ্যে বলছি না। আমি ভাল করেই জানি, কে খুন করেছে ইয়াম রেনল্ডকে।'

'কে খুন করেছে আমার বাবাকে?' প্রশ্ন করল মেরী।

'রডনি।'

'ক্বী বললি ব্যাটা!' বলে ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মত ছুটে এল রডনি। সজোরে চড় খসালো স্যামের গালে। মুখ লাল হয়ে গেল স্যামের। আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তিতে উঠানো হাত দু'টো নামিয়ে আনল স্যাম। রডনির দ্বিতীয় চড়টা স্যামের হাতের উল্টো পিঠে লাগল। ঝট করে পিছিয়ে গেল রডনি। পিস্তল ঠেসে ধরল স্যামের কপালের উপর।

'থামো রডনি।' হুংকার দিয়ে উঠল ল্যান্সার। 'ওর সাথে কথা আছে আমার।'

পিছিয়ে আবার পলের কাছে সরে এল রডনি। তার জায়গা দখল করল ল্যান্সার। বলল; 'কেমন করে জানলে, রডনি খুন করেছে ইয়ামকে? কি প্রমান আছে তোমার কথায়?'

হাপাচ্ছে স্যাম। ক্রমাগত গাল ডলছে। ক্ষানীকটা সুস্থির হয়ে নিয়ে বলল, 'ড্রাই ক্রীকের ধার থেকেই এখন এসেছি আমি। ওখানে ক্রীকের ঢালে একটা বুলেট পেয়েছি। ৭.৫ মি: লি. ব্যাসের বুলেট ওটা।' একটু থামল স্যাম। রডনির দিকে একবার দৃষ্টি দিয়ে আবার ল্যান্সারের পানে ফিরে বলল, 'শ্যুটার হিসেবে তোমার সঙ্গী একদম আনারী। তার প্রথম বুলেটটা খুব সম্ভবতঃ ইয়ামের ঘোড়াটাকে আঘাত করে। স্বাভাবিক ভাবেই ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যায় ইয়াম। আর পড়ে ক্রীকের ঢালে। তারপর ওর বুকে গুলি করে রডনি। গুলিটা ওর শরীর ভেদ করে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে মাটিতে আশ্রয় নেয়।'

'বাহ্। সুন্দর বলেছো।' ঠাট্টা স্বরে বলল ল্যান্সার। 'এমনভাবে বলছ, যেন আড়াল থেকে সব দেখেছো তুমি। কিন্তু, চান কেন ধারনা হলো তোমার, যে বুলেটটা তুমি কুড়িয়ে পেয়েছো, সেটা রডনি ছুড়েছে।'

'কারণ, আমি জানি যে, আমাকে হত্যার জন্য যে বুলেটটা ছোঁড়া হায়েছিল, তা রডনির পিস্তল থেকেই বেরিয়েছিল। এবং সেই গুলিটাও দেখেছি আমি। সেই একই মাপ ৭.৫ বোরের ওটা।' একটু থেমে রডনির দিকে ফিরল স্যাম। 'রডনি, বগলের তলার শার্টের ফুটোটা ঠিক কের ফেলেছো তো?'

মুহূর্তেই মুখটা কালো হয়ে গেল রডনির। আবারো ছুটে আসতে যাচ্ছিল প্রায়, তার আগেই ওকে থামিয়ে দিল ল্যান্সার। স্যামের দিকে ফিরে বলল, 'না হে ছোকড়া, শ্রদ্ধা এসে যাচ্ছে তোমার উপর আমার। দিব্যি সব জেনে বসে আছো দেখছি, ভালই হল, ভেবেছিলাম ছেড়ে দেব তোমায়। এখন দেখছি, নিজেই স্বর্গের টিকেট কেটে বসে আছো।' তারপর ডান হাতটা

টান টান করল সে। পিস্তল তাক করল স্যামের দু'চোখের মাঝ বরাবর।

আতংকে চিৎকার করে উঠল মেরী। দু'হাতে মুখ ঢাকলো। পরক্ষণেই স্যামের কণ্ঠ কানে আসতেই চোখের উপর থেকে হাত সরালো।

'আমাকে মারতে পারছো না তুমি।' বলছে স্যাম।' 'সেক্ষেত্রে সোনাটা হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে তোমাদের।'

'জান বাঁচাবার জন্য মিথ্যে বলছ তুমি। 'বলল ল্যাঙ্গার। 'এসব বলে ফায়দা হবে না। তোমাকে আমি ঠিকই খুন করবো।'

ওর কথায় কান দিল না স্যাম। 'ইয়ামের সাথে আগেই পরিচয় ছিল আমার। সোনার সম্পর্কে সবই বলেছিল সে আমায়। আমিই একমাত্র জানি, কোথায় আছে সোনাটা। আজ সকালে নিজের চোখে দেখেছিও ওটা।'

মুহূর্তেই চোখজোড়া তীক্ষ্ণ হয়ে গেল মেরীর। নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারছে না সে। 'সোনার কথা তুমি জানো? কই, এ কয়দিন একবারও তো বলোনি আমাদের!'

'বলিনি। আমার প্রস্তুতির জন্য সময়ের দরকার ছিল। সত্যি বলতে কি। ওটার জন্যই এখানে এসেছি আমি।'

'বাহ্ বাহ্।' না টুকে হাসি হাসল ল্যাঙ্গার। এতক্ষণ স্যাম আর মেরীর বাক্যালাপ শুনছিল সে। স্যামের কথা শেষ হলে, মেরীর উদ্দেশ্যে বলল, 'দেখলে মিস্ রেনল্ড। সোনার কাছে সব আকর্ষন ফক্কা। অথচ আমি এতদিন ভেবেছি, তোমার জন্য বেটা পড়ে আছে এখানে।' চুক চুক শব্দ করল। তারপর স্যামের দিকে ফিরে

বলল, 'তা বাছাধন, জ্বলদি জ্বলদি বলে ফেলোতো, কোথায় আছে সোনাটা। আমাদের হাতে আবার সময় খুব কম। ওটা তুলে নিয়েই ভাগতে হবে।'

'বোকা পেয়েছো নাকি আমাকে। আমি বলে দিই। আর তোমরা আমাকে স্বর্গের রাস্তা ধরিয়ে দাও। সেটি হচ্ছে না। অবশ্য তোমরা যদি ব্যাবসায়িক কথা বলতে চাও। তাহলে আলাদা কথা---।' কাঁধ ঝাঁকাল স্যাম।

'কি রকম?'

'নগদ বিশ হাজার ডলার পেলে সোনাটা কোথায় দেখিয়ে দেব আমি।' জবাব দিল স্যাম।

'বাহ্ বেশ্ বলেছো তো ছোকড়া। কিন্তু, বন্ধু বিশ হাজার ডলার তো অনেক টাকা। এত টাকা তোমাকে দেব, তা ভাবলে কি করে?'

'দিতে বাধ্য। যেহেতু, সোনাটা দরকার তোমাদের। আধটনের মত সোনা আছে ওখানে। অবশ্য, সবটাই গুড়ো। তবুও ওটার দাম কতো হবে আন্দাজ কর তো।'

'আধ টন!' চোখ বড় বড় করে ফেলল ল্যান্সার। পরমুহূর্তে পিস্তল ঠেসে ধরল স্যামের চিবুকে। 'বল ব্যাটা সোনাটা কোথায়? নইলে খুন করে ফেলব তোকে।'

'কোন লাভ হবে না তাতে।' হাসল স্যাম। 'মরা মানুষ কথা বলতে জানে না।'

পিস্তল সরিয়ে নিল ল্যান্সার। দিশেহারা বোধ করছে। চকিতে র‍্যাঞ্চার প্যাকারের কথা মনে পড়ল। ও ব্যাটাকে কাৎ করলে কেমন হয়। সোনার পরিমানটা জানালে, নিশ্চয়ই টাকাটা দিতে

রাজী হবে সে। অবশ্য, টাকাটা ভোগ করতে পারবে না ছোকড়া। তার আগেই প্যাকারের কাউবয়রা ওকে ছিড়ে খেয়ে ফেলবে। তারপর যার টাকা, তার কাছেই ফিরে যাবে আবার। বুদ্ধিটা মনে ধরল। আপনমনে মাথা নাড়ল সে।

স্যামের দিকে ফিরল। 'তুমিই জিতলে হে, ছোকড়া। আমি রাজী। 'তারপর গর্ডনের দিকে তাঁকাল। 'আমি এল–ফোর র‍্যাঞ্চে যাচ্ছি। প্যাকারের কাছ থেকে টাকা আনতে। ছোকড়ার দিকে খেয়াল রেখো। সামান্য এদিক সেদিক দেখলেই গুলি করবে।' বলে পিস্তলটা হোলষ্টারে ঢুকালো। মেরীকে বলল। 'দুঃখ করো না মিস্ রেনল্ড, সোনাটা নিয়েই চলে যাবো আমরা। তবে আমি ফেরার আগ পর্যন্ত নিজেকে সংযত রাখলেই ভাল করবে তুমি।' শেষের কথাটা বলার সময় গর্ডনের দিকে মাথাটা সামান্য কাৎ করল সে। তারপর দরজা খোলে বেরিয়ে গেল।

দরজাটা বন্ধ করল গর্ডন। পরমুহূর্তে হুংকার ছাড়ল স্যামের প্রতি। 'হাত তুলে দাঁড়া ব্যাটা। তোকে বিশ্বাস নেই। 'বলে ঘরের এক কোণে চলে গেল। হাতে পিস্তল। এমনভাবে তাক করে ধরল, যেন মেরী আর স্যাম দু'জনকেই কাভার করা যায়।

আবারো হাত তুলে দাঁড়িয়েছে স্যাম। দেয়ালে শরীর ঠেকে আছে। চকিতে মনে পড়ল, ওর ডান হাতের কাছেই কোথাও খাপ সহ ছুরিটা ঝুলছে। পরক্ষণেই প্রশ্ন জাগল। যদি থেকেই থাকে তাহলে ওদের চোখে পড়ল না কেন। মাথাটা সামান্য ডানে সরাল স্যাম। কানের উপর সুরসুরি লাগল। তখনি বুঝতে পারল, কেন ছুরিটা চোখে পড়েনি ওদের। আগের রাতে লাল ফ্লানেলের শার্টটা খুলে একই হুঁকে ঝুলিয়ে ছিল। ওটার নিচে ঢাকা পড়ে আছে

ছুরিটা। কোনমতে ওটা হাতে নিতে পারলেই আর চিন্তা ছিল না। কিন্তু, তা করতে চাইলে যেমন করেই হোক ওদের মনোযোগ অন্যদিকে ফেরাতে হবে।

আগের মতই পলের গায়ে পিস্তল ঠেকিয়ে কটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে রডনি। দৃষ্টি স্থির। যেন পলের শরীরটা সম্মোহিত করেছে ওকে।

ঘরের মাঝামাঝিতে কাঠের চেয়ারটায় বসে আছে মেরী। ওর থেকে হাত তিনেক পেছনে পা ফাঁক করে দাড়িয়ে আছে গর্ডন। পিস্তলটা এমনভাবে ধরে আছে, ওটার লাইন অভ ফায়ার মেরীর পিঠ স্পর্শ করে সরাসরি স্যামের বুক ছুঁয়েছে। শীতল দৃষ্টিতে সে তাঁকিয়ে আছে স্যামের দিকে।

একটা কুটিল বুদ্ধি খেলে গেল স্যামের মাথায়। মেরীর চোখে সরাসরি তাঁকাল সে। ওর চোখে স্পষ্ট ঘৃণা দেখতে পেল। যদি কোনভাবে এই ঘৃনাটা বাড়িয়ে দেওয়া যায়, তাহলেই কেল্লা ফতে। 'হাউডি ম্যাম?' চটুল স্বরে বলল স্যাম। 'ভেবেছিলে তোমাকে খুব পছন্দ করি আমি।' কথা চালিয়ে যেতে যেতে উঠানো হাত দুটো দেয়ালে ঠেকাল স্যাম। নিরেট কাঠের স্পর্শ পেল হাতের উল্টো পিঠে। 'সত্যিই তাই করেছি আমি।' কথা চালিয়ে গেল সে। ডান হাতটা সামান্য ডানে সরাল। শার্টটার স্পর্শ পেল। 'বিশ্বাস কর, তোমার ঐ সুন্দর শরীরটার কথা অনেকদিন মনে থাকবে আমার।' মেরীকে শিরদাঁড়া সোজা করতে দেখে মনে মনে খুশী হয়ে উঠল। হাতটা আস্তে করে ঠেলে দিল শার্টের তলায়। হাতের তালুর উপর

ছুরির ফলার স্পর্শ পেল। শরীরটা টান টান করে দিল। আঙ্গুলের ডগাগুলো বাট স্পর্শ করল ছুরিটার। 'মাইরি বলছি, বিছানায় দারুন খেল দেখাও তুমি।' চুড়ান্ত ঢিলটা ছুড়ল সে।

'শয়তান, মিথ্যেবাদী, তোকে আমি---।' বলেই ঝট করে চেয়ার ছাড়ল মেরী। ছুটে আসতে লাগল স্যামের দিকে। লাফিয়ে আগে বাড়ল গর্ডন। নিজের কর্তব্যের কথা ভুলে গিয়ে পেছন থেকে বাম হাতে ধরল মেরীকে। ডান হাতে ধরা পিস্তলের মুখ আপনা থেকেই ঘুরে গেল নিচের দিকে।

ততক্ষণে ছুরির বাট মুঠো বন্দি করে ফেলেছে স্যাম। গর্ডন মেরীকে জাপটে ধরছে দেখেই ডান হাতটা তড়িৎ বেগে ছুঁড়ে দিল সামনে। একই সাথে ডাইভ দিল রডনির পিস্তল ধরা হাত লক্ষ্য করে।

কানের পাশে একটা কর্কশ অর্তিচিৎকার শুনল মেরী। পরক্ষণেই গর্ডনের হাতের বাঁধন খুলে যেতেই মাথা ঘুরিয়ে বিভৎস দৃশ্য দেখতে পেল। বিশালদেহী মানুষটার বাম চোখে বিঁধে আছে স্যামের নিক্ষিপ্ত ছোরাটা। বাটের গোড়া পর্যন্ত ভেতরে সেধিয়ে গেছে ওটা।

ততক্ষণে হাত থেকে পিস্তল ফেলে দিয়েছে গর্ডন। দু'হাতে হাতল ধরে চোখের ভেতর থেকে টেনে বের করতে চাইছে ছোরাটা। ষাঁড়ের মত চেচাচ্ছে সমানে।

ওদিকে রডনির পিস্তল ধরা হাতটা বাম হাতে কাঠের দেয়ালে ঠেসে ধরে ডান হাতে ক্রমাগত ওর বুকে পেটে ঘুসি মারছে স্যাম। বাম হাত দিয়ে দুর্বলভাবে ঘুষিগুলো ঠেকাতে চেষ্টা করছে

রডনি। সফল হচ্ছে না। এমনিতেই শুকনো মানুষ সে। স্যামের ওজনধার ঘুষিগুলোর ধকল বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারল না। অল্পক্ষণেই নেতিয়ে পড়ল। পিস্তলটা হাত থেকে ছেড়ে দিয়ে দেয়াল ঘষটাতে ঘষ্টাতে মাটিতে বসে পড়ল সে।

রডনি পড়ে যেতেই উবু হয়ে ওর পায়ের কাছে পড়ে থাকা পিস্তলটা তুলে নিতে গেল স্যাম। বাম চোখের কোণ দিয়ে খেয়াল করল, কোমরের বেল্টে গুজে রাখা স্যামের সিক্সশুটারটা হাতে তুলে নিয়েছে গর্ডন। গুলি করতে যাচ্ছে ওকে। রডনির পিস্তলটা হাতে নিয়েই ঝট করে বসে পড়ল স্যাম। পরমুহূর্তে শরীরটা পেছনে উল্টে দিল। চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ল সে। পড়েই পিস্তল তাক করল গর্ডনের দিকে।

ততক্ষণেই গুলি করে বসেছে গর্ডন। গুলিটা সরাসরি রডনির কপালে লাগল। পাকা কুমড়োর মত ফেঁটে গেল মাথাটা। রক্তাক্ত মগজ ছিটকে পড়ল দেয়ালে। গুলি খাবার সাথে সাথেই মারা গেছে সে।

এরই মধ্যে স্যামও গুলি করে বসেছে গর্ডনকে। বুক পেতে ওর গুলিটা গ্রহণ করল গর্ডন। বিশাল শরীরটা কেঁপে উঠল গুলির ধাক্কায়। হাত থেকে খসে পড়ল সিক্সশুটার। টলতে টলতে হাঁটু ভেঙ্গে মেঝেতে পড়ল সে।

পড়েই কয়েকটা কাঁপুনি দিয়ে স্থির হয়ে গেল দেহটা।

উঠে দাঁড়াল স্যাম। এগিয়ে গেল গর্ডনের লাশের কাছে। হ্যাচকা টানে ওর চোখ থেকে বের করল ছুরিটা। গর্ডনের শার্টে ওটার উভয় পিঠ মুছে নিয়ে কোমরের বেল্টে গুঁজে রাখল। তারপর

নিচু হয়ে ওর সিক্সশুটারটা তুলে নিল। হোলষ্টারে রেখে দিল ওটা।

আতংকে কাঁপছে মেরী। দু'হাত বুকের উপর রাখা। অবিন্যস্ত বেশবাস। স্যামের দিকে তাকিয়ে অনেক কষ্টে বলল সে। 'স্যাম তুমি---।' আর কোন কথা বেরুল না ওর মুখ দিয়ে।

'দুঃখিত ম্যাম।' ওর চোখের দিকে তাঁকিয়ে বলল স্যাম। 'তোমাদের রক্ষা করার জন্যই ঐ নোংড়া কথাগুলো বলতে হয়েছে আমাকে।'

'আমি জানি স্যাম।' ভেজা ভেজা কণ্ঠে বলল মেরী। 'তোমাকে ভূল বুঝিনি আমি।'

'ধন্যবাদ ম্যাম।' হাঁপ ছাড়ল স্যাম। বুকের উপর থেকে একটা পাষানভার নেমে গেল ওর। দৃষ্টি ফিরিয়ে তাকাল কটের দিকে। এক কোণে দেয়ালে হেলান দিয়ে জগসড় হয়ে বসে আছে পল। মুখ থেকে রুমালটা বের করে ফেলেছে আগেই। ভয়ে ঠোঁটজোড়া ইষৎ ফাঁক হয়ে আছে তার। ওর দিকে এগিয়ে গেল স্যাম। বসা থেকেই লাফিয়ে ওর কাছে চলে এল পল। জড়িয়ে ধরল স্যামকে। 'আর কোন ভয় নেই মাষ্টার পল।' পলের পিঠে চাপড় দিতে দিতে বলল সে।

আট

এল-ফোর র‍্যাঞ্চ। মুখোমুখি বসে আছে ল্যান্সার ও প্যাকার। 'বলছো কি!' কণ্ঠে অবিশ্বাস ফুটিয়ে বলছে প্যাকার। 'ঐ হারামজাদাকে আটক করে ফেলেছো তুমি?'

'তাহলে আর বলছি কি।' সকালে হোটেল থেকে বের হবার পর থেকে স্যামের ধরা পড়া পর্যন্ত আগাগোড়া প্যাকারকে বলল ল্যান্সার।

শুনে লাফিয়ে উঠল প্যাকার, 'এখুনি যাচ্ছি আমি। হারামজাদাকে উচিৎ শিক্ষা দেব এবার।'

'না, তা পারছ না তুমি।' মাথা নাড়ল ল্যান্সার।

'কেন?'

'ছোকড়া বহুত সেয়ানা। নিজেকে জেতানোর জন্য দামী কার্ডটা আগেই হাত করে রেখেছে সে।'

'কিরকম?'

'ইয়াম রেনল্ডের সোনার খোঁজ জানে সে।' বলে স্যামের সাথে তার কথাবার্তার সবটুকু খুলে বলল ল্যান্সার।

'কিভাবে বুঝলে। সত্যি কথা বলছে সে।' চোখ সরু করে প্রশ্ন করল প্যাকার। 'এমনও তো হতে পারে ধাপ্পা দিচ্ছে সে।'

'সেটা জানবার জন্যই তোমার কাছে আসা। কারণ বিশ হাজার ডলার ক্যাশ দেওয়া একমাত্র তোমার পক্ষেই সম্ভব।'

'তা না হয় দিলাম। কিন্তু, তাতে আমার লাভ?'

'আগের চুক্তি মতে ঐ সোনার চার ভাগের এক ভাগ। আর নগদ বিশ হাজার ডলার।'

'মানে?'

'খুব সহজে।' নিজের পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করল ল্যান্সার।

'বাহ্ দারুণ বুদ্ধি করেছো তো।' বলে ল্যান্সারের হাঁটুতে ছোট্ট একটা চাপড় বসালো প্যাকার। একটা কুটিল হাসি ছাড়িয়ে পড়ল ওর গোলাকার মুখ জুড়ে।

কাঁঠফাটা রোদে ঝলসাচ্ছে দেহ দু'টো। জীম টার্নারের সেলুনের সামনে রাস্তার মাঝামাঝিতে আড়াআড়িভাবে পড়ে আছে

ওগুলো। গর্ডন আর রডনির লাশ। ওদের উপর শহরবাসীর কি পরিমান ঘৃণা ছিল। লাশদু'টো এভাবে ফেলে রেখে তারই প্রমান দিয়েছে ওরা।

সেলুনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে সবাই। উদ্বিগ্নমুখে বারবার তাঁকাচ্ছে শহরের উত্তর প্রান্তের ট্রেইলে। জানে, এই পথ দিয়েই যে কোন সময় ফিরবে ল্যান্সার। লাশ দুটো দেখার পর তার মুখের অবস্থা কেমন হয়, তা দেখার জন্য অপেক্ষা করে আছে ওরা।

সহসা চেঁচিয়ে উঠল হোটেল মালিক ইভান। 'ঐ তো আসছে ল্যান্সার।' পরক্ষণেই বদলে গেল তার কণ্ঠ। 'ওকি! ওর সাথে দেখি অনেক লোক আসছে।'

দৃশ্যটা সকলেই দেখতে লাগল। উত্তরের ট্রেইল ধরে এগিয়ে আসছে জনা দশেক ঘোড়সওয়ার। সবার আগে ল্যান্সার। তার লাল সোরেল ঘোড়াটায় চড়ে আসছে। পাশেই কিছুটা পেছনে র‍্যাঞ্চার প্যাকার। একটা বাদামী অ্যাপালুসায় চড়ছে সে। ফোরম্যান বোথাম বসে আছে সাদাটে রোয়ানের পিঠে। ধুসর সাদা মাসটাংয়ে সওয়ার হয়ে আসছে লম্বা গিল। অন্যান্য কাউবয়রা সবাই শক্তিশালী এক একটা ঘোড়ায় চড়ে অনুসরণ করছে ওদের।

'হায় খোদা, এ দেখছি রীতিমত ওয়র পার্টি।' অস্ফূট শব্দ করে বলল কামার হপকিন্স।

'ঠিকই বলেছো, ওয়র পার্টিই বটে। তবে যুদ্ধ জয় এদের ভাগ্যে নেই।' সবজান্তার ভঙ্গীতে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল জীম টার্নার।

শহরের কাছাকাছি হতেই সেলুনের সামনের রাস্তায় পড়ে থাকা লাশ দু'টো চোখে পড়ল ল্যান্সারের। একই সাথে প্যাকারও দেখল দৃশ্যটা। মাথার উপর হাত তুলল সে। থেমে গেল সবাই। সে আর ল্যান্সার এগোতে থাকল ক্যাবল। লাশ দু'টোর কাছে এসে উভয়েই ঘোড়ার রাশ টানল। লাফিয়ে রাস্তায় নামল ল্যান্সার। প্যাকার অনুসরণ করল ওকে। রডনির ফেটে যাওয়া মাথার অবশেষ দেখে পেটের ভেতর গুড় গুড় করে উঠল ওর। মুখে হাত চাপ দিল প্যাকার। বমি আসছে তার। মুখ ফিরিয়ে সেলুনের বারান্দায় তাঁকালো। সবাই উৎসুক চোখে দেখছে ওদেরকে। রাগে ভেতরটা চিড়বিড় করে উঠল ওর। তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে তাঁকাল ল্যান্সারের দিকে। পাথর দৃষ্টিতে লাশ দুটো দেখছে ল্যান্সার। ওর কাঁধে হাত রাখল প্যাকার।

'খেলার ছক উল্টে গেছে ল্যান্সার।' বলল সে।

'ছোকড়াকে খুন করব আমি।' ঠান্ডা স্বরে বলল ল্যান্সার।

পেছনে অপেক্ষারত কাউবয়দের ইঙ্গিত করল প্যাকার। ঝটপট এগিয়ে এল সবাই। লাশ দুটোর অবস্থা দেখে চমকে গেল ওরা। অস্ফুট শব্দ করল কেউ কেউ। ঘোড়া থেকে নামল ওরা। র‍্যাঞ্চারের হুকুমে কাজে লেগে গেল। ঘোড়াগুলো আস্তাবলে রেখে এল কয়েকজন। বাকীরা ধরাধরি করে লাশ দুটো রাস্তার পাশে সরিয়ে নিল।

সেলুনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছে সবাই। হঠাৎ করেই বুড়ো কলিন্সের চোখে পড়ল। রাস্তার দক্ষিণ দিক থেকে একটা বিশালদেহী মাসটাংয়ে চড়ে এগিয়ে আসছে স্যাম।

রাস্তার জটলারত লোকগুলোও দেখতে পেল ওকে। সঙ্গে সঙ্গে জমে গেল সবাই। পরমুহূর্তে প্যাকারের চিৎকার কানে যেতেই গোল হয়ে দাঁড়াল। কোমরে অস্ত্র ঝুলছে সবার। পুরো দলটার ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে ল্যান্সার আর প্যাকার। ল্যান্সারের ডানে লম্বা গিল। প্যাকারের বামে বোথাম। সবাই এক দৃষ্টিতে তাঁকিয়ে আছে আগুয়ান ঘোড়সওয়ারের দিকে। পিস্তলের বাট স্পর্শ করে আছে প্রত্যেকেই।

বিশফুট দুরত্বে এসে থেমে দাঁড়াল স্যাম রাজকীয় ভঙ্গীতে। নামল ঘোড়া থেকে। ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে এসে থামল সেলুনের বারান্দার কাছে। লাগামটা ছুড়ে দিল বুড়ো কলিন্সের দিকে। হেঁটে ফিরে গেল পুর্বের জায়গায়।

রুদ্ধশ্বাসে সবাই দেখছে দৃশ্যটা। পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে স্যাম। দু'হাত ঝুলে আছে শরীরের উভয় পাশে। সহসা একটা জিনিস আবিষ্কার করে আৎকে উঠল সবাই। অবাক চোখে লক্ষ্য করল, স্যামের ডান উরুতে চামড়ার খাপে শোভা পাচ্ছে, একটা অদ্ভুৎ দর্শন ছোরা। ফলাটার আগার দিক চওড়া এটার। বাটটা ফলার তুলনায় যথেষ্ট সরু। অবশ্য, অপর পাশে হোলস্টার থেকে ঠিকই উঁকি দিচ্ছে সিক্সশ্যুটারের বাট। তবুও দশজন অস্ত্রধারী লোকের বিরুদ্ধে এই মামুলী ছোরা আর একটা মাত্র পিস্তল নিয়ে কিভাবে লড়বে স্যাম, বুঝে পাচ্ছে না তারা।

আচমকা স্যামের চিৎকারে চিন্তার জাল ছিন্ন হয়ে গেল ওদের।

'মনে আছে ল্যান্সার?' ভরাট গলায় বলছে সে। 'আমি কে জানতে চেয়েছিলে তুমি। বলেছিলাম তোমাদের চেয়ে অনেক শক্ত লোক আমি। এখন সময় এসেছে নিজেকে প্রকাশ করার। দেখ ধাক্কাটা সামলাতে পারো কিনা।' একটু থামল স্যাম। তারপর টেনে টেনে বলল, 'আমাকে স্যাম গ্রেভার বলে চেনে সবাই।'

সেলুনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা প্রত্যেকটা লোক এক অভাবনীয় দৃশ্য দেখল। স্যাম তার নামটা উচ্চারণ করবার সাথে সাথেই প্যাকার ও তার লোকজন পিছু হটে তারপর ঘুরেই এমনভাবে দৌড় লাগাল। যেন বোলতা কামড়েছে ওদের। দৃশ্যটা দেখে আশ্চর্য হলো না কেউ।

পশ্চিমে 'স্যাম গ্রেভার' একটা জীবন্ত কিংবদন্তী। রটনা আছে। এ পর্যন্ত যারাই অস্ত্র হাতে তার মুখোমুখি হয়েছে। তারাই কবরে গিয়েছে। আর তাই লোকেরা তার নাম দিয়েছে স্যাম গ্রেভার। গোরখোদক স্যাম।

স্যামের নামের শেষ অংশটা চাবুকের মত আঘাত করল ল্যান্সারকে। নির্নিমেষ নয়নে সে দেখতে লাগল অদূরে দাঁড়ানো দীর্ঘদেহী মানুষটাকে। চোখের সামনে কেবলি গর্ডন আর রডনির বিভৎস লাশ ভাসছে। নিজেকে তার পৃথিবীর সবচেয়ে অসহায় মানুষ বলে মনে হল। অনাথ শিশুর মত তাঁকাল সে আশে-পাশে। এবং বিস্ময়ে বোবা বনে গেল। যখন সে আবিষ্কার করল, কাঠ ফাঁটা রোদে খোলা রাস্তায় দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণ একাই ঘামছে সে। একবার মনে হল ভুল দেখেছে। চোখ কচলে ভাল করে তাকাল নিজের উভয় পার্শ্বে। দেখল, সত্যিই নেই ওরা। যেন, যাদুমন্ত্রের বলে উধাও হয়ে গেছে সবাই। পরমুহূর্তে পেছন থেকে অনেকগুলো ঘোড়ার শব্দ কানে আসতেই প্রকৃত সত্যটা বুঝতে পারল। আস্তে আস্তে মিলিয়ে যেতে থাকল শব্দটা।

নিজের বর্তমান অবস্থাটা বুঝতে পারল ল্যান্সার। তার খুব ইচ্ছে করছে। সোজা হেঁটে চলে যেতে এখান থেকে। একসময় ঠিক করে ফেলল, তাই যাবে। ঘুরতে যাবে, এমন সময় মৃদু ধপ্ শব্দে ফিরে তাঁকালো। চোখ পড়ল রাস্তার উপর। কি যেন পড়ে আছে তার পায়ের কাছে। উঁবু হয়ে তুলে নিল ওটা। আরে এ যে দেখছি ছয় ঘোরার পিস্তল একটা। এটা আবার কোথেকে এল? স্যামের দিকে চোখ পড়তেই উত্তরটা পেয়ে গেল। স্পষ্ট দেখতে পেল, হোলস্টারের উপরকার চামড়ার ঢাকনিটা উল্টে আছে এবং ওর ভিতর থেকে কোন পিস্তলের বাট উঁকি দিচ্ছে না। মুহূর্তেই বুকটা তার কানায় কানায় ভরে গেল সাহসে। ধীরে সুস্থে পিস্তলটা তাক করল স্যামের হৃৎপিন্ড বরাবর এবং সাথে সাথেই বুকের বাম পার্শ্বে প্রচন্ড একটা ধাক্কা খেল।

একি হাতটা এমন কাঁপছে কেন? ট্রিগার টিপতে পারছে না কেন সে? বিখ্যাত হওয়ার কি দারুন সুযোগ যাচ্ছে তার। স্যাম গ্রেভারকে খুন করেছে ল্যান্সার, সবাই যখন বলবে, তখন প্রাণ খোলে হাসবে সে, হা- হা।

ধরাস করে মাটিতে পড়ে গেল ল্যান্সার। মুখটা হা হয়ে আছে তার। এ অবস্থাতেই মারা গেল সে।

দরজায় জোরসে ঘা দিল বুড়ো কলিন্স। খোলে গেল কপাট। মেরীর উদ্বিগ্ন মুখ দেখতে পেল। পাশে পল দাঁড়িয়ে। পালা করে দু'জনের দিকে তাঁকাল সে। তারপর আস্তে করে বলল, 'ও চলে গেছে।'

দৌড়ে দরজার কাছ থেকে ভেতরে চলে গেলে মেরী। সবই বুঝল কলিন্স। কান্না লুকোতে পালিয়ে গেল মেয়েটা। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পলের দিকে তাঁকাল। ওর ডান হাতটা টেনে নিল মুঠোয়। 'স্যাম, এটা দিয়ে গেছে তোমাকে।' ছোট্ট একটা চিরকুট ধরিয়ে দিল।

ভাঁজ খুলে কাগজটা চোখের সামনে মেলে ধরল পল। কষ্ট করে পড়তে লাগল–

মাস্টার পল,

তুমি এখন পড়তে পারো জেনেই লিখছি এটা। তোমার বাবার রেখে যাওয়া সোনাটা ঠিকই পেয়েছি আমি। আস্তাবলের মেঝেতে ইঞ্চি খানেক পুরু মাটির নিচে লুকানো আছে ওটা। একটা বড় ট্রাংকভর্তি গুড়ো সোনা। আমার ঘোড়ার খুরের ঘায়ে মাটি সরে যাওয়ায় , ওটা খুঁজে পাই আমি। তবে আমি মনে করি। সোনাটা রক্ষা করার মত তুমি যথেষ্ট বড় না হওয়া পর্যন্ত, ওটা ওখানেই রাখলে ভাল করবে।

ভাল কথা। তোমার মাখন খাবার অভ্যাসটা আবার ভুলে যেয়ো না যেন। আমি এখন রোভার টাউনের পথে। শুনেছি, ওখানে ভাল হোলস্টিন গাই পাওয়া যায়। দুটো গাই কেনার ইচ্ছে আছে আমার। শুভ কামনায়,

স্যাম।

সমাপ্ত